রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।

বেদ, উপনিষদাদি ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত
ক্ষত্রিয়বংশ পরিচয় এবং বঙ্গদেশে
রাজপুত সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীহরিচরণ বক্সু সঙ্কলিত

কলিকাতা
১৬নং ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

ভাই বীরেন্দ্র প্রসাদ—

সৎ-চিৎ-আনন্দ যাঁহার স্বরূপ,
সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত দিব্য, নানা রূপ।

মায়া-মুগ্ধ জীবকুল নিত্য নানা সাজে,
কর্ম্মসূত্রে আসে যায় কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে।

'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' যোগভ্রষ্ট জন,
যোগসিদ্ধি তরে পুনঃ করে আগমন।

পথ ভুলে এসেছিলে অভাগার কোলে,
তাই বুঝি, ছেড়ে গেলে নিমেষের ভুলে?

কর্ম্মযোগী নরনাথ পূজিত ভুবনে,
শান্তিলাভ হ'ক তব তাঁদেরই চরণে।

তোমার হতভাগ্য—
দাদা ম'শায়।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায়, পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্ধু মহাশয়ের আবাল্য সাধনার ফল "রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়" নামক গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আজ সাধারণে প্রকাশিত হইল। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইহার প্রথম সংস্করণে বেদ উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ ও কল্পসূত্র প্রভৃতি প্রামাণ্য জৈনশাস্ত্র সমূহ হইতে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়ের অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংস্করণে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" ও "বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি ও শাসন-লিপি সমূহের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশাগত ভাগ্যান্বেষী যুদ্ধোপজীবী রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ রাঢ়প্রদেশে "অগ্রহার" লাভ করিয়া ক্রমশঃ সামন্ত নৃপতি-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং বলবান, সাহসান্বিত ও যুদ্ধকুশল ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রোক্ত "উগ্রপুত্র" আখ্যার অনুরূপ "উগ্রক্ষত্রিয়-সুত" এই গৌরবাত্মক আখ্যাটি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই উগ্রক্ষত্রিয় সামন্ত নৃপতিগণেরই অন্যতম বর্দ্ধমানের পাল-উপাধিধারী 'রত্নাকর' বংশে পাল সম্রাট গণের এবং সেন-উপাধিধারী সোম-বংশে 'সেন-রাজগণের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বন্ধু মহাশয় তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূলে যে সমুদায় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সমুদায় প্রমাণের যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা শুধু উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নহে, পরন্তু প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের—বিশেষতঃ, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের—নিকট বিশেষভাবেই সমাদৃত হইবে।

শ্রীযুক্ত বন্ধু মহাশয়ের আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থখানি যাহাতে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয়ের গৃহে রক্ষিত হইতে পারে,

এবং তৎপাঠে প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয় তাঁহার পূর্ব্বগৌরব অনুভব করিয়া, যাহাতে আত্মস্থ হইতে পারেন তজ্জন্য পুস্তকখানির মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইয়াছে।

এস্থলে, আমাদের অদৃষ্টের পরিহাস স্বরূপ একটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। এই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গীয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক অকালমৃত্যু আমাদিগকে স্বজন-বিয়োগের ন্যায়ই ব্যথিত করিয়াছে। শ্রীভগবান তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত আত্মাকে পরম শান্তি দান করুন, আর আমাদের প্রতি তাঁহার ইহলোকের শুভেচ্ছা, পরলোক হইতে, আশীর্ব্বাদরূপে, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ষিত হউক— ইহাই মাত্র প্রার্থনা।

পরিশেষে, পুস্তকখানির প্রকাশকরূপে আমার স্বজাতিগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমাদের বিভিন্ন থাক্ বা শ্রেণীগুলির পরস্পর বিরোধী ভাব এবং তজ্জনিত সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব আমাকে অত্যন্ত বেদনা দেয়। এই বিরোধীভাব যে জাতীয় উন্নতির একান্ত পরিপন্থী এবং আত্মনাশেরই নামান্তর, তাহা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না—ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি আশা করি, শ্রীযুক্ত বন্ধু মহাশয়ের সঙ্কলিত এই গ্রন্থখানি আমার এই অভিযোগ নিরাকরণ করিয়া উগ্রক্ষত্রিয়-গণকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ করিবে, এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে ক্ষত্রিয়োচিত আত্মসম্মান জাগরূক রাখিবে।

শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া।
কলিকাতা, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৭। } বিনীত— **শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায়।**

মুখবন্ধ

এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণে "নানা মুনির নানা মত" শীর্ষক অধ্যায়ে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যাবতীয় অনুলোম ও প্রতিলোম-জাত জাতির এবং বৈশ্য ও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মতানৈক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে তৎসমুদয় অধ্যায় পরিত্যক্ত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের শেষ নরপতিবৃন্দ, পাল ও সেনরাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসন-লিপি সমূহ হইতে, বঙ্গদেশে রাজপুত সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচিত হইল। যে সমুদায় পণ্ডিত-মণ্ডলী বহু পরিশ্রমে উল্লিখিত শাসনলিপি সমূহের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" ও "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" প্রভৃতি যাঁহারা তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে জিয়াগঞ্জ—নেহালিয়া নিবাসী অশেষ গুণালঙ্কৃত স্বর্গীয় পান্নালাল সিংহ মহাশয় আমার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধীয় উল্লিখিত পুস্তক সমূহের সন্ধান দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আমার সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনায়, বর্দ্ধমান—বাজারগ্রাম-নিবাসী সোদর-প্রতিম শ্রীমান আশুতোষ চৌধুরীকে সহকর্ম্মীরূপে লাভ করিয়া, তাঁহাকে ভগবৎ প্রেরিত উত্তরসাধক বলিয়াই মনে করি। তিনিই আমাকে প্রথমে স্বজাতি সমাজে পরিচিত করিয়া এবং আমার প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র হুই, বেলগ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় হরিপদ দত্ত ও রামপুর-নিবাসী স্বর্গীয় অটলবিহারী হুই মহাশয়গণের আন্তরিক সহানুভূতি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় ঘটনাচক্রে প্রকাশকের গুরুভার গ্রহণ না করিলে পুস্তকখানি প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য হইত না; সুতরাং আমার স্বজাতিবর্গ ও আমি তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ থাকিলাম।

জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। **শ্রীহরিচরণ বন্ধু।**

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৮	৮	পাণিজগ্যহে	পাণিঙ্গ্যহে
ঐ	৯	ক্ষিতি নু শা রিনী	ক্ষিতিনু শরীরিণী
ঐ	১০	মুক্তাথবা	মূর্ত্তাথবা
ঐ	১৪	সুতমস্ত	সুতমস্ত
৭০	৪	লোকাহরণং	লোকাহরণং
ঐ	১৬	রত্নাকরে মুস্মিন	রত্নাকরেঽমুস্মিন্
৭১	১২	জহ্নু কন্যা	জহ্নু-কন্যা
৭২	৪	কুম্ভস্ত	কুম্ভঃ
৭৭	১২	ক্ষৌণী নামক	ক্ষৌণী নায়ক
৭৮	১৪	পুরোনিশি	পুরোদিশি
৮৫	৩	প্রকৃভিঃলক্ষ্মা	প্রকৃতিভিলক্ষ্ম্যাঃ
১০৩	৯	দেবপালদেব	ধর্ম্মপালদেব
১০৪	১৪	মহ দেবশ্চতুর্ম্মুখ	মহাদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ
ঐ	২০	সুনো	সূনো
১০৫	১৫	অন্তঃপাতী	অন্তঃপাতি
ঐ	১৭	গ্রাম	গ্রামে
১০৯	২১	গ্রামপোকণ্ঠে	গ্রামোপকণ্ঠে
ঐ	২২	প্রত্যাপনং	প্রত্যাপণং
১১০	১	বেশ্মানি	বেশ্মনি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১০	১	পিঞ্জরোদর	পঞ্জরোদর
১১৪	২	সূক্তি মাধ্বিক ধারাঃ	সূক্তিমাধ্বীকধারা
১১৫	৭	বভূভুব	বভূবুঃ
ঐ	১৫	শূরকুলাম্বোধি	শূরকুলাম্ভোধি
১২৫	২	তুলিয়াছেন	তুলিয়াছে
ঐ	৪	বাচ	বাচঃ
১৩০	৯	রাজপুত্রঃ	রাজপুত্রা
১৩১	১০	হেতৌঃ	হেতোঃ
ঐ	১৬	সপ্তাম্বোধিতটা	সপ্তাম্ভোধিতটী
১৩৪	১৯	৫ম	৭ম
১৩৫	১১	উগ্রক্ষত্রিয় সূত	উগ্রক্ষত্রিয়সুত
১৩৬	৬	পুনরভ্যুদয়	পুনরভ্যুদয় ।

রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।

ভগবান মনু, ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু পৌণ্ড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীস্থ ক্ষত্রিয়গণের পাতিত্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥" এস্থলে "ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদটির প্রয়োগ দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় একটি জাতিবাচক আখ্যা নহে পরন্তু ইহা বিভিন্ন আখ্যা-বিশিষ্ট বিভিন্নকুলসম্ভূত নৃপতিবর্গের বর্ণনির্ণায়ক সাধারণ আখ্যা মাত্র।

বেদসমূহের বিভাগকর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ও বৈদিক ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়া স্মৃতাঃ। ব্রহ্মণো-বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥" এস্থলেও "ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" এই বহুবচনান্ত পদটি দ্বারা, বৈদিক ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণও যে বিভিন্ন আখ্যাবিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

সূর্য্য চন্দ্র ও মনুবংশজাত ক্ষত্রিয়গণ ঋষিবংশসম্ভূত, সুতরাং জন্মতঃ ব্রাহ্মণই ছিলেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা বৈদিক রাজকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপুতসমাজেও চিরদিনই অগ্নিকুল অপেক্ষা সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, বৈদিক ক্ষত্রিয়গণও বিভিন্ন আখ্যা বিশিষ্ট হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং তন্মধ্যে ভোজ ও উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যে ঋগ্বেদসংহিতায় সর্ব্বপ্রথমে বর্ণবিভাগ করিয়া "বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ" বলা হইয়াছে, সেই ঋগ্বেদসংহিতা ভোজ ও উগ্রবংশীয় রাজগণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, প্রথমে তাহাই দেখা যাউক।

শ্রীঋগ্বেদসংহিতা (৮ অষ্টক ৬ অধ্যায় ১০ মণ্ডল, ১০৭ সূক্ত) বলেন :—

ন ভোজা মম্রু র্ন ন্যর্থমীয়ু র্ন রিষ্যন্তি ন ব্যথন্তেহ ভোজাঃ।
ইদং যদ্বিশ্বং ভুবনং স্বশ্চৈতৎ সর্ব্বং দক্ষিণৈভ্যো দদাতি ॥৮॥

ভোজা জিগ্যুঃ সুরভিং যোনিমগ্রে ভোজা জিগ্যু র্বধ্বংযাসুবাসাঃ।
ভোজা জিগ্যু রন্তপেয়ং সুরায়া ভোজা জিগ্যু র্যে অহূতাঃ প্রযন্তি ॥ ৯ ॥

ভোজগণের মৃত্যু নাই, তাঁহারা অর্থহীনতা প্রাপ্ত হন না, ক্লেশ, ব্যথা বা দুঃখ পান না; এই পৃথিবীতে বা স্বর্গে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা সমস্তই দক্ষিণা তাঁহাদিগকে দেন। ৮।

ভোজেরা ঘৃত-দুগ্ধাদি উৎপাদনকারিণী গাভী সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মদিরার সারাংশ প্রাপ্ত হন। সুন্দর-পরিচ্ছদধারিণী নারী তাঁহারাই পান, ভোজেরাই স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুদিগকে জয় করেন। ৯।

ভোজায়াশ্বং সংমৃজন্ত্যাশুং ভোজায়াস্তে কন্যা শুম্ভমানা।
ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রং ॥১০॥

ভোজমশ্বাঃ সুষ্ঠুবাহো বহন্তি সুবৃদ্রথো বর্ত্ততে দক্ষিণায়াঃ।
ভোজং দেবাসোবতা ভরেষু ভোজঃ শত্রূন্ সমনীকেষু
জেতা ॥ ১১ ॥

ভোজকে শীঘ্রগামী ঘোটক ভূষিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহারই নিমিত্ত সুরূপা নারী উপস্থিত থাকে; পুষ্করিণীর ন্যায় নির্ম্মল এবং দেবালয়ের ন্যায় বিচিত্র এই গৃহ ভোজের জন্যই বিদ্যমান আছে। ১০।

সুন্দর বহনকারী ঘোটকেরা ভোজকে বহন করে; তাঁহারই জন্য সুগঠন রথ উপস্থিত থাকে। দেবতাগণ যুদ্ধের সময় ভোজকে রক্ষা করুন; যুদ্ধের সময় ভোজ শত্রুদিগকে জয় করেন। ১১।

মহামহোপাধ্যায় শায়ণাচার্য্য ভোজ অর্থে ভোজনদাতা বা দাক্ষিণাদাতা বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ অসাধারণ দাতৃত্বই ভোজবংশীয় রাজগণের বিশেষত্ব ছিল এবং তজ্জন্যই তাঁহারা "ভোজ" নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ অষ্টক, ৩য় অধ্যায়, ৮ম মণ্ডল, ৪৫ সূক্ত, ৪র্থ ও ৫ম ঋক :--

আ বুংদং বৃত্রহা দদে জাতঃ পৃচ্ছদ্বিমাতরম্। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ৪ ॥

জাতঃ উৎপন্নো বৃত্রহেন্দ্রো বুংদমিষুং। তথা চ যাস্কঃ। বুংদ ইষুর্ভবতি। নিং ৬।৩২। ইতি। আদদে। আদায় চেষুমুগ্রা উদ্গূর্ণবলাঃ কে কে চ শৃণ্বিরে বীর্য্যেণ বিশ্রুতা ইতি স্বমাতরং বিপৃচ্ছৎ, অপ্রাক্ষীৎ ॥ ৪ ॥

প্রতি ত্বা শবসী বদদ্গিরাবপ্সো ন যোধিষৎ। যস্তে শত্রুত্বমাচকে ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং শবসী বলবতী, মাতা প্রতিবদৎ প্রত্যবোচৎ। যস্তে শত্রুত্বমাচকে কাময়তে স গিরৌ পর্ব্বতেঽপ্সো ন দর্শনীয়ো গজ ইব যোধিষৎ, যোধয়তি ॥ ৫ ॥

বৃত্রহা জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারা উগ্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৪ ॥

বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার শত্রুত্ব আকাঙ্ক্ষা করে, সে পর্ব্বতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে। ॥ ৫ ॥

৬ষ্ঠ অষ্টক, ৫ম অধ্যায়, ৮ম মণ্ডল, ৭৭ সূক্ত, ১ম, ২য় ও ৩য় ঋক,—

জজ্ঞানো নু শতক্রতুর্বিপৃচ্ছদিতি মাতরং। ক উগ্রাঃ কে হ শৃণ্বিরে ॥ ১ ॥

অয়মিন্দ্রো জজ্ঞানো নু জায়মান এব শতক্রতুর্বহুকর্ম্মেতীত্থং মাতরং স্বজননীং বিপৃচ্ছতি। কিমিতি। কে উগ্রা উদ্গূর্ণবলা লোকে। কে হ শৃণ্বিরে শ্রূয়ন্তে গুণৈঃ। কে বিশ্রুতা ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আদীং শবস্যব্রবীদৌর্ণবাভমহীশুবং। তে পুত্র সন্তু নিষ্ঠুরঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রেণ পৃষ্টা শবসী মাতা আৎ অনন্তরমেব ঈং এনং ইন্দ্রং অব্রবীৎ। কিমিত্যুচ্যতে। ঔর্ণবাভমহীশুবমেতন্নামানৌ অসুরৌ * তিষ্ঠতঃ। তাবুক্তাবন্যে চ তাদৃশা হে পুত্র তব নিষ্ঠুরো নিস্তারণীয়াঃ সন্তু ইতি ॥২॥

* সায়ণাচার্য্য বহুস্থানে অসুর অর্থে বলশালী বলিয়াছেন, সুতরাং এস্থলেও তিনি বলশালী অর্থেই অসুর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিত। ঋগ্বেদসংহিতার মূল ঋকেও অনেকস্থলে বলশালী অর্থে অসুর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা,—

সমিত্তান্ বৃত্রহাখিদৎখে অরাঁইব খেদয়া। প্রবৃদ্ধো দস্যুহাভবৎ ॥ ৩ ॥

তাঞ্জনয়োক্তান্ বৃত্রহেন্দ্রঃ সমিৎসহৈবাখিদৎ। খেদনং নামাকর্ষণং। খে রথচক্রস্য নাভাবরান্ চক্রাঙ্গভূতান শঙ্কূন্ খেদয়া রজ্জেব। তথা তান্ যথা সংখিদন্তি তদ্বৎ। তথা কৃত্বা দস্যুহা শক্রবাতীন্দ্রঃ প্রবৃদ্ধোহভবৎ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্র জন্মিয়াই বহুকর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে? ॥ ১ ॥

শবসী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাভ, অহীশুব প্রভৃতি অনেকে আছে, তাহাদের নিস্তার করা উচিত ॥ ২ ॥

বৃত্রহা ইন্দ্র তাহাদিগকে, রজ্জুদ্বারা রথচক্রের অবসমূহের ন্যায়, যুগপৎ আকর্ষণ করিলেন, এবং দস্যুহা (শক্রঘাতীন্দ্রঃ) প্রবৃদ্ধ হইলেন ॥ ৩ ॥

আর্য্য ঋষিগণ স্ব স্ব যজমানগণের বিজয় এবং তাঁহাদিগের আর্য্য ও অনার্য্য শত্রুগণের পরাজয় ও ধ্বংস কামনা করিয়া, বহু ঋক বা মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং অভীষ্ট দেবতাগণকে স্বীয় যজমানগণেরই

প্রতদ্দুঃশীমে পৃথবানে বেনে প্র রামে বোচমসুরে মঘবৎসু।
যে যুক্ত্বায় পঞ্চশতাস্ময়ু পথা বিশ্রাব্যেষাম্।

(১০ম মণ্ডল, ৯৩ সূক্ত, ১৪শ ঋক)

যে সকল দেবতা পঞ্চশত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া আমাদিগের জন্য যজ্ঞমার্গে আগমন করেন, তাঁহাদিগের বর্ণনাযুক্ত স্তোত্র আমি দুঃশীম, পৃথবান, বেন ও বলশালী রাম প্রভৃতি রাজার ও অন্যান্য বলশালী রাজার নিকট পাঠ করি।

এস্থলেও শায়ণাচার্য্য অসুর অর্থে বলশালীই বলিয়াছেন।

নেতা ও বন্ধু বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। সুতরাং বিপক্ষীয় শূরগণ যে দেবতাদিগেরও শত্রু বলিয়া উক্ত হইবেন ইহা স্বাভাবিক।

৫ম অষ্টক, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৭ম মণ্ডল ৮৩ সূক্ত ১ম ঋক,—

হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুত্ব দেখিয়া, গোলাভের ইচ্ছায় পৃথুপর্শু (কাস্তে বিশেষ) বিশিষ্ট যজমান পূর্ব্বদিকভাগে গমন করিলেন, তোমরা দাস বৃত্র ও আর্য্যগণকে মারিয়া ফেল (অর্থাৎ আর্য্য ও অনার্য্য সকলপ্রকার শত্রু ধ্বংস কর), তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।

পূর্ব্বোক্ত কতিপয় ঋকে ঔর্ণবাভ ও অহীশুব প্রভৃতি উগ্রশূরগণ ইন্দ্রাদি দেবতার শত্রু বলিয়া বর্ণিত হইলেও অন্যত্র আবার উগ্রশূরগণই দেবতার স্তুতি করিতেছেন। উগ্রপুত্রগণকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনাসূচক ঋকও দৃষ্ট হয়।

৫ম অষ্টক, ৩য় অধ্যায়, ৭ম মণ্ডল, ৩২ সূক্ত, ৩য় ঋক,—

আপশ্চিদস্মৈ পিন্বন্ত পৃথ্বীর্বৃত্রেষু শূরা মংসন্ত উগ্রাঃ ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রোঽস্মিন্ দৃঢ়ে স্তূয়তে। পৃথ্বীঃ পৃথ্যঃ প্রথমানা আপশ্চিদাপোঽপাস্মা ইন্দ্রায় পিন্বন্ত, প্যায়ন্তে। বৃত্রেষূপদ্রবেষু সংসৃগ্রা উদ্‌গূর্ণাস্তেজস্বিনো বা শূরা যোদ্ধারোঽপি মংসন্তে, ইমমেবেন্দ্রং স্তুবন্তি ॥ ৩ ॥

বিস্তীর্ণ জলও ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করে। উপদ্রব সঞ্জাত হইলে, উগ্রশূরগণ উহাঁরই স্তুতি করেন।

শ্রীঅথর্ব্ব বেদ (৫ম কাণ্ড ৪।১৯।৬) বলেন:—

উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎস্যতি।

পরা তৎ সিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে ॥

যে উগ্র রাজা হইয়া ব্রাহ্মণকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার রাজ্য নষ্ট হয় ও ব্রাহ্মণই জয়লাভ করেন।

উগ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তীগণ ঋক, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদে "উগ্রোমধ্যমশীঃ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। শ্রীঋগ্বেদসংহিতা (৮ম অষ্টক, ৫ম অঃ ১০ বঃ) বলেন :—

যসৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বিবাধধ্ব উগ্রোমধ্যমশীরিব ॥ ১২ ॥

সায়ন ভাষ্য। উগ্রো উদগূর্ণবলো মধ্যমশীঃ মধ্যমস্থানে বর্ত্তমানো রাজা যথোপদ্রবকারিণঃ সমনন্তরং শত্রূন্ পদে পদে বিবাধতে তদ্বৎ।

শ্রীশুক্ল যজুর্ব্বেদের ১২শ অধ্যায়ের ৮৬ মন্ত্রটি উপরোক্ত মন্ত্রটির অবিকল অনুরূপ। শ্রীমৎ উবটাচার্য্য কৃত তাহার ভাষ্য এইরূপ ; যথা :—

উগ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ স এব বিশিষ্যতে মধ্যমশীঃ মধ্যমং ভাগং শৃণাতীতি মধ্যমশীঃ। স যথা শত্রূন্ বাধতে।

উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মহীধর বলিতেছেন :—

উগ্রো মধ্যমশীরিব। মধ্যে দেহমধ্যে ভবং মধ্যমং মর্ম্মভাগং শৃণাতি হিনস্তি (শৄ হিংসায়াম্ + ক্বিপ্) মধ্যমশীঃ মর্ম্মঘাতকঃ উগ্র উৎকৃষ্টো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ উদ্গূর্ণশস্ত্রঃ ক্ষত্রিয়ো যথা শত্রূন্ বাধতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ :—ওহে ওষধি! রাজমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী উগ্ররাজগণ গোধাঙ্গুলিত্র পরিহিত হইয়া যেরূপ শত্রু সংহার করেন, তুমিও তদ্রূপ রোগীর সর্ব্বদেহে বিসর্পিত হইয়া তাহার রোগ সংহার কর।

শ্রীঅথর্ব্ববেদ-সংহিতা (৪ কাণ্ড ৯ সূক্ত ৪ মন্ত্র) বলেন :—

যস্যাঞ্জন প্রসর্পস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ।
ততো যক্ষ্মং বিবাধস উগ্রোমধ্যমশীরিব ॥

শ্রীমৎশায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্য যথা :—

উগ্রোমধ্যমশীরিব। অরির্মিত্রং অরের্মিত্রং ইতি নীতিশাস্ত্রোক্ত-রাজমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী রাজা। স যথা উদগূর্ণবলঃ সন্ পর্য্যন্তবর্ত্তিনো রিপূন্ নিগৃহ্ণাতি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ :—হে অঞ্জন! রাজমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী উগ্ররাজগণ যেরূপ সমীপবর্ত্তী শত্রুর নিগ্রহ সাধন করেন, তুমিও তদ্রূপ রোগীর সর্ব্বদেহে ব্যাপৃত হইয়া, তাহার রোগ ধ্বংস কর।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সমাজে পিতা, মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের নামে পরিচিত হওয়ার পদ্ধতি বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। এমন কি, পরস্পরকে সম্বোধন স্থলেও অপত্য অর্থবাচক সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণসমাজের গোত্র যেমন বংশ-পরিচায়ক, ক্ষত্রিয়সমাজেও তদ্রূপ ইক্ষাকু, কারুষ, ধার্ষ্টক, কৌরব, পাণ্ডব, যাদব প্রভৃতি বহু অপত্য-অর্থবাচক জাতীয় সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। বৈদিক "রাজন্যঃ" শব্দও অপত্য-অর্থবাচক, এবং এই "রাজন্যঃ" শব্দ হইতেই "রাজপুত্র" বা "রাজপুত" আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। বৈদিক কালে উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণও "উগ্রপুত্র" নামে অভিহিত হইতেন এবং এই "উগ্রপুত্র" শব্দ হইতেই যে "উগ্রক্ষত্রিয়-সুত" আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত।

শ্রীঋগ্বেদ সংহিতা (ষষ্ঠ-অষ্টক, ৪র্থ অধ্যায়, ৮ম মণ্ডল, ১৭ সূক্ত ১১শ ঋক) বলেন :—

পার্ষি দানে গভীর আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসতঃ।
মা কি স্তোকস্য নো রিষৎ।

শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য কৃত ভাষ্য যথাঃ—(হে অদিতে! আপর্ষি, সর্ব্বতঃ পালয়সি। দীনে দক্ষীণে গভীর উদকে। উদকনামৈতৎ। গম্ভীরং গহনমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। উগ্রপুত্রে, উদগূর্ণাঃ পুত্রা যস্মিন তৎ। তস্মিন্নুদকে জিঘাংসতো হিংসতো জালং তোকস্মাস্মাকং তনয়স্য তনয়ং মাকীরিষৎ, মৈব হিংসাং করোতু।

বঙ্গার্থঃ—হে অদিতে! সকল দিক হইতে রক্ষা কর। ক্ষীণ, উগ্রপুত্র-বিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়গণকে যেন হিংসা না করে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ (৩য় অধ্যায় ৮ম ব্রাহ্মণ ২য় শ্লোক) এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।৬।৮।২) বলেন ঃ—

সা (গার্গী) হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহোবোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি।

আনন্দগিরি কৃত টীকাঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা লোকে কাশ্যঃ কাশিষু ভবঃ কাশ্যঃ প্রসিদ্ধং শৌর্যং কাশ্যে বৈদেহো বা বিদেহানাং বা রাজোগ্রপুত্রঃ শূরান্বয়ঃ ইত্যর্থঃ।

পণ্ডিত শিবশঙ্কর কৃত ভাষ্য যথাঃ—হে যাজ্ঞবল্ক্য যথা উগ্রপুত্রঃ উগ্রশ্চাসৌ পুত্র উগ্রাণাং ভয়ঙ্করস্বভাবানাং ক্ষত্রিয়াণাম্বা পুত্র ইত্যুগ্রপুত্রঃ।

বঙ্গার্থ ঃ—গার্গী বলিলেন "হে যাজ্ঞবল্ক্য! অসীম-শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন কাশী বা বিদেহবাসী উগ্রপুত্রগণ জ্যা রহিত শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক দুইটি শত্রুপীড়া-

দায়ক বংশদণ্ডযুক্ত শর হস্তে লইয়া যেরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন, আমিও তদ্রূপ দুইটি প্রশ্ন লইয়া, তোমার সম্মুখে উত্থিত হইলাম।

এক্ষণে সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে, "উগ্রপুত্র" বা উগ্রক্ষত্রিয়-সুতগণ ব্রহ্মার বাহুজাত রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণেরই অন্যতম ছিলেন; এবং তজ্জন্যই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের প্রক্ষেপকর্ত্তা, বঙ্গদেশাগত উগ্রবংশীয় রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণকেই লক্ষ্য করিয়া, "উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং (বৈশ্যায়াং) ক্ষত্রাদ্‌ভূবতুঃ" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ "রাজপুত" ব্রহ্মার বাহুজাত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরই একটি সাধারন আখ্যা এবং "উগ্রক্ষত্রিয়-সুত" এই রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণেরই একটি শ্রেণীবিশেষ। পরবর্ত্তী কালে সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণও যুদ্ধবিগ্রহ ও বৈবাহিক সম্বন্ধে রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণের সহিত সম্মিলিত হওয়াতেই, আমরা বর্ত্তমানকালে রাজপুতসমাজে অগ্নিকুল ব্যতীত সূর্য্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণেরও অস্তিত্ব দেখিতে পাইতেছি।

মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২১২ শ্লোকের ভাষ্যে সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন, "উগ্রোজাতিবিশেষঃ। রাজেত্যেতস্য বেদে প্রয়োগো দৃশ্যতে।" অর্থাৎ উগ্র জাতিবিশেষ, বেদে তাঁহারা রাজা নামে খ্যাত। বস্তুতঃ বেদে রাজা নামে খ্যাত জাতিবিশেষ যে ব্রহ্মার বাহুজাত (বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ) ক্ষত্রিয়জাতিসমূহেরই (বাহ্মণো-বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ) অন্যতম, ইহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার গোবিন্দরাজ, স্থানবিশেষে বেদোক্ত উগ্ররাজগণের এবং স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাপত্নী-সম্ভূত উগ্র জাতির উল্লেখ

করিয়াছেন বলিয়া, মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট, ৪র্থ অধ্যায়ের ২১২ শ্লোকের টীকায় বিদ্রুপাত্মক ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"গোবিন্দরাজো মঞ্জর্য্যামুগ্রং রাজানমুক্তবান্। মনুবৃত্তৌ চ শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়োৎপন্নমভ্যধাৎ॥ ভেদোক্তের্যাজ্ঞবল্কীয়েনোগ্রো রাজেতি বাবদৎ। আশ্চর্য্যমিদমেতস্য স্বকীয়হৃদিভূষণম্॥"

ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। ঋগ্বেদ-সংহিতায় উগ্রবংশীয় রাজা বা ক্ষত্রিয়গণের এবং মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা-পত্নীসম্ভূত উগ্র জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং এই উভয় জাতিরই অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা গোবিন্দ-রাজের স্বকপোলকল্পিত নহে এবং ইহাতে বিস্ময় প্রকাশেরও কিছুমাত্র হেতু নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।

শ্রীঋষভদেব স্বামী বা শ্রীআদিনাথ স্বামী, জৈনধর্ম্মের প্রথম তীর্থঙ্কর বা জৈন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীঋষভদেবের লীলাবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। যথা ঃ—

শ্রীশুক উবাচ। অথ হ তমুৎপত্ত্যৈবাভিব্যজ্যমান-ভগবল্লক্ষণং সাম্যোপশমবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যমহাবিভূতিভিরনুদিনমেধমানানুভাবং প্রকৃতয়ঃ প্রজা ব্রাহ্মণাঃ দেবতাশ্চাবনীতলসমবনায়াতিতরাং জগৃধুঃ। ১।

তস্য হ বা ইত্থং বর্ষ্মণা বরীয়সা বৃহচ্ছ্লোকেন চৌজসা বলেন শ্রিয়া যশসা বীর্য্য-শৌর্য্যাভ্যাঞ্চ পিতা ঋষভ ইতীদং নাম চকার। ২।

যস্য হি ইন্দ্রঃ স্পর্দ্ধমানো ভগবান্ বর্ষে ন ববর্ষে তদবধার্য্য ভগবানৃষভদেবো যোগেশ্বরঃ প্রহস্যাত্মযোগমায়য়া স্বং বর্ষমজনাভং নামাভ্যবর্ষৎ। ৩।

নাভিস্তু যথাভিলষিতং সুপ্রজস্ত্বমবরুধ্যাতিপ্রমোদভরবিহ্বলো গদ্গদাক্ষরয়া গিরা স্বৈরং গৃহীতনরলোকসধর্ম্মং ভগবন্তং পুরাণপুরুষং মায়াবিলসিতমতির্বৎস তাতেতি সানুরাগমুপলালয়ন্ পরাং নির্বৃতি-মুপগতঃ। ৪।

বিদিতানুরাগমাপৌরপ্রকৃতিজনপদো রাজা নাভিরাত্মজং সময়সেতু-রক্ষায়ামভিষিচ্য ব্রাহ্মণেষূপনিধায় সহ মেরুদেব্যা বিশালায়াং প্রসন্ন-নিপুণেন তপসা সমাধিযোগেন নরনারায়ণাখ্যং ভগবন্তং বাসুদেব-মুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ। ৫।

যস্য হ পাণ্ডবেয়! শ্লোকাবুদাহরন্তি—কোনু তৎ কর্ম্ম রাজর্ষে-র্নাভেরন্বাচরেৎ পুমান্। অপত্যতামগাৎ যস্য হরিঃ শুদ্ধেন কর্ম্মণা। ৬।

ব্রহ্মণ্যোঽন্যঃ কুতো নাভের্বিপ্রা মঙ্গলপূজিতাঃ। যস্য বর্হিষি যজ্ঞেশং দর্শয়ামাসুরোজসা। ৭।

অথ হ ভগবান্ ঋষভদেবঃ স্বং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমনুমন্যমানঃ প্রদর্শিত-গুরুকুলবাসো লব্ধবরৈর্গুরুভিরনুজ্ঞাতো গৃহমেধিনাং ধর্ম্মাননুশিক্ষমানো

জয়ন্ত্যামিন্দ্রদত্তায়ামুভয়লক্ষণং কর্ম্ম সমাম্নায়াম্নাতমভিযুঞ্জন্নাত্মজানামাত্ম-সমানানাং শতং জনয়ামাস। যেষাং খলু মহাযোগী ভরতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীৎ যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি। ৮। ৯।

তমনু কুশাবর্ত্ত ইলাবর্ত্তো ব্রহ্মাবর্ত্তো মলয়ঃ কেতুভদ্রসেন ইন্দ্রস্পৃক্ বিদর্ভঃ কীকট ইতি নবতি-প্রধানাঃ। ১০।

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ। আবির্হোত্রোথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ। ১১।

ইতি ভাগবতধর্ম্মদর্শনা নব মহাভাগবতাস্তেষাং স্বচরিতং ভগবন্মহি-মোপবৃংহিতং বসুদেব-নারদসংবাদমুপশমায়নমুপরিষ্টাদ্বর্ণয়িষ্যামঃ। ১২।

যবীয়সাম্ একাশীতির্জায়ন্তে যাঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূবুঃ। ১৩।

ভগবানৃষভসংজ্ঞ আত্মতন্ত্রঃ স্বয়ং নিত্যং নিবৃত্তানর্থপরম্পরঃ কেবল আনন্দানুভব ঈশ্বর এব বিপরীতবৎ কর্ম্মাণ্যারভমাণঃ কালেনানুগতং ধর্ম্মমাচরণেনোপশিক্ষয়ন্নতদ্বিদাং সম উপশান্তো মৈত্রঃ কারুণিকো ধর্ম্মার্থযশঃ প্রজানন্দামৃতাবরোধেন গৃহেষু লোকং নিয়ময়ৎ। ১৪।

যদ্ যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ত্ততে লোকঃ। ১৫।

যদ্যপি স্ববিদিতং সকলধর্ম্মং ব্রাহ্মং গুহ্যং ব্রাহ্মণৈর্দর্শিতমার্গেণ সামাদিভিরুপায়ৈর্জনতামনুশশাস। ১৬।

দ্রব্যদেশকালবয়ঃশ্রদ্ধর্ত্বিগ্বিবিধোদ্দেশোপচিতৈঃ সর্ব্বৈরপি ক্রতুভির্যথোপদেশং শতকৃত্ব ইয়াজ। ১৭।

ভগবতর্ষভেন পরিরক্ষ্যমাণ এতস্মিন্ বর্ষে ন কশ্চন পুরুষো বাঞ্ছত্য-বিদ্যমানমিবাত্মনোঽন্যস্মাৎ কথঞ্চন কিমপি কর্হিচিদবেক্ষতে ভর্ত্তর্য্যনুসবনং বিজৃম্ভিতস্নেহাতিশয়মন্তরেণ। ১৮।

স কদাচিদটমানো ভগবানৃষভো ব্রহ্মাবর্ত্তগতো ব্রহ্মর্ষিপ্রবরসভায়াং প্রজানাং নিশাময়ন্তী নামাত্মজা নবহিতাত্মনঃ প্রশ্রয়প্রণয়ভরসুযন্ত্রি-তানপ্যুপশিক্ষয়ন্নিতি হোবাচ। ১৯।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবানুচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

"শ্রীশুকদেব কহিলেন- 'হে রাজন! ভগবান্ ঋষভ জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার অঙ্গে ভগবৎলক্ষণসমূহ স্পষ্টই প্রকাশিত হইল। সর্ব্বত্র সমত্ব, উপশম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও মহৈশ্বর্য্যসহ তাঁহার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও প্রজাগণের মনে এই অভিলাষ জন্মিল, ইনিই যেন রাজা হইয়া অবনীতল পালন করেন। রাজন্! ঋষভদেবের শরীর কবিগণের বর্ণনযোগ্য — অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পিতা তাঁহাকে প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশঃ ইত্যাদি গুণে গরীয়ান্ দেখিয়া, তাঁহার নাম ঋষভ রাখিলেন। একদা অমররাজ ইন্দ্র স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই। ইহাতে যোগেশ্বর ভগবান্ ঋষভদেব যোগমায়া প্রভাবে সহাস্যবদনে অজনাভ নামক মণ্ডলকে বৃষ্টিতে প্লাবিত করিয়া-ছিলেন। নাভিরাজ মনোমত সন্তান লাভ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন। যে ভগবান্ পুরাণপুরুষ স্বেচ্ছা ক্রমে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, নাভিরাজ তাঁহাকে স্নেহবশতঃ বৎস! তাত! এই প্রকার

সাদর সম্ভাষণ করিয়া, অনুরাগভরে লালনপালন করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে নাভিরাজ দেখিলেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে এবং পুরবাসীজন ও অমাত্যসকল তাহার প্রতি অনুরক্ত। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন এবং মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। তথায় অনুদ্বেগকর তীব্র তপস্যা ও সমাধিযোগে নরনারায়ণ নামক ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা করিয়া, যথাসময়ে তাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হইলেন। হে পাণ্ডবেয়! পণ্ডিতেরা এতৎ সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন ঃ—

রাজর্ষি নাভির সেই প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করিতে আর কোন্ পুরুষ সমর্থ? তাঁহার পবিত্র কর্ম্মহেতু ভগবান্ হরি স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই নাভি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মণ্য বা ব্রহ্ম-বলশালী কে আছে? তাঁহার যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হইয়া, মন্ত্রবলে ভগবান্ যজ্ঞ-পুরুষকে দেখাইয়া দিলেন।

ভগবান্ ঋষভদেব আপনার বর্ষকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মান্য করিতেন, কিন্তু লোকদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত কিছুদিন গুরুকুলে বাস করিলেন। শিক্ষান্তে গুরুগণের অনুমতি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে তিনি লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রুতি, স্মৃতি উভয়বিধ কর্ম্মবিধি অনুষ্ঠান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার সহিত জয়ন্তী নামক একটা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋষভদেব দেবদত্তা সেই ভার্য্যায় আত্মসদৃশ গুণসম্পন্ন একশত সন্তান উৎপন্ন করিলেন। সেই শত পুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। তিনি মহাযোগী ও

প্রকৃষ্টগুণশালী ছিলেন। তাঁহারই নামে এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে বিদিত। ঋষভদেবের অবশিষ্ট নবাধিক নবতি সন্তানগণের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ এবং কীকট এই নয়টী প্রধান। এই নয়জনই ভরতের অনুরক্ত। এই নয় পুত্রের পরবর্ত্তী কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ণ, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস এবং করভাজন। ইঁহারা ভাগবত-ধর্ম্মপ্রদর্শক এবং মহাভাগবত। ইঁহাদের চরিত্র ভগবানের মহিমায় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ একাদশ স্কন্ধে বর্ণন করিব। তাহাতেই বাসুদেব ও নারদের সংবাদ থাকিবে। ঐ সকলের কণিষ্ঠ একাশীতি পুত্রেরা পিত্রাজ্ঞাপালক, বিনয়ান্বিত, দেবজ্ঞ, যজ্ঞবান্ ও বিশুদ্ধ-কর্ম্মশীল। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেন।

ভগবান্ ঋষভদেব আপনি আপনার প্রভূ। তিনি অনর্থপরম্পরা হইতে নিবৃত্ত এবং বিশুদ্ধ আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ ঈশ্বর। তবুও তিনি অনীশ্বরের তুল্য বিবিধ কর্ম্ম করিলেন। কারণ নিজ আচরণে আপনার সহিত উৎপন্ন ধর্ম্ম অজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিবেন। তিনি স্বয়ং সমদ সদগুণান্বিত ছিলেন। তব্ কারুণিকতা প্রযুক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ প্রজা, ভোগ ও মোক্ষ সংগ্রহ দ্বারা গৃহের প্রত্যেক লোককে নিয়মিত করিলেন। শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বেদরহস্য সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, তাহা তিনি স্বয়ং অবগত ছিলেন। তবুও ব্রাহ্মণদিগের প্রদর্শিত পথানুগামী হইয়া, সামাদি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ দ্বারা শতবার যথাবিধি যাগ

করিয়াছিলেন। তাঁহার সেইসকল যজ্ঞদ্রব্য, দেশ, কাল, যৌবন, শ্রদ্ধা, ঋত্বিক্, নানাদেবতার উদ্দেশ প্রভৃতিতে অতিশয় সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভগবান্ ঋষভদেব কর্ত্তৃক পরিরক্ষমাণ এই ভারতবর্ষে কোন পুরুষ অকালকুসুমের ন্যায় অন্যের নিকট হইতে আপনার জন্য কিছুই প্রার্থনা করিতে অভিলাষী হয় নাই। কেহ অন্যায় দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করে নাই। প্রজারা আপনাদের রাজার প্রতি অনুক্ষণ বর্দ্ধমান স্নেহাতিশয় ভিন্ন আর কিছুরই কামনা করিত না। ভগবান্ ঋষভদেব কোন সময়ে পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে উপস্থিত হন। তথায় তিনি প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিদিগের সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আপনার আত্মজগণ সংযত রহিয়াছেন। তাঁহারা সংযত ও বিনয়-প্রণয়ে সুযন্ত্রিত হইলেও প্রজানুশাসনার্থ ঋষভদেব তাঁহাদিগকে প্রজাদের সমক্ষেই শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন।"

শ্রীঋষভদেব স্বামী, পুত্রগণকে জৈনধর্ম্মের সারভূত যে নির্ব্বাণতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার দেহত্যাগবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং জৈনধর্ম্মও যে ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম্মমতসমূহেরই অন্যতম, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে।

বর্ত্তমানকালে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জৈনধর্ম্মাবলম্বীর অস্তিত্ব থাকিলেও মূলতঃ তাঁহারা সকলেই রাজপুতানাবাসী এবং রাজপুতানা প্রদেশেই জৈনধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জৈনধর্ম্মের চতুর্বিংশতি জন তীর্থঙ্করের মধ্যে দ্বাবিংশতি জন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় ক্ষত্রিয় এবং অবশিষ্ট দুইজন হরিবংশীয় (যদুবংশীয়) ক্ষত্রিয়

ছিলেন। জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে বিভিন্ন ক্ষত্রিয়বংশ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং যাহা বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক সমর্থিত, তাহা যে বিশেষরূপে প্রামাণ্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" অর্থাৎ বেদসমূহ বিভিন্ন, স্মৃতিসমূহ বিভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে। সুতরাং জৈনধর্ম্ম যখন একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত, তখন তাহাতে যে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তথাপি ক্ষত্রিয়জাতিসমূহের সম্বন্ধে যে সমুদায় উক্তি বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের উক্তির সম্পূর্ণ অনুরূপ, তাহা যে ঐতিহাসিক সত্য, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ-সংহিতা বলেন,—"বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ" অর্থাৎ তাঁহার (ব্রহ্মার) বাহুযুগল রাজন্য হইল। বিষ্ণুপুরাণ বলেন,"—"বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্" অর্থাৎ সৃজনেচ্ছু ব্রহ্মার রজোগুণোদ্রেকে বক্ষঃস্থল হইতে রজোগুণ-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণ সৃষ্ট হইল। হরিবংশ বলেন—"শ্বেতলোহিতকৈ বর্ণৈঃ পীতৈর্নীলৈশ্চ ব্রহ্মণা। অভিনির্ব্বর্ত্তিতা বর্ণাশ্চিন্তয়মানবিষ্ণুণা॥ "অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনুষ্যগণের শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ (সত্ত্ব, রজঃ, রজস্তমঃ ও তমোগুণ) অনুসারে বিষ্ণু তাহাদিগের বর্ণ নির্ণয় করিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুসারে আমিই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন মহর্ষি মরীচি ও অত্রি হইতেও গুণ-

কর্ম্মানুসারে সূর্য্য-চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীঋষভদেব স্বামীও গুণ-কর্ম্মানুসারে ভোজ, উগ্র, রাজন্য ও ক্ষত্রিয় এই চারিটী বংশ স্থাপিত করেন। তন্মধ্যে ভোজবংশের যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। **যাঁহাদিগকে রাজ্যরক্ষা ও প্রজা-পালন কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা কঠোরভাবে রাজ্য-শাসন করিতেন বলিয়া উগ্র নামে অভিহিত হন।** (উগ্র-দণ্ডকারিত্বাদুগ্রঃ) ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব শ্রীঋষভদেব স্বামীর বয়স্য ও স্বজনবর্গ রাজন্য আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং অবশিষ্ট সকলে ক্ষত্রিয় আখ্যা লাভ করেন। জৈনধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ ইহাঁদিগকে "সামান্য রাজ-কুলিনঃ" বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীঋষভদেব স্বামী বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভোজ, উগ্র, রাজন্য ও ক্ষত্রিয়বংশসমূহের প্রবর্ত্তক শ্রীঋষভ-দেব স্বামীকে ব্রহ্মারই নামান্তর বলা হইয়াছে। পরন্তু জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ ব্রহ্মার চারিটী মুখ স্বীকার না করিয়া তাহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা :—

"যব শ্রীঋষভদেবকো এক হাজার বর্ষ ব্যতীত হুয়ে, তব বিহার করকে বিনীতা নগরীকে পুরী মতাল নামা বাগমে আয়ে, তব বড় বৃক্ষকে হেটে ফাগুন বদি একাদশীকে দিন তীন দিনকে উপবাসী থে। তহাঁ পহিলে প্রহরমে কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানমে সর্ব পদার্থোকে জাননে দেখনে বালা আত্মস্বরূপ রূপ কেবল জ্ঞান প্রগট হুয়া, তব চৌশঠ ইন্দ্র আয়ে দেবতাওনে সমবসরণ বনায়া। তীন গড়

বারো দরবাজে ইত্যাদি সমবসরণকী রচনা করী। একৈক দিশামে তীন তীন দরবাজে বনায়ে, মধ্য ভাগমে মণিপীঠিকা অর্থাৎ চৌঁতরা বনায়া। তিসকে মধ্যভাগমে অশোক বৃক্ষ রচা, তিসকে হেঠ দরবাজো কে সম্মুখ চারো দিশামে চার সিংহাসন রচে। তিসমে পূর্বকে সিংহাসন উপর শ্রীঋষভদেব অর্হন্ত বিরাজমান হুয়ে। অরু শেষ তীনো সিংহাসন উপর শ্রীঋষভদেব সরীখে তীন বীম্ব স্থাপন করে। তব জিস দরবাজেসে কোই আবে বো তিস পাসেহি শ্রীঋষভদেবজী কো দীখতেথে, ইসীবাস্তে জগতমে চারমুখবালা শ্রীভগবান্ ঋষভদেবজী ব্রহ্মাকে নামসে প্রসিদ্ধ হুয়া। ধনংজয় কোযমে শ্রীঋষভদেবজী কা নাম ব্রহ্মা লিখা হৈ।" * বোম্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত জৈনতত্ত্বাদর্শ ৫০৫ পৃষ্ঠা।

ভগবান শ্রীঋষভদেব স্বামী বিষ্ণুর অবতার অথবা ব্রহ্মারই নামান্তর ছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। পরন্তু ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব শ্রীঋষভদেব স্বামী যে জৈন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তৎপরবর্ত্তী ত্রয়োবিংশতিজন ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব তীর্থঙ্কর যে জৈনধর্ম্মের প্রচারক,

* জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শ্রীঋষভদেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মারই নামান্তর; আমরা আরও দেখিতে পাই, 'চারমুখবালা' শ্রীঋষভদেবের অপর একটি নাম চৌমুখ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেন,—"There (on the mount *Aboo*) are five temples in all, one of the largest being three storied, dedicated to *Rishavanath*, the first of the twenty four *Tirthankars*, or deified men whom the Jains worship. The shrine, which is the only inclosed part of the *Rishavanath* temple, has four doors, facing the cardinal points. The image inside the temple is quadruple, and is called *Chaumukh*, a not unfrequent form of this *Trithankar*." (*Hunter's Imperial Gazetteer of India vol. I*).

এবং ক্ষত্রিয়জাতির লীলাভূমি রাজপুতানা যে জৈন-ধর্ম্মের রাজধানী, সেই জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ক্ষত্রিয়জাতির বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের রাজত্বকালেও, বৈদিক ভোজ ও উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সম্বন্ধে কি বলেন, এই পরিচ্ছেদে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, তৎকালপ্রচলিত প্রাকৃত বা অর্দ্ধমাগধী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। সুতরাং তৎসমুদায়ে অনেক শব্দেরই বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়, যথা—ভোজ স্থলে ভোগ, উগ্রস্থলে উগ্‌গ, উগ্রপুত্র স্থলে উগ্‌গপুত্ত, ইক্ষ্বাকু স্থলে ইক্‌খাগ্‌, ক্ষত্রির স্থলে ক্ষত্তিয় ইত্যাদি। পরন্তু তদ্দ্বারা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তথ্যনিরূপণ সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

কল্পসূত্র, জৈনধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে একখানি অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভগবান্ মহাবীর স্বামীর জন্মকালে দেবরাজ ইন্দ্র সিদ্ধার্থ দেবের সেনাপতির নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কতিপয় প্রসিদ্ধ বংশের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ঃ—

"এবং অরহংতা বা চক্কবট্টি বা বলদেবা বা বাসুদেবা বা উগ্‌গকুলেসু বা ভোগকুলেসু বা ইক্‌খাগ্‌কুলেসু বা ক্ষত্তিয়কুলেসু বা অন্নয়রেসু বা তহপ্পগারেসু বিশুদ্ধ জাই কুলে বংসেসু আয়াইংসু বা" অর্থাৎ অর্হন্তকুলেই হউক, চক্রবর্ত্তীকুলেই হউক, বলদেবের কুলেই হউক, বসুদেবের কুলেই হউক, উগ্রকুলেই হউক, ভোজকুলেই হউক, ইক্ষ্বাকুকুলেই হউক, ক্ষত্রিয়কুলেই হউক বা অন্য

কোন বিশুদ্ধ জাতি, বংশ বা কুলেই হউক, এইরূপ জন্ম আর হয় নাই ও হইবে না। এস্থলে বৈদিক বিশুদ্ধ ভোজ ও উগ্রবংশই যে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কল্পসূত্রের মহারাজ বিনয়বিজয় কৃত 'সুখবোধ' নামক টীকায় উপরোক্ত বংশগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে উক্ত টীকার গুজরাটী ভাষায় অনুবাদিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, যথা :—

"আপ্রাকারে নিশ্চয় করিনে উগ্র এটলে শ্রীআদিনাথ প্রভূ রক্ষক পণৈ স্থাপন্ করেনা লোকো তেউনা কুলমা। ভোগ এটলে গুরু পণৈ স্থাপন করে না তেউনা কুলমা। রাজন্য এটলে শ্রীঋষভদেব প্রভু এ মিত্র তরিকে স্থাপন করেনা তেউনা কুলমা। ইক্ষাগ্ এটলে শ্রীঋষভদেবনা বংশনা উৎপন্ন থায়লা তেউনা কুলমা। ক্ষত্রিয় এটলে শ্রীআদিনাথ প্রজানা দর্শন তরীকে স্থাপন করেনা তেউনা কুলমা।" ইত্যাদি।

এস্থলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হইতেছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয়কালে বৈদিক ভোজ ও উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের রাজশক্তি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছিল। পরন্তু ভোজবংশীয় অনেকে গুণকর্ম্মানুসারে গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এবং উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়োচিত প্রজারক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। মনুসংহিতা বলেন :—"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্বং ক্ষত্রস্য।" অত্রিসংহিতা বলেন—"শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ।" সুতরাং এই প্রজারক্ষা কার্য্য যে ক্ষত্রিয়োচিত বৃত্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

উব্বাইসূত্র একখানি প্রামাণ্য জৈনধর্ম্মগ্রন্থ। তাহার প্রথম উপাঙ্গে ক্ষত্রিয়কুলসমূহের উল্লেখ আছে, যথা :—

"তেন কালেণং তেন সময়েণং সমনস্‌স ভগবয়ো মহা বীরস্‌স অংতেবাসী বহবে সমানা ভগবংতো অপ্পে গইয়া উগ্‌গ পব্বইয়া রাইণণাত কোরব্ব ক্ষত্তিয় পব্বইয়া ভডা জোহা সেনাবই পসত্থাবো সেট্‌ঠী ইব্ভ।"

শ্রীঅভয়দেব সুরীকৃত টীকা :—অন্তেবাসেতি শিষ্যাঃ। অপ্পে গইযান্তি, অপি সমুচ্চয়ে একৈকাঃ একে অন্যে কেচিদপীত্যর্থঃ। উগ্‌গ পব্বইযন্তি, উগ্রাঃ আদিদেবেন যে আরক্ষিকত্বে নিযুক্তাঃ তদ্বংশজাশ্চ অতঃ উগ্রাঃ সন্তঃ। প্রব্রজিতা দীক্ষামাশ্রিতাঃ। এবমন্যান্যপি পদানি নবরঃ ভোগা যে তেনৈব গুরুত্বেন ব্যবহৃতা তদ্বংশজাশ্চ। রাজন্যা যে তেনৈব বয়স্যতয়া ব্যবস্থাপিতাঃ তদ্বংশজাতাঃ। ইক্ষ্বাকু বংশবিশেষঃ ভূতাঃ নাগবা নাগবংশপ্রভূতাঃ। কোরব্বন্তি কুরবঃ কুরুবংশপ্রভূতাঃ। ক্ষত্রিয়াঃ চাতুর্ব্বর্ণৈঃ দ্বিতীয়বর্ণভূতাঃ ভডন্তি চারা ভট্টা জোহান্তি ভটেভ্যঃ বিশিষ্টতরাঃ সহস্রযোধাদয়ঃ। সেনাবই সৈন্যনায়কাঃ। পসত্থাবত্তি প্রশস্ততরা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠকাঃ শ্রেষ্ঠিনঃ শ্রীদেবতাধ্যাপায়িত-সৌবর্ণ-পট্টাঙ্কিত মস্তক ইব ভত্তি। ইত্যাদি"

মুর্শিদাবাদ, বালুচরের সুনামপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর কর্তৃক প্রকাশিত—আগম-সংগ্রহ ১২। উববাইসূত্র ১ম উপাঙ্গ। ১২ পৃষ্ঠা।

রায় পসেণি সূত্রও জৈনধর্ম্মের আর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাহাতে কেশীকুমার শ্রমণ নামক জনৈক সাধুকে দর্শনার্থ যে সমুদায় ব্যক্তি গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণন প্রসঙ্গে কতকগুলি ক্ষত্রিয়বংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মূলসূত্র যথা :—

(১) "জন ইমে বহবে উগ্গা উগ্গাপুত্তা ভোগা রাইণা ক্ষত্তিয়াই ইক্খাগ্ কারব জাব ইজ্ঝাং ইজ্ঝ পুত্তাহ্বাথা কয়বলিকম্মা জহোববাইএ তাহব অপ্পে গইয়া হয়গয়া জাব অপ্পে গইয়া পাদচারবিহারেণ মহয়া বংদা চংদ এহি নিগচ্ছংতি এবং সংপোহই।"

(২) "কংচুই পুরিসং সদ্দাবেইং এবং বয়াসী কিণং দেবানুপ্পিয়া অজ্ঝ সাবত্থিত্র নয়রীএ ইদং মহেইবা জাবসাগর মহেইবা জেনা ইমে বহবে উগ্গা নিগচ্ছংতি।"

শ্রীমলয়গিরি আচার্য্যকৃত টীকা :—বহবে উগ্গা উগ্গাপুত্তা ভোগা ইতি উগ্রা আদিদেবতাস্থাপিতা উগ্রপুত্রাস্তএব কুমারাদ্যবস্থা ইক্ষু-বংশজা এবং ভোগা আদিদেবৈনৈবাবস্থাপিতা গুরুবংশজাতাঃ রাজন্যা ভগবদ্বয়স্যবংশজাঃ যাবৎ কারণাৎ। ইত্যাদি।"

খত্তিয় মাহনা ভট্টা জোহা মল্লই মল্লইপুত্তা লেছই লেছই ইতি পরিগ্রহঃ তত্র ক্ষত্রিয়া সামান্যরাজকুলিনাঃ। ভটা শৌর্য্যবন্তঃ যোদ্ধার স্তেভ্যো বিশিষ্টতরা, মল্লকিনি লেচ্ছবিকশ্চ রাজবিশেষা স্তথা চেটক-রাজস্য শ্রূয়ন্তে অষ্টাদশগণ রাজানো নব মল্লকিনী নব লেচ্ছকিনঃ অন্যে চ বহবঃ সারত্যাদি রাজানো মাণ্ডলিকা ঈশ্বরাঃ যুবরাজনস্তলবরাঃ পরিতুষ্ট-

নরপতিপ্রদত্ত-পটবন্ধবিভূষিতা রাজস্থানীয়া মাণ্ডলিকাশ্চিত্রং মাণ্ডবাধিপাঃ কুটুম্বিকাঃ কতিপয় কটুম্বস্বামিনো বগলকা” ইত্যাদি।

মহারাজ মেঘরাজকৃত গুজরাটীভাষায় লিখিত বালাবোধ নামক টীকার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

“এহ ঘনা আদিনাথৈ আরক্তপণৈ থাপ্যাতে উগ্রা তেহনা পুত্র উগ্রপুত্র আদিনাথৈ মিত্রপণৈ থাপ্যা রাজবসই জায়তে রাজন্যা ক্ষত্রিয়তে সামান্য রাজকুলিন। •ইক্ষাকু তে ঋষভকো দেববংশরব বংশ জাব শব্দে যোধা নবমল্লই মল্লই হস্তী প্রমাণেই স্থুটি পুত্রাই লেছই পুত্তা রাই সরতল বরবর্ণনা ধনীতেই থা মাণ্ডলিয় কোড়বিয় সেঠ সেনাপতি সত্থ-বাহপ্পভিয়া। ইত্যানা পুত্রতে ইভ্যপুত্র পহিলু স্নাননিধুঘরনা দেবতা পূজা পবিত্র ইব স্বাভরণ পহর্য্যা জিম উবাই সূত্রই লোকে বাঁদবালী কলা আড়ম্বর সহিত তিমজৈহা পনিজানবু কোইক ঘোড়া বেট্ঠ্যা কোই হাথি বেট্ঠ্যা কোই কপাল খাইব ইঠা পালাছথী লতা মনুষ্য বংদই বা গ্রামকা নিকল এম মনমাচিছ বিচারই বিচারীণই সুসরা পুরুষপ্রতি তেড়াবই তেড়াবিনই এম চিত্র সাবথী বোলু বিতর্কে অহো দেবানুপ্রিয়াউ আজ সাবথই নগরীই ইন্দ্র মহোৎসব তাং লগিক হবুঁ জেনই কারণেই এহঘনা উগ্রবংশণী ইমভোগাদিক সর্ব্বলোক হাথি ঘোড়াই বইঠা জাইছই।” ইত্যাদি

রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত
আগমসংগ্রহ ১০ রায় পসেনি সূত্র।

প্রদেশী রাজার উপাখ্যান।

উপরোক্ত রায়পসেনিসূত্র অবলম্বনে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজপুতানার প্রাদেশিক হিন্দী ভাষায় লিখিত, ঋষি জয়মল কৃত "পরদেশী রাজাকী চৌপাই" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুর্শীদাবাদ, আজিমগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্বেতাভচাঁদ নাহার বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া, তদীয় সুযোগ্য পুত্র জৈনকুলতিলক স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার এম, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত মূল সূত্রগুলির অনুরূপ অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

* * * *

ইম্ বিচারি ঘোড়া চঢ্যা জী কেই রথনে সুখপাল।
কে পালিকি যাকে ঘুড় বহল্‌মে জী, গয়া তিন বাগবিচাল ॥৬৩
পাঁচ অভিগম বিধি সুঁ সাচবৈ জী, মন বচনমে কায়।
সেবা করতা তিন প্রকারণী জী, জিম উববাই মাহি ॥৬৪
তিন অবসর চিত্ত সাবথী জী, সুনি জন শব্দ বিসেষ।
চিন্তা মন মাহি এহবি উপনী জী, বহুজন জাতা দেষ ॥৬৫
সাবথী নগরী মে আজ কিসো অছে জী, ইংদ্রমহোচ্ছব কোই।
কার্ত্তিক হরি চতুরানন রুদ্রনো জী, নাগ বৈশ্রমণ হোয় ॥৬৬
ভূত যক্ষ কোই ভৈরব কোই দেহরো জী, বৃক্ষ পরবত গুফা কূপ।
নদী তলাব নাহাইহ সমুদ্রণো জী, এতা প্রমুখ অনূপ ॥৬৭
ভোগ উগ্রক্ষত্রীকুল উপনা জী, ইক্ষাগ্ বংশী আয়।
সজি আভরণ চঢ্যা নিজ বাঁহনে জী, টোলৈ মিল মিল জায় ॥৬৮

চিত মনমে ইম তেবড়ী জী, সেবক পুরষ বুলায়।
চিত উপনী সো মাড়ী কহি জী, করি প্রণাম বহু ভায় ॥৬৯
কেশী আয়া নো নিহচো হুঁতো জী, সেবকবোল্যো সোয়।
ইংদ্রাদিক সরবর তলো নহী জী, আজ মহোচ্ছব কোয় ॥৭০
কেশী স্বামী পাঁচসৈ সাধুসোঁ জী, বাগ পধার্য্যাতেহ।
উগ্রাদিক কুল বহুজন বন্দিবা জী, জাই শবদ হুবে জেহ ॥৭১

* * * *

রুচ্যো ধরম পরিতীত সুঁ, তহত জানি নিসন্দেহ।
ইচ্ছো পুচ্ছো বলি বলী, ধর্ম্ম কহো তুম এহ ॥৮২
সেঠ সেনাধিপ রাজবী, উগ্রকুলাদিক সার।
ধন বাঁহন দেশাদিত জী, লিধো সঞ্জম ভার ॥৮৩
ঐসী পুঁহচন মাহরী, তজুঁ অথির সংসার।
পিণ মুঝণে সমঝাইয়ো, শ্রাবক ব্রতলো বার ॥৮৪

(পরদেশী রাজাকী চোপাই)

নন্দীকল্প বৃত্তি—আচারঙ্গ সূত্র (২শ্রুতস্কন্ধ ১০ অধ্যয়ন ২ উদ্দেশ) বলেন—

"সে ভিক্খূ বা জাব পবিট্ঠে সমাণে সে জাইং পুন কুলাইং, জানে জ্জা, তং জহা, **উগ্গকুলাণি বা,** ভোগ-কুলাণি বা, রাইন্ন কুলাণি বা, খত্তিয়কুলাণি বা, ইক্খাগ্কুলাণি বা, হরিবংশকুলাণি বা * * * (৫৪২)"

গুজরাট—কচ্ছদেশীয় অধ্যাপক পণ্ডিত রবজী ভাই দেবরাজপ্রমুখ প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিতবর্গ উল্লিখিত অংশের টীকায় "উগ্‌গকুলাণি" অর্থে "আরক্ষককুলানি" বলিয়া, পুনরায় "উগ্রথী হরিবংশলগীনা ছকুলো রাজপুত বর্গনা ছে" অর্থাৎ উল্লিখিত উগ্র, ভোজ, রাজন্য, ক্ষত্রিয়, ইক্ষ্বাকু ও হরিবংশ—এই ছয়টি কুল রাজপুতবর্গের অন্তর্গত বলিয়াছেন।

রাজপুতানার অন্তর্গত ভরতপুরনিবাসী সকলজৈনাগমপারদর্শী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য শ্রীমৎ বিজয়রাজেন্দ্রসূরীশ্বর মহারাজ বিরচিত—"অভিধান-রাজেন্দ্র" নামক সুপ্রসিদ্ধ জৈনশব্দকোষ, উগ্‌গ বা উগ্‌গপুত্তগণকে লোহিত বর্ণান্তর্গত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বা "ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ" বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা সর্ব্বতো-ভাবে বেদ, উপনিষদ্ ও অভ্রান্ত জৈনধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের অনুমোদিত। "অভিধান রাজেন্দ্র" বলেন,—

উগ্‌গ—উগ্রদণ্ডকারিত্বাদুগ্রঃ। আদিদেবাবস্থাপিতে
আরক্তবংশজে * ক্ষত্রিয়ভেদে।
উগ্‌গকুল—আরক্তিনাং * কুলে।
উগ্‌গপুত্ত—উগ্রানাং পুত্রাঃ—উগ্রানাং কুমারেষু
ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষেষু।

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"শ্বেতলোহিতকৈর্বর্ণৈঃ পীতৈ নীলৈশ্চ ব্রহ্মণা। অভিনির্ব্বর্ত্তিতা বর্ণাশ্চিন্ত্যমানেন বিষ্ণুনা"। (হরিবংশ) অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনুষ্যগণের শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ (সত্ত্ব, রজঃ, রজস্তমঃ ও তমোগুণ) অনুসারে বিষ্ণু তাঁহাদিগের বর্ণ নির্ণয় করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ বা রজোগুণসমন্বিত। সুতরাং জৈনধর্ম্মশাস্ত্র ও অভিধানোক্ত "আরক্তপনৈ", "আরক্তবংশজে", "আরক্তিনাং কুলে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে লোহিত বর্ণান্তর্গত, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশই বুঝাইতেছে, ইহা সুনিশ্চিত।

ঋগ্বেদসংহিতাতেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী মূলবর্ণের মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাই; এবং সেই ঋগ্বেদসংহিতাতেই ভোজ ও উগ্রনামে প্রসিদ্ধ দুইটী রাজবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য বেদ ও উপনিষদাদিতেও ইহাঁদের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই ভোজ ও উগ্রবংশীয় রাজগণ যে ঋগ্বেদোক্ত বাহুজাত রাজন্যবর্গেরই অন্তর্গত, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরন্তু কোন কোন ভাষ্যকার উগ্র অর্থে "উদ্‌গূর্ণবল" "যোদ্ধা" প্রভৃতি এবং ভোজ অর্থে "ভোজনদাতা" এইরূপ শব্দার্থ মাত্র গ্রহণ করতঃ ভোজ ও উগ্র দুইটী সংজ্ঞাকে ক্ষত্রিয়সাধারণের বিশেষণরূপেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণপরিচায়ক সংজ্ঞার এক একটি অর্থ আছে বলিয়াই যেমন সেই সমুদায় বর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ ভোজ ও উগ্র এই দুইটী সংজ্ঞার অন্বর্থতা আছে বলিয়াই এই দুইটি বংশের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, রাজপুতসমাজে যখন আজিও অগ্নিকুলের অন্তর্গত ভোজ নামে একটি বিখ্যাত ও বিশিষ্ট বংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকুল এই তিনটী মূল বংশ হইতেই যখন বিভিন্ন নামীয় ছত্রিশটী প্রধান ও অসংখ্য অপ্রধান ও লুপ্তবংশের উৎপত্তিবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, তখন উগ্রবংশও যে বিভিন্ন নামে রাজপুতসমাজে বর্ত্তমান আছে, ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই বলা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, জৈনধর্ম্ম ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম্মমতসমূহেরই অন্যতম।

বেদ ও উপনিষদাদির ভাষা ও ভাবার্থ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইলেও, জৈনধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ তৎকালপ্রচলিত সাধারণের ব্যবহার্য্য প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। সেই জৈনধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভোজ ও ইক্ষাকু বংশীয়গণের সমকক্ষ ভাবে যে উগ্‌গ ও উগ্‌গপুত্তগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা যে বৈদিক উগ্র ও উগ্রপুত্র, তাহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। কারণ "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" যে জৈনধর্ম্মের বীজমন্ত্র, ইক্ষাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই যে জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক, ক্ষত্রিয়-জাতিসমূহের লীলাভূমি রাজপুতানা যে জৈনধর্ম্মের রাজধানী, সেই জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে মনূক্ত হিংসাবৃত্তিসম্পন্ন, হীন উগ্রজাতি যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের তুল্য মর্য্যাদা পাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এমন কি, জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা বিভিন্ন ক্ষত্রিয়বংশের উল্লেখ কালে "উগ্রাদিক কুল", "উগ্রকুলাদিকসার" ইত্যাদিরূপে কেবল মাত্র উগ্রকুলেরই নামোল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছি। পরন্তু এরূপ ব্যবহার দ্বারা উগ্রকুলের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়িতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে; এবং ইহাঁরা যে মনূক্ত উগ্র নহেন, প্রত্যুতঃ বৈদিক বাহুজাত রাজন্যবর্গেরই অন্যতম উগ্রবংশ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বৈশিষ্ট্য ঃ

বেদ, উপনিষদ্ এবং জৈনধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মার বাহুজাত বৈদিক রাজন্যবংশসমূহের মধ্যে বিশিষ্টতর, ভোজ ও উগ্র নামে প্রখ্যাত দুইটী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি। মনূক্ত ক্ষত্রশূদ্রাজাত উগ্রজাতি যে এই বৈদিক উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি হীনতম জাতি, তৎসম্বন্ধেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। পরন্তু বঙ্গদেশাগত উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়াও এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেতর উচ্চনীচ যাবতীয় জাতির মধ্যে ইহাঁদিগের অনন্যসাধারণ সামাজিক মর্য্যাদা, উপবীতধারণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালনাদি ক্ষত্রিয়াচার লক্ষ্য করিয়াও যে বঙ্গদেশবাসিগণ তাঁহাদিগের বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ নানাবিধ ভ্রান্ত মতসমূহ প্রচার করিয়া আসিতেছেন, ইহা ক্ষত্রিয়জাতি সম্বন্ধে বঙ্গবাসিগণের অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। বস্তুতঃ বঙ্গদেশাগত উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সদাচার, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সাহস, তেজস্বিতা ও সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি যে উগ্রাদি হীনজাতির ন্যায় নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কোনরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়া, উগ্রক্ষত্রিয়গণের যে সমুদায় জাতীয় লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বৈদিক উগ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া চিনিতে পারা যায়, এক্ষণে আমরা তাহাই মাত্র প্রদর্শন করিব।

১ম। মনূক্ত উগ্রজাতি ক্ষত্রিয়সম্ভূত হইলেও শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া সকল ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই তাহারা শূদ্র; এবং মনুসংহিতানুসারে তাহারা ক্ষত্তৃ, পুক্কস, চর্ম্মকার, ধিগ্বণ ও ভাণ্ডবাদক বেণ প্রভৃতি হীনতম জাতি-সমূহের সমশ্রেণীস্থ, প্রতিবেশী ও হীনবৃত্তিসম্পন্ন। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ক্ষত্রিয় আখ্যা লাভ বা ক্ষত্রিয়াচার অবলম্বন একেবারেই অসম্ভব। পক্ষান্তরে "উগ্রক্ষত্রিয়সুত" এই আখ্যাটি বেদ এবং উপনিষদের "উগ্রপুত্র" এবং জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের "উগ্‌গপুত্ত" আখ্যারই সম্পূর্ণ অনুরূপ, সুতরাং বঙ্গদেশাগত এই সদাচারসম্পন্ন ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উগ্রক্ষত্রিয়সুতগণই যে বৈদিক উগ্রপুত্র এবং জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত 'উগ্‌গপুত্ত' ও "উগ্রক্ষত্রিকুল উপনাজী" তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে।

২য়। ইহাঁরা যে কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় আখ্যাই ধারণ করেন তাহা নহে, পরন্তু যে বঙ্গদেশে বৈদ্যজাতির একটি শ্রেণী ব্যতীত, ব্রাহ্মণেতর যাবতীয় জাতিই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত, সেই রঘুনন্দনশাসিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রাজধানী নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বসিয়া, ইহাঁরা উপবীত ধারণ ও দ্বাদশাহ অশৌচ পালনাদি ক্ষত্রিয়াচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই তাঁহাদের পৌরোহিত্য করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে ইহাঁদিগের মধ্যে কতকগুলি পরিবার দেশকাল অনুসারে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন বটে, তথাপি কেহ কেহ পূর্ব্ব কুলপ্রথানুসারে এখনও দশাহ বা দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন, কেহ কেহ বা মাসাশৌচও গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু একই প্রদেশস্থ একই বংশোদ্ভব, একই জাতির এবংবিধ বিভিন্নরূপ সংস্কারাদি দ্বারা মনূক্ত

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে" ইত্যাদি বচনেরই সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ক্রিয়ালোপহেতু কোন দ্বিজাতি যে ক্রমশঃ কিরূপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই নিঃসংশয়িত রূপে উপলব্ধ হয়।

৩য়। বর্ত্তমানকালে উগ্রক্ষত্রিয়সমাজ, জনৌ অর্থাৎ উপবীতধারী এবং উপবীত বিহীন সাধারণ "উগ্রক্ষত্রিয়সুত" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুইটি শ্রেণী আবার কুলিন, সৎগৃহস্থ ও মৌলিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। পরন্তু উগ্রক্ষত্রিয় মাত্রই শ্রেণী ও বংশ নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব আদি পুরুষের নামোল্লেখ কালে—"রাজা ধীরসিংহ রায়ের সন্তান", "রাজা নীলবন্ধুর সন্তান", "রাজা ব্রহ্মগোহের সন্তান", 'রাজা শাকম্ভর দত্তের সন্তান" ইত্যাদি রূপে আদি পুরুষের নামের প্রথমে "রাজা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ রাজপুত আখ্যা যেরূপ মূলতঃ বৈদিক "রাজন্য" শব্দেরই পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, বংশনির্ব্বিশেষে "রাজা অমুকের সন্তান" এই পরিচয়পদ্ধতি দ্বারাও উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে সেইরূপ আপনাদিগকে বৈদিক উগ্ররাজবংশ-সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত করিয়া আসিতেছেন, ইহা নিশ্চিত।

৪র্থ। উগ্রক্ষত্রিয়গণ আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষাদান কালে, উগ্রক্ষত্রিয়ের কুললক্ষণ বলিয়া, নিম্নলিখিত শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, যথা :—

যশঃ সুশীলঃ সুধীরঃ সুবক্তা,
কীর্ত্তিশ্চ বিত্তং ন হিংসানুরক্তা।

উগ্রস্বভাবা বলমস্ত্রধর্ত্তৃ,
নব লক্ষণঞ্চ কুল উগ্রক্ষত্রি ॥

বস্তুতঃ এই কুললক্ষণসমূহ যে বৈদিক উগ্রবংশীয় রাজন্যসমূহেরই বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা বেদ ও উপনিষদুক্ত উগ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের শৌর্য্যাদি লক্ষ্য করিলেই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৫ম। রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়, উভয়েই ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীসম্ভূত সন্তান এই মর্ম্মে একটি শ্লোক রচিত হইয়া, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত জাতি-মালা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যে প্রাচীন রাজপুতসমাজেরই একটি বিশিষ্টতর মূল বংশ এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, তাহা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বেদ, উপনিষদ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সম্যক্‌ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। বেদ ও উপনিষদ্ সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র। জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহও যে রাজপুত জাতির ঐতিহাসিক প্রাচীন তথ্যসম্বন্ধে কতদূর প্রামাণ্য, তাহা রাজ-পুতানার ইতিহাসলেখক কর্ণেল টডের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মিবারের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

"*Mewar* has, from the most remote period, afforded a refuge to the followers of the *Jain* faith, which was the religion of *Ballabhi*, the first capital of the *Rana's* ancestors, and many monuments attest the support this family has granted to its professors in all the

vicissitudes of their fortunes. One of the best preserved monumental remains in India is a column most elaborately sculptured, to *Parswa-Nath* in *Cheetore.* The noblest remains of sacred architecture, not in *Mewar* only, but throughout western India, are *Buddhist or Jain*; and the many ancient cities where this religion was fostered, have inscriptions which evince their prosperity in these countries, with whose history their own is interwoven."—Chapter XIX.

বস্তুতঃ যে জৈনধর্ম্ম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত, ভারতের শ্রেষ্ঠতম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষত্রিয় জাতিসমূহের লীলাভূমি রাজপুতানাই যাহার প্রচারক্ষেত্র, সেই জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের যে সমুদায় উক্তি বেদ ও উপনিষদাদি অভ্রান্ত শাস্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক সমর্থিত, তাহা যে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না।

৬ষ্ঠ। উগ্রজাতির বৃত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বলেন :—

অয়মুগ্রাভিধোঽপ্যস্তু বলবান্ সাহসান্বিতঃ।
যুদ্ধে কুশলতা সাস্তু ক্ষত্রবৃত্তের্ম্মহামতে॥

বেণপুত্র পৃথুকে ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন—"হে মহামতে, এই ব্যক্তি বলশালী ও সাহসী, অতএব উগ্র নামে খ্যাত হউক এবং এই ব্যক্তি ক্ষাত্রবৃত্তি সম্পন্ন, যুদ্ধে ইহার পারদর্শিতা হউক।" এতদ্দারা স্পষ্টই

বুঝা যাইতেছে যে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই উগ্রজাতি মনূক্ত উগ্রজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সূর্য্য, চন্দ্র ও বৈদিক রাজবংশসম্ভূত এই ত্রিবিধ ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে বিভিন্ন নামে বহু শাখায় বিভক্ত হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রাজপুতসমাজে বৈদিক রাজবংশসম্ভূত উগ্রক্ষত্রিয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না ও বর্ত্তমানেও নাই। সুতরাং বঙ্গদেশাগত যুদ্ধোপজীবী উগ্রক্ষত্রিয়গণকে লক্ষ্য করিয়াই যে, কোন প্রত্যক্ষদর্শী শাস্ত্রব্যবসায়ী বৈদিক উগ্ররাজবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বশতঃ কল্পনা-সাহায্যেই তাঁহাদিগের উৎপত্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে উক্তরূপ মীমাংসা করতঃ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত শ্রীমৎ হলায়ুধ কৃত 'অভিধান সর্ব্বস্ব' নামক গ্রন্থেও "উগ্রো যুদ্ধক্রিয়াবৃত্তিঃ" বলিয়া দৃষ্ট হয়।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য তৎপ্রণীত "বাঙ্গালীর বল" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্য-কাহিনী তখনো সকলের স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল। সুলতান সুলেমান অনেক দিনের তীব্র সমরের পর তাহাদিগকে আনত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বন্দীকৃত উগ্রক্ষত্রিয়গণ শুধু বেণীদান করে নাই,—শিখজাতির ন্যায় বেণীর সহিত মস্তকও দান করিয়াছিল। তাহারা পরমানন্দে মহাশূলকে আশ্রয় করিয়াছিল তবুও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই। তখনো বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিস্মৃত হয় নাই যে অল্পকাল পূর্ব্বেও তাহারা সপ্তগ্রামের দেবমন্দির রক্ষার্থ পাঠানদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পণ্ডিত দীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী তৎপ্রণীত "সমাজ-বিপ্লব" পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিগণ একাকালে সমস্ত অঙ্গদেশে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তে ইঁহারাই রাজধানী স্থাপন করেন।"

মালদহের রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ২য় ভাগে লিখিয়াছেন,—"হিন্দুদিগের দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস ব্যাপার করবানী বংশের রাজত্বকালে উৎসাহের সহিত চলিতেছিল...... বর্দ্ধমান অঞ্চলের আগুরিগণ অত্যাচারী পাঠানদিগের নিকট সহজে অবনত হন নাই। গৌড়েশ্বর সলিমান মনে করিলেন ইহারা মুসলমান হইলে মুসলমানদের দলবৃদ্ধি হইবে। তিনি তাহাদিগকে মুসলমান হইতে বলিলেন। তাহারা ঘৃণার সহ সে প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। তাহাদিগকে শূলে আরোপিত করা হইল।"

৭ম। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের পক্ষে আপৎকালে স্ব স্ব বৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিলে অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করার শাস্ত্রীয় বিধান আছে। যুদ্ধোপজীবী অগ্রহার বা জাইগিরভোগী উগ্রক্ষত্রিয়গণও বঙ্গদেশে যুদ্ধবৃত্তির অবসান হইলে, কৃষি-বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রেঃ লালবিহারী দে মহাশয় বঙ্গের কৃষিজীবিগণের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণন উদ্দেশ্যে একটি দুঃস্থ কৃষিজীবী উগ্রক্ষত্রিয় পরিবারের চিত্র অঙ্কন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি উগ্রক্ষত্রিয়গণের

জাতীয় চরিত্রসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—

"Amongst the peasantry of Western Bengal there is not a braver nor a more independent class than the Ugrakshatriyas or Aguris, the caste of which our hero was a member. Somewhat fairer in complexion than Bengal peasants in general, better built, and more mascular in their corporeal forms, they are known to be a bold and somewhat a fierce race, and less patient of any injustice or oppression than the ordinary Bangali raiyat, who is content quietly to submit, even without a protest, to any amount of kicking. The phrase Agurir gonar, or the "Aguri bully", which has passed into a proverb, indicates that the Aguris are, in the estimation of their countrymen, a hot-blooded class; that they are fearless and determind in their character, and that they resent the slightest insult that is offered them. Fewer in numbers than the Sadgopa class, which constitutes the bulk of the Vardhamana peasantry, they are a compact and united band ; and there is amongst them a sort of *esprit de corps* which is hardly to be found in any other class of Bengalis."—

'Bengal Peasant Life.'—Chapter XLII.

সাত শত বৎসরের বেকার সমস্থায় ক্লিষ্ট, জাইগিরদার হইতে সামান্য কৃষিজীবীতে পরিণত একটি দুঃস্থ উগ্রক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার অনন্যসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতা, গ্রন্থকারের অমর লেখনী কর্ত্তৃক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরন্তু এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একখণ্ড অগ্নিপ্রস্তর সহস্র বৎসর অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিলেও যেমন তাহার অন্তর্নিহিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, তদ্রূপ সাত শত বৎসরের অবস্থান্তরিত ও বিপর্য্যস্ত-ভাগ্য উগ্রক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র তেজ এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

৮ম। বর্ত্তমানকালে উগ্রক্ষত্রিযগণ জমিদারী, তালুকদারী, মহাজনী, তেজারতি ও সাধারণতঃ জোত-জমা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বা ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। পরন্তু অতীতকালে এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতিই যে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবৃত্তিদ্বারা প্রভূত বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই দুইজন স্বভাব কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

৯ম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষত্রিয়জাতি মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) ব্রহ্মার বাহুজাত বৈদিক রাজন্যবংশ, যাঁহাদিগের হইতে রাজপুত আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে, (২) মহর্ষি মরীচি হইতে উৎপন্ন সূর্য্যবংশ, এবং (৩) মহর্ষি অত্রি হইতে উৎপন্ন চন্দ্রবংশ। বর্ত্তমান রাজপুতসমাজেও সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকুল এই তিনটি মূলবংশের অস্তিত্ব

দৃষ্ট হয়। কালক্রমে, সম্ভবতঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞ কুলভট্টগণই ব্রহ্মা ও অগ্নি অভিন্ন এই সাধারণ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত ও শাকম্ভরী মাতার বরে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, বৈদিক ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণকেই অগ্নিকুল আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, রাজপুত-পরিবার মাত্রেই ভক্তি সহকারে শ্রীশ্রী৺শাকম্ভরী মাতার পূজা প্রচলিত আছে। মহাত্মা কর্ণেল টড্ বলেন :—

'Asa, *Sacambhari,* Mata, is the divinity *Hope,* Mother-Protectress of the *Sacae*', or races.

"Every *Rajput* adores *Asapoorna,* 'The fulfiller of desire' ; Or *Sacambhari Devi* (Goddess, protectress). She is invoked previous to any undertaking.

Chapter VI. Tod's Rajasthan.

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে উগ্রক্ষত্রিয়গণ অধ্যুষিত বর্দ্ধমান অঞ্চলেই,—বিশেষতঃ প্রায় প্রত্যেক উগ্রক্ষত্রিয়পরিবারেই শ্রীশ্রী৺শাকম্ভরী মাতার পূজা প্রচলিত আছে। সুতরাং এই উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে 'উগ্র-ক্ষত্রিকুল'-সম্ভূত রাজপুত ব্যতীত আর কিছুই নহেন, এবং অগ্নিকুল-সম্ভূত রাজপুতগণও যে ভোজ, উগ্র প্রভৃতি বৈদিক রাজন্যবংশসম্ভুত ক্ষত্রিয় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

১০ম। উগ্রক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাও অতি প্রবল। ইহাঁদিগের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর লোকই আছেন, পরন্তু একব্যক্তি ব্যতীত ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কখনও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ

করেন নাই। এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির প্রত্যেক বংশেই এক একটী কুলদেবতার সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিরদিন নির্ব্বিঘ্নে ঐ দেবসেবা-কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য উপযুক্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, বঙ্গের কোন প্রদেশেই অন্য কোনও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে, এইরূপ দেবসেবানুরাগ দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, ক্ষত্র-শূদ্রাজাত মনূক্ত উগ্রজাতির হীনত্ব এবং ব্রহ্মার বাহুজাত উগ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্তই, বঙ্গদেশবাসিগণ এই আচারপূত উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্তমত প্রচার করিয়া থাকেন; অন্যথা উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে মনূক্ত উগ্র প্রভৃতি জাতির ন্যায় হীন মনে করা দূরে থাক্, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কেবলমাত্র এই উগ্রক্ষত্রিয় জাতিরই ক্ষত্রিয়াচার প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাঁহারাও সত্যের অনুরোধে ইঁহাদিগের সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়, তৎপ্রণীত "সম্বন্ধনির্ণয়" পুস্তকে উগ্র-ক্ষত্রিয়গণকে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নী-সম্ভূত সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিলেও তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"উগ্রক্ষত্রিয়গণ স্বভাবতঃ উদ্ধত হইলেও সৎক্রিয়ান্বিত ও সদাচার সম্পন্ন। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক বিনীত, শিক্ষিতও বটেন। জানা ও সুত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই; কিন্তু প্রীতি ভোজনে দোষ হয় না। উভয় দলই দেব-সেবা ও আতিথ্য করিয়া থাকেন।"

পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, তৎ-প্রণীত 'উগ্রক্ষত্রিয়-বিবরণ' পুস্তকে উগ্রক্ষত্রিয়গণকে ক্ষত্র-শূদ্রাজাত মনূক্ত উগ্রজাতি কল্পনা করিয়াও, তাঁহাদিগের আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"উগ্রক্ষত্রিয় জাতি আদিকাল হইতে বেদ-বিধি-ব্যবস্থানুসারে চলিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সদাব্রত ও অতিথিশালা আছে। ইহাঁরা প্রায়ই ভক্তি সহকারে অতিথি-সৎকার করিয়া থাকেন। অনেকের বিগ্রহস্থাপন আছে। শালগ্রাম-শিলা প্রায় গৃহে গৃহে বিরাজমান। শিবপ্রতিষ্ঠাও অনেকের আছে।

* * * * * *

বার, ব্রত, উপবাস, গুরুপুরোহিত ও ব্রাহ্মণকে দান সকলেরই আছে। সকলেই প্রায় বিশেষ আগ্রহের সহিত তীর্থপর্য্যটন করিয়া থাকেন। এখনকার দিনে এমন আচারপূত জাতি অতীব বিরল। * *

* * * * * *

মাতৃধর্ম্মানুসারে দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেও, সেই পিতৃজাতিসুলভ অসামান্য বিশ্বাস, তেজস্বিতা, পরোপকারিতা, শরণাগত-পালন ও অসাধারণ আত্মত্যাগ, ক্ষত্রিয়সম্ভূত এই জাতিকে অদ্যাপি মহীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছে। (উগ্রক্ষত্রিয়কে মনূক্ত উগ্রজাতি স্থির করিয়া 'মাতৃধর্ম্মানুসারে দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত' ও 'ক্ষত্রিয়সম্ভূত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে দ্বিজত্ব হইতে বঞ্চিত নহেন, ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ এখনও বিদ্যমান, এবং ইহাঁরা যে ক্ষত্রিয়-সম্ভূত কোনপ্রকার মিশ্রজাতি নহেন, পরন্তু বেদোক্ত বাহুজাত ক্ষত্রিয়-

বর্ণের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ মৌলিক বংশ, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিয়াছি।) রমণীগণ শুদ্ধাচার ও ব্রতনিয়ম পালনে তৎপর। সন্তানের আদর করিতে ইহাঁরা বেশ জানেন। * * পূর্ব্বে এই জাতির অনেক স্ত্রীলোকই সহমৃতা হইতেন, অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলার নানাস্থানে, নদীকূলে বা সরোবরতটে অথবা প্রান্তর মধ্যে, সেইসকল সতী-সাধ্বীগণের স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ 'সতীর মন্দির' বিদ্যমান রহিয়াছে।"

১১শ। অগ্নিকুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজপুত-সমাজ প্রচলিত উপাখ্যান এই যে,—কোনও সময়ে দৈত্যবিনাশ জন্য ব্রাহ্মণগণ অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে প্রমার, পরিহর, সোলাঙ্কী বা চালুক্য ও চৌহান এই চারিজন যোদ্ধা উৎপন্ন হইয়া, শক্তিদেবীর বরে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া দৈত্য বিনাশ করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ 'অগ্নিকুল' নামে প্রসিদ্ধ। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজেরও সাধারণ লোকের চিরন্তন বিশ্বাস এই যে, আদ্যাশক্তি ভগবতী যৎকালে দৈত্যকুলের বিনাশ জন্য উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তৎকালে তাঁহারই স্বেদকণাসমূহ হইতে উগ্র-ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত উপাখ্যানটি যে প্রথমটিরই রূপান্তর মাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে ক্ষত্র-শূদ্রাজাত হীন উগ্রজাতি, এ বিশ্বাস উগ্রক্ষত্রিয়সমাজের কস্মিন্ কালেই ছিল না এবং এখনও নাই; পরন্তু বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়িগণ তাঁহাদিগের উচ্চ আভিজাত্য-গৌরব যথেষ্টরূপে ক্ষুণ্ণ করিলেও, তাঁহারা যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগের মধ্যে এখনও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত

রহিয়াছে। এবং পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশবাসিগণও যে তদ্রূপ উগ্রক্ষত্রিয়-গণকে মনূক্ত উগ্র বলিয়া ভ্রম করেন নাই, বঙ্গদেশপ্রচলিত পরশু-রামোক্ত জাতিমালা এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের কৃত্রি-মতাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

উপসংহারকালে আমাদের বক্তব্য এই যে, জাতি-তত্ত্ব-নির্ণয় সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মুলসূত্র দুইটি মাত্র। ১ম,—আলোচ্য জাতির আচার, ব্যবহার, সংস্কার, কুলপ্রথা ও সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি। ২য়,—বংশপরিচয়। দুঃখের বিষয়, আজকাল যাঁহারা জাতিতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই হউক, অথবা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, এই দুইটি মূল সূত্রের অনুসরণ না করিয়া, অনেক স্থলেই মুচিকে শুচি করিতে ও শুচিকে মুচি করিতে চেষ্টিত। চলিত কথায় লোকে বলিয়া থাকে—গোলাপকে যে নামই দাও না কেন, সে সুমিষ্ট গন্ধই প্রদান করিবে। জাতিতত্ত্ব-আলোচনা সম্বন্ধেও এই কথাটি বড়ই মূল্যবান্। ভগবান্ মনূও বলিয়াছেন,—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।"

এই 'স্বকর্ম্ম' অর্থে জাতীয় আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতিই বুঝায়; সুতরাং যাঁহাদের প্রকৃত চক্ষু-কর্ণ আছে, এবং যাঁহারা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কোন বিষয় বিচার করিবার উপযুক্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এই আচারপূত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিশিষ্টতর সামাজিক মর্য্যাদাসম্পন্ন উগ্রক্ষত্রিয় ও রাজপুতগণ মনূক্ত হীনতম উগ্রজাতি অথবা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

পুরাণের কল্পিত সঙ্কর জাতিসমূহ নহেন। দ্বিতীয়তঃ, ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রভৃতি যেমন তাঁহাদিগের বংশের পরিচায়ক, ক্ষত্রিয়গণেরও তদ্রূপ সূর্য্য, চন্দ্র, ভোজ, উগ্র প্রভৃতি এক একটী বংশপরিচয় আছে, এবং এই সমুদায় মূলবংশ হইতেই বর্ত্তমান কালে বহুসংখ্যক বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং এই সমুদায় বংশপরিচায়ক আখ্যাসমূহ তত্তৎবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সঙ্করত্বের নিদর্শন নহে, পরন্তু তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বেরই নিশ্চিত প্রমাণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উগ্রক্ষত্রিয়গণের 'আগরি' আখ্যা কেন?

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে আমরা বেদ ও উপনিষদাদি সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের এবং জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের আলোচনা দ্বারা রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বঙ্গদেশাগত যুদ্ধোপ-জীবী এই রাজপুত বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে শৌর্য্যে ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় অতুলনীয় ছিলেন তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্তু ইঁহারা বঙ্গদেশে এবং কোনো কোনো প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যেও আগরি নামে কেন যে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন, তাহারও কারণ নির্ণীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে এযাবৎকাল আমরা নানা জনের নানা মতই শুনিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন উগ্র শব্দের অপভ্রংশ আগরি বা আগুরি। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙ্গলা ও উৎকল প্রদেশের সীমান্ত রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা আগরি নামে পরিচিত। হিন্দী ভাষায় রক্ষাকার্য্যের নাম আগরণা। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "তৎপ্রণীত উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "রাজা মানসিংহের সৈনদলভুক্ত হইয়া আগরা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম আগরি বা আগুরি।" পরন্তু এ সমুদায় উক্তিরই মূল অনুমান মাত্র। বিশেষতঃ উগ্রক্ষত্রিয়গণ যে হিন্দুরাজত্ব কালেও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেন আমরা তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি যে বিশিষ্টতর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উগ্রক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গলসী থানার অধীন মল্লসারুল গ্রামের একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে মহারাজ বিজয় সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লিপির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার সুরেশ্বর রায় মহাশয় লিপিখানি সাহিত্য-পরিষদকে দান করিয়াছিলেন, এবং তাহা এক্ষণে তাঁহাদিগের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, এবং ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার অনুবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশিত

হইয়াছে। পাঠকগণের গোচরার্থে তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"—কার্ত্তাকৃতিক, কুমারামাত্য, চৌরোদ্ধরণিক, ঔদ্রঙ্গিক, আগ্রহারিক, ঔর্ণস্থানিক, ভোগপতিক, বিষয়পতিক, তদাযুক্তব, হিরণ্যসামুদায়িক, পত্তলক, আবসথিক, দেবদ্রোণীসম্বদ্ধাদীন্ বিধিবৎ সম্পূজ্য বক্কত্তক বীথীসম্বদ্ধ অর্দ্ধকরক আগ্রহারীণ মহত্তর হিমদত্তঃ, নির্ব্বতবাটকীয় মহত্তর সুবর্ণ যশাঃ, কপিস্থ-বাটকাগ্রহারীণ মহত্তর ধনস্বামী, বটবল্লকাগ্রহারীণ মহত্তর যষ্ঠিদত্ত-শ্রীদত্তৌ, কোড্ডবীরাগ্রহারীণ ভট্ট বামনস্বামী, গোধা-গ্রামাগ্রহারীণ মহীদত্ত-রাজ্যদত্তৌ, শাল্মলীবাটকীয় জীবস্বামী, বক্কত্তকীয় খাড়্গিগহরিঃ, মধুবাটকীয় খাড়্গিগগোয়িকঃ, খণ্ডজোটি-কেয় খাড়্গিগ ভদ্রনন্দা, বিন্ধপুরেয়বাহনায়ক হরিপ্রভৃতয়ো বীথ্যধিকরণশ্চ বিজ্ঞাপয়ন্তি—পূজ্য মহারাজ বিজয় সেনেন বয়মভ্যর্থিতা ইচ্ছেমৈতদ্বীথীসম্বন্ধ বেত্রগর্ত্তাগ্রামে যুষ্মদ্ভ্যো যথান্যায়েন উপক্রীয় অষ্টৌকুল্যবাপান্ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে কল্পান্তর স্থায়িন্যা প্রবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রান্বয় ভোগ্যত্বেন কৌণ্ডিন্যসগোত্রায় বহ্বৃচবৎসস্বামিনে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনায় প্রতিপাদয়িতুমিতি।

বঙ্গানুবাদ - কার্ত্তাকৃতিক (কৃতাকৃত পর্য্যবেক্ষণকারী), কুমারামাত্য (কুমারগণের তত্ত্বাবধানকারী), চৌরোদ্ধরণিক (বিচারপতি), ঔদ্রঙ্গিক (বিমানচারী ?), আগ্রহারিক (জাইগিরদার), ঔর্ণস্থানিক (মহাপুরুষ),

ভোগপতি (ভক্ষ্য-পরীক্ষক), বিষয়পতি (সামন্ত নৃপতি), তদাযুক্তক (রক্ষাপুরুষ—দারগা প্রভৃতি), হিরণ্যসামুদায়িক (শ্রেষ্ঠী বা কোষরক্ষক), পত্তনক (নগরপাল), আবসথিক (ধনাঢ্য গৃহী) ও দেবদ্রোণীসম্বন্ধ ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থিত করিয়া—বক্কত্তকবীথী সম্বন্ধের অর্দ্ধকরকের আগ্রহারী মহত্তর হিমদত্ত, নির্বৃত বাটকের মহত্তর সুবর্ণযশঃ, কপিস্থ বাটকের আগ্রহারী মহত্তর ধনস্বামী, বটবল্লকের আগ্রহারী মহত্তর ষষ্ঠিদত্ত ও শ্রীদত্ত, কোড্ডবীরের আগ্রহারী ভট্টবামনস্বামী, গোধাগ্রামের আগ্রহারী মহীদত্ত ও রাজ্যদত্ত, শাল্মলীবাটকের জীবস্বামী, বক্কত্তকের খাড়্গি হরি, মধুবাটকের খাড়্গি গোয়িক, খণ্ডজোটিকের খাড়্গি ভদ্রনন্দী, বিন্ধপুরের বাহনায়ক হরি প্রভৃতি ও বীথ্যধিকরণ জানাইতেছে যে, মহারাজ বিজয়সেন বক্ককবীথী সম্বন্ধ বেত্রগর্ত্তা গ্রামের অষ্টকুলবাপ পরিমিত ভূমি আমাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত বহ্বৃচ কৌণ্ডীন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণবৎসস্বামীকে প্রদান করিতে চাহেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—"বাইশ আগুরি আদ্য, বিজয় জাইগিরি যার গাঁ।" পরন্তু জাইগির পারসিক শব্দ। সুতরাং মুসলমান রাজত্বকালে যাঁহারা রাজদত্ত ভূমি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাই জাইগিরদার হইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু রাজত্বকালেও যে উগ্রক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এ দেশে বাস করিতেন তাহা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ প্রণীত "অভিধান সর্ব্বস্ব" ও বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃত ভাষায় রাজদত্ত ভূমির নাম 'অগ্রহার' এবং তাহার অধিকারীর নাম ছিল 'আগ্রহারিক' বা 'আগ্রহারী'। সুতরাং এই আগ্রহারীগণ যে উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন এবং এই আগ্রহারী শব্দেরই সংক্ষিপ্ত আকার আগরি বা আগুরি এবং ইহা যে একটি জাতিবাচক আখ্যা নহে তাহা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধ হইতেছে।

আরও একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে সমুদায় শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে চিরাচরিত প্রথানুসারে, রাজ্ঞী ও রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজামাত্য ও রাজকর্ম্মচারিগণের উপস্থিতি ও সম্মতির উল্লেখ থাকিলেও কুত্রাপি "আগ্রহারী" শব্দটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, পরন্তু বিপুলভাবে উগ্রক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এই বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত, ও তদঞ্চলের গ্রামসমূহের সহিতই সংশ্লিষ্ট আলোচ্য শাসন-লিপিখানিতে চারিটি অগ্রহারের সাতজন মহত্তর আগ্রহারীর নামসহ উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, এবং উক্ত আগ্রহারীগণের নামের সহিত মহত্তর, এই বিশেষণটি প্রযুক্ত থাকায় তদঞ্চলে আরও সাধারণ আগ্রহারীর অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে। সুতরাং এই আগ্রহারীগণ যে উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

আলোচ্য শাসন-লিপিতে ধনস্বামী, ভট্ট বামনস্বামী ও জীবস্বামী নামক তিন জন স্বামীর উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিতে পারেন, পরন্তু দণ্ডী বা সন্ন্যাসী না হইলে ব্রাহ্মণেরও স্বামী উপাধি হয় না, কিন্তু ইঁহাদিগকে রাজানুগৃহীত গৃহী বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যেমন ধনপতি, গণপতি, রমাকান্ত, রামনাথ প্রভৃতি নামের পতি, কান্ত, নাথ প্রভৃতি শব্দ, নামেরই একাংশরূপে ব্যবহৃত হয় তদ্রূপ তৎকালে এই স্বামী শব্দটি তাঁহাদের নামেরই একাংশ বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যেখানে বহুলোকের নামোল্লেখের আবশ্যক সেখানে,—অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতের

যে কোন প্রদেশে, ব্রাহ্মণ স্বামীগণের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখিত হইত। ভূমি গৃহীতা বৎসস্বামী ব্রাহ্মণ হইলেও বৎস শব্দের সহিত স্বামী শব্দের যোগেই যে নামটি সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ভট্ট শব্দটিও কেবল ব্রাহ্মণেরই উপাধি ছিল না। ভট্ট অর্থে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অথবা ভাটও বুঝায়।

যাহা হউক, আলোচ্য শাসন-লিপি-প্রোক্ত দত্ত ও যশ বংশ যে উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা কুলাচার্য্য ষষ্ঠিদাস ভট্টাচার্য্য ও গণেশ কুলাচার্য্যের কুলগ্রন্থে লিখিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক প্রণীত 'উগ্রক্ষত্রিয় বিবরণে" ও স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়" পুস্তকে উদ্ধৃত, উগ্রক্ষত্রিয় জাতির নিম্ন লিখিত কুলপরিচয় হইতেই উপলব্ধ হইবে। যথা ঃ—

নিঃসঙ্কে ইন্দু ঘর সোম মুজাফর।
বাঘাতে পরেশকুল পবি পদ্মঘর ॥
বারবক কাঞ্চন সোম যশেতে মিশায়।
সাত সইকায় গুপ্ত হুই দীপ্তি করি রয় ॥
ধেঞাতে পবিত্র কুল দাম, দত্ত, দে।
হুসুম পত্রেতে মুনি সাংখ্যান্ যশেতে ॥
বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন।
এরুয়ারে অঙ্গীকারে সেনের নন্দন ॥

যশ ও দত্ত উপাধিধারী মহত্তর আগ্রহারীগণ এবং যশ ও দত্ত উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়গণ, এক্ষণে যাঁহারা আগরি নামেও পরিচিত,

তাঁহারা যে অভিন্ন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে। পরন্তু পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে উল্লিখিত রত্নাকর-বংশ, যাঁহারা কোন পরবর্ত্তী কাল হইতে পাল-বংশ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, সেই বংশেই গৌড় রাষ্ট্রের আদর্শ সম্রাট মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের উদ্ভব হইয়াছিল; এবং বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজবংশ, যাঁহারা রাঢ় প্রদেশ হইতেই যাইয়া আবার গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের প্রদত্ত শাসনলিপিসমূহের রচয়িতাগণ, যাঁহাদিগকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাম্ কুলশিরোদাম" "ব্রহ্মক্ষত্রিয় সুমেরু" প্রভৃতি বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশাগত রাজপুত বংশসমূহের অন্যতম সেই সেনরাজগণেরও এই যুদ্ধোপজীবী আগ্রহারী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই অভ্যুদয় হইয়াছিল।

রাঢ় প্রদেশের যুদ্ধোপজীবী আগ্রহারী সম্প্রদায় যে এককালে প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন ইহা ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আলোচ্য মল্লসারুল-শাসনলিপি হইতেও স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ইঁহারা রাঢ় প্রদেশের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিলেন।

গৌড় জনপদবাসিগণ যে মাৎস্য-ন্যায় দূর করিবার জন্য মহারাজাধিরাজ গোপালদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত খালিমপুর লিপির চতুর্থ শ্লোকে উল্লেখ আছে। মাৎস্য-ন্যায় দূর করিবার নিমিত্ত মহারাজাধিরাজ গোপালদেবকে যুদ্ধোপজীবি আগ্রাহারী সামন্ত নৃপতিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং পাল-সম্রাটগণের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁহারা যে

পাল-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি স্বরূপে রাষ্ট্রশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—ইহাও সহজেই অনুমান করা যায়। অধিকন্তু কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহী দিব্যোক ও ভীম কর্ত্তৃক মহীপালদেব যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মহারাজাধিরাজ রামপালদেবকে তাঁহার পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিবার জন্যও যে এই আগ্রহারী সামন্তনৃপতিগণ প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাও রামপালদেবের আশ্রিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৩ শ্লোকে এবং তাঁহার স্বকৃত টীকায় সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। যথাঃ—

বিবিধবিশালাহার্য্যব্যালাটবিকাকীর্ণাবনির্বহুর্ব্বীভৃৎ।
ইষ্টার্থাভিনিবিষ্টেন ততস্তেনাতি কষ্টেন ॥৪৩।

টীকা—রামপালেন সামন্তচক্রং প্রণিনীষুণা পৃথ্বী পর্যটিতা। তত্র ব্যালা আগ্রহারিকা বৈষয়িকা আটবিকা অটবিয় সামন্তাঃ উর্ব্বীভৃদ্রাজা। ইষ্টার্থোঽভিলষিতার্থঃ ॥৪৩।

বঙ্গার্থ—অতঃপর অভিলষিত রাজ্যলাভের জন্য অতিশয় মনোযোগী রামপাল সামন্তচক্রকে প্রকৃষ্টরূপে লইয়া যাইতে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিবিধ বিশাল আগ্রহারিক, বৈষয়িক এবং অটবীয় (বন্য) সামন্তরাজ-পরিপূর্ণ পৃথিবী বহুক্লেশে পরিভ্রমণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১)

রাঢ় প্রদেশের প্রাচীন কাহিনী।

আর্য্য সভ্যতার স্বরূপ ও আর্য্যসমাজের প্রাচীন ইতিহাস, বেদ-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রেই নিবদ্ধ আছে। যদিও পরবর্ত্তীকালে পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা কারণে বহুবিধ কৃত্রিমতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি যুক্তি দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক তৎসমুদয় হইতে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করাও অসম্ভব নহে। পরন্তু পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস অবগত হওয়া একরূপ অসম্ভবই ছিল; কিন্তু কিছুকাল যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভূগর্ভপ্রোথিত গ্রাম, নগর, দেবমূর্ত্তি, দেবালয় প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া যেমন সুদূর অতীত কালের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তদ্রূপ ভারতের নানা প্রদেশের ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত বহুসংখ্যক শিলালিপি ও তাম্রশাসনলিপি সমূহ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পাঠোদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের বহু রাজবংশের বংশ পরিচয়, ধর্ম্মমত, শাসন-প্রণালী প্রভৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমুদায় শিলালিপি ও তাম্রশাসনলিপি সমূহের অনুকৃতি ও অনুবাদাদি The journal of the Royal Asiatic Society, Epigraphia Indica, Journal of the Bombay Branch of the Royal

Asiatic Society প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বঙ্গদেশ সম্পর্কীয় লিপিগুলি রাজসাহী জেলান্তর্গত দিঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী রাজপরিবারের, বিশেষতঃ সুপণ্ডিত রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় বাহাদুর, এম, এ, মহোদয়ের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" কর্ত্তৃক, "গৌড়রাজমালা," "গৌড়লেখমালা," Inscriptions of Bengal প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ায়, বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথমে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রণীত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থের প্রারম্ভে রাঢ় প্রদেশের শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বিদেশীয় পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকগণের উক্তি সমূহ ও তাঁহার যে সমুদায় সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"৩২৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে "প্রাসিই" এবং "গণ্ডরিডয়" নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্তলেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে "গণ্ডরিডয়" সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন।*

McCrindle's Invasion of Alexander the Great (Westminister 1893)

"ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র-নগরে মৌর্য্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগর, যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিস্ তাহাকে "প্রাসিই" [প্রাচ্য] বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্ব্বদিকে "গঙ্গরিডি" নামক আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক লেখকগণের উল্লিখিত "গঙ্গরিডয়" এবং "গঙ্গরিডি" অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল 'ইণ্ডিকা" গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন। † ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গানদী "গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডই-নিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসিরা গঙ্গরিডই-গণের অসংখ্য এবং দুর্জ্জয় রণহস্তি-নিচয়কে ভয় করে।" ‡ বাঙ্গলার যে অংশ ভাগীরথীর

† McCrindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (Calcutta 1877).

‡ McCrindle's Megasthenes p. p. 33--34.

পশ্চিম দিকে অবস্থিত তাহা এখন "রাঢ়" নামে অভিহিত। প্রাচীন কালে এই প্রদেশ "সুহ্ম" নামে পরিচিত ছিল। "রাঢ়" নামটিও প্রাচীন। "আচারাঙ্গ সূত্র" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈনগ্রন্থে (১।৮।৩) "লাঢ়" বা রাঢ়দেশ উল্লিখিত আছে। "গঙ্গরিডই"—রাজ্য যে রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়দেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গলার অপর দুইটি বিভাগ, পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ,—নিশ্চয়ই "গঙ্গরিডই"—রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল; এবং কলিঙ্গও এক সময়ে এই রাজ্যের সহিত সংলগ্ন ছিল। প্লিনি (মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া) লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গানদীর শেষভাগ 'গঙ্গরিডি কলিঙ্গি' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই রাজ্যের রাজধানী পর্থালিস্। ৬০,০০০ পদাতি ১০০০ অশ্বারোহী, এবং ৭০০ হস্তী সজ্জিত থাকিয়া, এই রাজ্যের অধিপতির দেহরক্ষা করিতেছে।" আর এক জন লেখক (সলিন) মেগাস্থিনিসের এই অংশ স্বতন্ত্র আকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, "গঙ্গরিডিগণ দূরতম (প্রচ্যন্ত) প্রদেশে বাস করে। তাহাদের রাজার সেনা মধ্যে ১০০০ অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী, এবং ৬০,০০০ পদাতি আছে।" প্লিনি কর্ত্তৃক "গঙ্গরিডি" এবং "কলিঙ্গি"

(কলিঙ্গ) একত্র উল্লিখিত দেখিয়া মনে হয়, কলিঙ্গ তখন গঙ্গরিডি রাজ্যেরই অন্তর্ভূর্ত ছিল। বর্ত্তমান উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে তখন কলিঙ্গ বলিত। পরবর্ত্তী কালে যখন উড়িষ্যা ওড্র বা উৎকল নামে পরিচিত হইল, এবং প্রাচীন কলিঙ্গের দক্ষিণ ভাগই কেবল কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইতে লাগিল, তখনও উৎকল "সকল কলিঙ্গের" বা "ত্রিকলিঙ্গের" এক কলিঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। "খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালীর রণ-পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূর রোম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাকবি ভার্জ্জিল (জর্জিক্স্ কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায়) লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্ম্মর প্রস্তরের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন; এবং সেই মন্দিরে রোম সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া মন্দিরের দ্বারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্তের দ্বারা "গঙ্গরিডি-গণের" যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।" ভার্জিলের পক্ষে ভারতবর্ষের বিবরণ সংগ্রহ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ভারতের রাজন্যবর্গ তৎকালে রোমে দূত প্রেরণ করিতেন, এবং ভারতের সহিত রোমের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্বন্ধও বর্ত্তমান ছিল। ভার্জিল "জর্জিক্সের" প্রথম সর্গে

লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে রোমে হস্তিদন্তের আমদানী হইত। তৎকালে 'বারগোসা' (ভৃগুকচ্ছ বা ভরোচ) এবং 'গঙ্গরিডির' প্রধান নগর 'গঙ্গে' ভারতের প্রধান বন্দর ছিল; এবং এই দুইটি বন্দর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। "পিরিপ্লাস ইরিগ্রি মেরি" নামক (খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত) একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, 'গঙ্গে' বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানি হইত।

'আধুনিক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, মেগাস্থিনিস্, টলেমি প্রভৃতির উল্লিখিত জনপদ, নগর এবং নদনদীর দেশীয় নাম এবং স্থিতিফল নিরূপণের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু কেহ এ পর্য্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বাহুল্য ভয়ে তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত হইল না।

এতদ্ব্যতীত এই সুবিস্তীর্ণ 'গঙ্গরিডি' রাজ্যে, যে রাজবংশ বা রাজবংশসমূহ সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া, মগধের প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণের প্রতিযোগিতায় ইহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও যাবতীয় বিবরণ অতীতের অন্ধকার গর্ভেই বিলীন হইয়াছে।

(১)

উগ্রক্ষত্রিয় বা আগরি জাতির "কুলজি"।

যে সমুদয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ "মল্লসারুল-তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অক্ষর দৃষ্টে অনুমান করেন যে এখানি যষ্ঠ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের জনৈক সামন্তরাজ মহারাজ বিজয়সেন কর্ত্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হইত, এবং তাঁহার কর্ত্তৃকই এই শাসনালিপিখানি সম্পাদিত হইয়াছিল। দত্ত, যশ প্রভৃতি উপাধিধারী মহত্তর আগ্রহারিগণ যে তৎকালে সামরিক শক্তিতে এই সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন তাহা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। তখনও "আগ্রহারী" এই ব্যাকরণ সঙ্গত বিশুদ্ধ শব্দটি "আগরি," এই গ্রাম্য ভাষায় রূপান্তরিত বা জাতীয় আখ্যায় পরিণত হয় নাই। তৎপরে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী "আগরি" জাতির উৎপত্তি ও রাজশক্তি সম্বন্ধে বিচিত্র কল্পনামূলে যে জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" কর্ত্তৃক কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বিরচিত রামায়ণ বলিয়া ১৫০১ শকাব্দায় লিখিত ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে প্রাপ্ত একখানি হস্ত-লিখিত রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার উত্তরা কাণ্ডে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের উপাখ্যান মধ্যে আগরি জাতির, শম্বুকের পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। পণ্ডিত প্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র

নাথ দত্ত মহাশয় উক্ত রামায়ণের মুখবন্ধে ঐ অংশকে "আগুরি জাতির কুলজি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত অংশের শাস্ত্রীয় ভিত্তি কতটুকু, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের লেখকের অধিকারই বা কতদূর, আগরি জাতি সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতির কারণই বা কি এবং ইহা হইতে আমরা কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে পারি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা সমীচীন বিধায়, আমরা এ স্থলে উক্ত রামায়ণের উক্তি সমূহের আলোচনা করিব।

শ্রীরামচন্দ্র শূদ্রতপস্বী শম্বুকের মস্তক ছেদন করিয়া তাঁহার দেহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে, তিনি যখন গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিয়া (এই রামায়ণের মতে) স্বর্গে গমন করিতেছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"মর্ত্তলোকে রহিল গোসাঞী আমার পরিবার।
পালন করিতে আমি না পাইল তা সবার॥
উত্তম কুলে বিভা করিল আমি সভার গোচরে।
দ্বাদশ পুত্র হইল তাহার উদরে॥
মহাবল পুত্রসব সংগ্রামে সুর।
অস্ত্র শস্ত্র জানে তারা জ্ঞানে চতুর॥
দ্বিতীয় বিভা করিল আমি ব্রাহ্মণ দুহিতা।
মহাকুলে জন্ম তার রূপে গুণে পতিব্রতা॥
তাহার উদরে হইল মোর দশ বেটা।
গাছের বাকল পরিধান মাথাতে ধরে জটা॥

আমার ঔরসে জন্ম তার ব্রাহ্মণীর কুমার।
ধর্ম্ম দেখিয়া প্রতিপালন করিহ তাহার॥"

মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত মূল রামায়ণের শম্বুকের উপাখ্যানে শূদ্র-তপস্বী শম্বুকের শূদ্র ও ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ, বাইশটি পুত্রের জন্ম, তাহাদিগকে প্রতিপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে অনুরোধ, শম্বুকের গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্তি, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি কোনও প্রসঙ্গই নাই। শম্বুক যে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াও স্বর্গলাভ করিতে পারিল না বরং এই কথাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং আগরি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তথাকথিত কৃত্তিবাসের যাবতীয় উক্তিই যে তাঁহার স্ব-কপোলকল্পিত ও সম্পূর্ণ অলীক তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বেও উক্ত লেখক আগরি জাতির আচার, ব্যবহার, সংস্কার প্রকৃতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষীভূত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন তাহা এইরূপ,—

"শূদ্র আগরি হইল ক্ষেত্রিতে বাখানি।
জাকে বরদায় হইল লক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
জানা আগরি তাহে ধরে নর স্থনে।
হাত্যা গাই নাহি দোহে পূজে নারায়ণে॥
মহাসুর ক্ষেত্রি হইল বড় বলবান।
ধন ধান্যে বলবীর্য্যে অতুল সমান॥
কেহো কুল অকুল কেহো বড়ই বেহাল।
অহঙ্কারে কোন জন প্রকৃতে চণ্ডাল॥

চণ্ডালীর যে সুত না মানে বাপ ভাই।
কন্যা দিয়া বাদ হেতু কাটিলা জামাই ॥
বিস্তর দেউল মঠ করিল সৃজন।
স্থাপন করিল তাহে দেব ত্রিলোচন ॥
উত্তম ব্রাহ্মণে তারা দিল ভূমিদান।
নিত্য নিত্য দ্বিজ পূজে দেব সন্নিধান ॥
যজ্ঞসূত্র ধরে যারা সোদর দশ ভাই।
হাল না ধরে তারা ভার না বহে না দোহে গাই ॥
আলি জাঙ্গাল দিল উত্তম সরোবর।
অতিথিশালা পানিশালা দেবতার ঘর ॥
গায়ত্রী জপে সন্ধ্যা করে করে দেবার্চ্চন।
পণ্ডিত মূর্ত্তি তারা ভাই দশজন ॥
ব্রাহ্মণীর দশ বেটা বিচারে পণ্ডিত।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে শাস্ত্র সুনে অন্যে নাহি চিত ॥"

সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের উত্তরা কাণ্ড যে পণ্ডিত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ হইতে বিভিন্ন প্রকারের ইহা মাননীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও উল্লেখ কয়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ ও বটতলার রামায়ণের সহিত বর্ত্তমান উত্তরাকাণ্ডের অনেক বিষয় পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ছায়াপাত সুস্পষ্ট, কিন্তু এই উত্তরাকাণ্ডে শৈব প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়।" সুতরাং এই

উত্তরা কাণ্ড যে পণ্ডিত কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ মধ্যে কৃত্রিমতা-পূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। পরন্তু যিনিই এই উত্তরা-কাণ্ড রচনা করুন তিনি উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা তাঁহার রচনা হইতে চারি শত বৎসর পূর্ব্বের নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি প্রাপ্ত হইতেছি,—

(১) তৎকালিক উগ্রক্ষত্রিয়গণ বলবীর্য্য, সাহস ও তেজস্বিতায় অতুলনীয় ছিলেন।

(২) তাঁহাদিগের জানা ও সুত দুইটি শ্রেণী ছিল এবং উভয় শ্রেণীই লক্ষ্মীদেবীর অনুগৃহীত ছিলেন।

(৩) উভয় শ্রেণীই জলাশয় খনন, দেবালয় নির্ম্মাণ ও দেবসেবা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অতিথিশালা পানিশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণে মুক্তহস্ত ছিলেন।

(৪) সুতশ্রেণী অতীব ক্রোধী, অহঙ্কারী ও কলহপ্রিয় ছিলেন। বস্তুতঃ অদ্যাবধি যে জাতিকে লক্ষ্য করিয়া লোকে "আগুরি গোঁয়ার" বলিয়া থাকে, তাঁহারা যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে খুব শান্ত-শিষ্ট ছিলেন না ইহা নিশ্চিত।

(৫) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ় নিবাসী শূরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ (মহাসুর ক্ষেত্রী) উগ্রক্ষত্রিয় সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(৬) "চণ্ডালীর পুত্র" বলিতে চন্দেলবংশীয় ক্ষত্রিয়, যাঁহারা উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে 'চা-গ্রামী' নামে পরিচিত, তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে—কারণ, অদ্যাবধি অনভিজ্ঞ লোকসমূহ তাঁহাদিগের

কুলদেবী শ্রীশ্রী৺ চন্দলেশ্বরী মাতাকে চণ্ডালেশ্বরী অথবা চালেশ্বরী নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে।

(৭) উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের "জানা" শ্রেণী উপবীত ধারণ করিতেন, "সুত" শ্রেণী উপবীত ধারণ করিতেন না অর্থাৎ শূদ্রাচারী ছিলেন। পরন্তু উভয় শ্রেণীই ক্ষত্রিয় নাম পরিচিত হইতেন।

শেষোক্ত তথ্যটি অর্থাৎ উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়াচার, ও অপর শ্রেণীর শূদ্রাচার, অথচ উভয় শ্রেণীরই "ক্ষত্রিয়" আখ্যা, এই প্রহেলিকাটি "পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে লাগে ধন্দ!" এই জন্যই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পরশুরামোক্ত জাতিমালা, শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্যাভিধান, বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে নানাবিধ ভ্রান্ত ও কাল্পনিক মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য রামায়ণ খানিতেও তাহার চরম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে। কারণ শম্বূকের উপাখ্যানের মধ্যে আগরি জাতির সমাবেশ কেবল শাস্ত্রীয় ভিত্তিহীন নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনা। যেহেতু শূদ্র-শম্বূকের ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ এবং তাহার গর্ভজাত সন্তানের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি, কোন যুগে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই সমর্থন করেন নাই। বিশেষতঃ, শূদ্রের তপস্যারূপ পাপানুষ্ঠানের জন্য শ্রীরামচন্দ্র যাহার প্রাণদণ্ড করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহারই ব্রাহ্মণ কন্যাতে উপগত হওয়ায় ফলস্বরূপ পুত্রগণ দ্বিজত্ব লাভ করিল, এইরূপ অত্যুৎকট কল্পনা শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে।

সে যাহা হউক, উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের এই দুই প্রকার আচার

ও সংস্কারের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতির অবস্থাও পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন। যে হেতু, যে কারণে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্য ও জানাশ্রেণীস্থ উগ্রক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় জাতিই শূদ্রাচারী ও শূদ্রবৎ সংস্কারসম্পন্ন, উগ্রক্ষত্রিয়গণের একটি শ্রেণীও সেই কারণেই সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট। এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ "উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে বৌদ্ধ প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এক্ষণে আলোচ্য রামায়ণখানিতে শম্বূকের পুত্রগণের বাসস্থান সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণনা আছে দেখা যাউক। কবি বলিতেছেন,—

রামের বচনে হনুমান রথে চড়ে।
সবাকারে লইয়া দক্ষিণ দিকে লড়ে॥
গৌড়ের দক্ষিণ দিকে অলঙ্ঘ্য সাগর।
সাগরের কুলে গেলা অনেক অন্তর॥
হনুমানের বোলে রাজ্য ছাড়িয়া দিল সাগর।
বাইশ ভাই নিল বাইশ নগর॥

* * * * *

আগরি বলিয়া হইল সভাকার নাম।
এক এক যোজন বই সভার বিশ্রাম।

এই বর্ণনার মূলেও এই ঐতিহাসিক সত্যটি নিহিত আছে যে, গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী রাঢ় প্রদেশে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত আগরি

জাতির অধিকার বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে কুলাচার্য্য যষ্ঠিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির কুলগ্রন্থে উগ্রক্ষত্রিয়গণের বংশ তালিকায় দেখা যায় যে বর্দ্ধমানের পালবংশ, "বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন)। সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহারা অমিত নৌশক্তি সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহারা "রত্নাকর" বংশ নামে প্রখ্যাত ছিলেন ইহাও সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে।

(৩)

পাল সম্রাটগণের "কুলজি।"

বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন কবি, বর্দ্ধমানবাসী ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তৎপ্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে পালসম্রাটগণের যে কুলজি রচনা করিয়াছেন তাহা কেবল সমুদ্র সংশ্লিষ্ট নয় পরন্তু তাঁহাদিগকে সমুদ্রের বংশধর বলিয়াই কল্পনা করা হইয়াছে।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের চতুর্দ্দশ সর্গে বর্ণিত আখ্যান অংশ এইরূপ,—একদিন মহারাজ ধর্ম্মপাল তাঁহার পত্নী বল্লভাদেবীকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের ভার দিয়া মৃগয়া করিতে গেলেন। বল্লভাদেবী পাশা খেলায় মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণভোজনের ত্রুটি করিলে, ধর্ম্মপালদেব আসিয়া তাঁহাকে বনবাস দিলেন। রাণী গঙ্গাতীরে এক বন মধ্যে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে একদিন মৃগয়া করিতে যাইয়া ধর্ম্মপালদেব পথভ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই কুটীরেই আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ধর্ম্মপালদেব পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই কিন্তু বল্লভা দেবী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, তৎপরে বনবালাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত নানাবিধ ঔষধ খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বামীকে বশীভূত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মপালদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্নীকে চিনিতে পারিয়া আর সে খাদ্য গ্রহণ করিলেন না পরন্তু পরদিন তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া স্থানত্যাগ করিলেন।

বল্লভাদেবী মনোদুঃখে সমুদায় অন্ন গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন। সেই খাদ্য জলস্রোতে সাগরে যাইয়া পড়িল। তখন সাগর, ধর্ম্মপাল দেবের মূর্ত্তি ধরিয়া বল্লভা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরে নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বরদানে কৃতার্থ করিলেন, ইত্যাদি। ইহাই দেবপাল দেবের জন্মবৃত্তান্ত।

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে আমাদের দেশে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কোন কালেই ছিল না। মহাকবি কহ্লন প্রণীত "রাজ-তরঙ্গিনী," বাঙ্গলার সুপণ্ডিত সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রামচরিতম্" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে না। এই সমস্ত কারণে তৎসমুদায় গ্রন্থ অবলম্বনে, অথবা জনশ্রুতি অনুসরণ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী কবিগণ যে সমুদায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কবিকল্পনা-দুষ্ট উপকথা মধ্যে গণ্য হইবারই যোগ্য।

তথা কথিত কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণের ন্যায় ঘনরাম

চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্যেও কবিকল্পনারই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। কারণ, ধর্ম্মপালদেবের বহুকাল পরে উক্ত কবির আবির্ভাব হওয়ায় ধর্ম্মপালদেবের পত্নীর নামটিও কল্পনা ব্যতীত জানিবার কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন "বল্লভা দেবী।" আমরা দেবপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত মুঙ্গের লিপির নবম, দশম ও একাদশ শ্লোকে দেখিতে পাইতেছি,—

শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্য।
রণ্ণাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন ॥ ৯ ॥
ধৃততনুরিয়ং লক্ষ্মীঃ সাক্ষাৎ ক্ষিতির্নু শরীরিণী
কিমবনিপতেঃ কীর্ত্তি র্মূর্ত্তাঽথবা গৃহদেবতা।
ইতি বিদধতী শুচ্যাচারা বিতর্কবতীঃ প্রজাঃ
প্রকৃতি-গুরুভি র্যা শুদ্ধান্তং গুণৈরকরোদধঃ ॥ ১০ ॥
শ্লাঘ্যা পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্নং সমুদ্রশুক্তিরিব।
শ্রীদেবপাল দেবং প্রসন্নবক্ত্রং সুতমসূত ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—গৃহস্থ (ধর্ম্মপালদেব) রাষ্ট্রকূটরাজ্যের তিলকস্বরূপ মহারাজ শ্রীপরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শুদ্ধাচারিণী রাজ্ঞীকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, অথবা মূর্ত্তিমতী পৃথিবী, অথবা রাজার মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তি অথবা গৃহদেবতা বলিয়া প্রজাগণ মনে মনে বিতর্ক করিত। তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি ও গুণরাশি দ্বারা তিনি অন্তঃপুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সমুদ্র-শুক্তি যেমন মুক্তারত্ন প্রসব করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রশংসনীয়া সাধ্বী রণ্ণাদেবীও প্রসন্নবদন শ্রীদেবপাল দেবকে প্রসব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর উদ্ভট কল্পনার মূলভিত্তিও এই যে একটি খণ্ড-রাজ্যের অধিপতি পালরাজগণ গৌড়-রাষ্ট্রের রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়াও তাঁহাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ নৌশক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের "রত্নাকর বংশ" খ্যাতিও কোন কালেই বিলুপ্ত হয় নাই।

মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত [খালিমপুর] শাসনলিপিতে আমরা দেখিতে পাই—"স খলু ভাগীরথীপথ প্রবর্ত্ত-মান—নানাবিধ-নৌবাটক—সম্পাদিত-সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখর শ্রেণী-বিভ্রমাৎ" অর্থাৎ ভাগীরথী প্রবাহে নানাবিধ রণতরী, সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখরশ্রেণীরূপে লোকের মনে বিভ্রমের উৎপাদন করিয়া থাকে।

মহারাজাধিরাজ মদনপালদেবের আশ্রিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" নামক একখানি অত্যাশ্চর্য্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদ্যোপান্ত দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় লিখিত। এক পক্ষে, রাবণ কর্ত্তৃক রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের পত্নী সীতার হরণ, এবং রাবণকে বধ করিয়া রাম কর্ত্তৃক সীতার উদ্ধার সাধন বর্ণিত হইয়াছে; অপর পক্ষে, কৈবর্ত্ত সামন্তরাজ দিব্য ও ভীম কর্ত্তৃক মহারাজ রামপালদেবের জনক-ভূ (বরেন্দ্র ভূমি) হরণ, যুদ্ধ ও রামপালদেবর জয়লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালরাজের পুস্তকালয়ে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে লইয়া আসেন, এবং এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করান। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয়

ও চতুর্থ শ্লোকেও ধর্ম্মপালদেবকে সমুদ্র-কুল-জাত বলিয়া তাঁহার নৌবল বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা :—

শ্রিয়মুন্মুদ্রিতলক্ষ্মীযুগলং কমলানামিনঃ স বস্তনুতাং।
কৃত্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুর্বিশতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ :—যে জলপতি-সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী প্রকাশিত হইয়াছিলেন, প্রলয় সময়ে বাসুদেব সমুদায় লোক উদরসাৎ করিয়া যে সমুদ্রে প্রবেশ করেন, সেই সমুদ্র আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য বৰ্দ্ধিত করুন।

তৎকুলদীপোনৃপতিরভূৎ ধর্ম্মধামবানিবেক্ষ্বাকুঃ।
যস্যাব্ধিং তীর্ণা গ্রাবণৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ :—সেই সমুদ্রবংশে ইক্ষ্বাকুর ন্যায় তেজস্বী ধর্ম্ম-নামে কুলপ্রদীপ এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন, যাহার ভুবনপ্রথিত বিমল যশোরাশি সমুদ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিল (অর্থাৎ সমুদ্র পারেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল)।

উক্ত পরিচ্ছেদের ৮ম শ্লোকে বিগ্রহপালদেবকে স্পষ্টাক্ষরে রত্নাকরবংশ সম্ভূতই বলা হইয়াছে। যথা :—

হরিণোপাসিতধামা বিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা।
নতভূভৃৎপংক্তিরথো গোত্র রত্নাকরেঽমুষ্মিন্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ :—চন্দ্র যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন সেইরূপ রত্নাকর বংশে সিংহ অপেক্ষা বিক্রমশালী রাজা বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট রাজগণ প্রণত ছিলেন।

অমিত নৌশক্তির জন্য পালরাজগণের "রত্নাকর বংশ" বলিয়া খ্যাতি যেমন ঐতিহাসিক সত্য,—তেমনই শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের উপাসক হইয়াও তাঁহাদিগের, দেবদেবী ও ব্রাহ্মগণেণর প্রতি প্রগাঢ়

ভক্তি-শ্রদ্ধাও ঐতিহাসিক সত্য। ঘনরামরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে' বর্ণিত, ব্রাহ্মণ-সেবার ত্রুটির জন্য ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক পত্নীর বনবাস-দণ্ডের ব্যবস্থাও যে সেই সত্যেরই অতিশয়োক্তি মাত্র, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

(৪)

পাল-সম্রাটগণের জাতি ও আদি উপনিবেশ

পালসম্রাটগণ শ্রীশ্রী৺বুদ্ধদেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসনলিপিসমূহের কোন খানিতেই তাঁহাদিগের জাতি-বর্ণের কোন উল্লেখ নাই। পরন্তু মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূট-রাজের কন্যার পাণিগ্রহণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজ বিগ্রহপালদেবও হৈহয়বংশ-(হুই) ভূষা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা :—

> লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
> পত্নী বভূব কৃত-হৈহয়-বংশভূষা।
> যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
> পত্যুশ্চ পাবন-বিধিঃ পরমো বভূব ॥ ৯ ॥

(নারায়ণপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভাগলপুর লিপি)

উল্লিখিত বিশিষ্টতর ক্ষত্রিয় রাজকন্যাগণের পাণিগ্রহণ দ্বারা পাল-সম্রাটগণকে রাজপুত শ্রেণীস্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহারাজাধিরাজ কুমারপালদেবের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেব

কর্ত্তৃক প্রদত্ত, বারানসীর গঙ্গা-বরণার সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন-লিপিতে পালবংশকে সুস্পষ্টরূপে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে। যথা ঃ—

অম্বর-মানস্তম্ভঃ কুম্ভস্তঃ সংসারবীজ-রক্ষায়াঃ।
হরিদন্তরমিত মূর্ত্তিঃ ক্রীড়া-পোত্রী হরির্জ্জয়তি ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—অম্বর-মণ্ডলের মান-দণ্ড, সংসার-বীজ রক্ষার বীজ-কুম্ভ, ক্রীড়াচ্ছলে ধৃত শূকর-শরীর দিংন্তর-পরিমিত-মূর্ত্তি শ্রীহরির জয় হউক। ১।

এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারদ্ধি-সংসিদ্ধ ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ ঃ—সেই শ্রীহরির দক্ষিণনয়নরূপী সূর্য্যদেবের বংশে পুরাকালে সকল গুণ গরিষ্ঠ বিগ্রহপাল নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২।

পূর্ব্বোল্লিখিত "গৌড়-রাজ-মালা" গ্রন্থের উপক্রমণিকা-অংশ সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। পালসম্রাটগণের আদি বাসস্থান বা আদি উপনিবেশ সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পক্ষান্তরে, 'গৌড়রাজমালায়' দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাল-নরপালগণের অভ্যুদয়-লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে, সমগ্র দেশ বহু সংখ্যক খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, সমগ্র দেশের উপর কাহারও কোনরূপ আধিপত্য বিদ্যমান ছিল না,

বাহুবল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; সবলের কবলে দুর্ব্বল নিপীড়িত হইতেছিল; দেশ একবারে 'অরাজক' হইয়া পড়িয়াছিল! সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ অবস্থার নাম "মাৎস্য-ন্যায়।" তাহাকে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে, প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। তিনিই পাল-নরপাল বংশের প্রথম ভূপাল; ইতিহাসে "প্রথম গোপাল-দেব" নামে উল্লিখিত।

"এ দেশের প্রজাপুঞ্জ, অরাজকতা দূর করিবার জন্য একবার একজনকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া, প্রজাশক্তির বিধি-দত্ত অমোঘ বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, কোন্ কোন্ সময়ে প্রজাশক্তির এরূপ উন্মেষ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার আলোচনার সময়ে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি স্মরণ করিবার যোগ্য।

"বাঙ্গালী ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। লামা তারানাথের [তিব্বতীয় ভাষানিবদ্ধ] গ্রন্থে এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতির উল্লেখ থাকিলেও এবং বঙ্গদেশে এই জনশ্রুতির আভাস লৌকিক উপকথায় গ্রথিত রহিলেও তাহাকে কেহ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু

গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের [মালদহের অন্তর্গত খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত থাকায়, এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এইরূপে, [প্রজাশক্তির সাহায্যে] যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র উত্তরাপথে [আর্য্যাবর্ত্তে] প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার কথা এখনও বঙ্গ-সাহিত্যে যথাযোগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কথাই "গৌড়রাজমালার" প্রধান কথা। গৌড়-বিবরণের অন্যান্য ভাগে [শিল্প কলায়, বিবরণ-মালায়, লেখমালায়, গ্রন্থমালায়, জাতিতত্ত্বে, শ্রীমূর্ত্তিতত্ত্বে এবং উপাসক-সম্প্রদায়ে] যাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারও প্রধান কথা,—এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কথা ; কারণ, ইহার সকল কথাই বাঙ্গালীর কথা।

"একটি কারণে, এ সকল কথা বাঙ্গালীর নিকট যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পাল-নরপালগণের জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাঁহারা কিরূপে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা মগধবাসী, মগধের অধিপতি ছিলেন; এবং ক্রমে বঙ্গভূমিতে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, 'গৌড়েশ্বর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন,—বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের পদানত

হইয়া বাস করিত। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে পাটলিপুত্রে, দেবপালদেবের তাম্রশাসনে মুদ্গগিরিতে [মুঙ্গেরে] এবং নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনেও মুদ্গাগিরিতে "জয়স্কন্ধাবার" সংস্থাপিত থাকিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আমি নিজেও [অনেকের ন্যায়] সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, পঞ্চ-পাল-নরপাল বঙ্গভূমিতে বাস করিতেন না। বরেন্দ্র মণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইবা মাত্র, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বরেন্দ্র-মণ্ডলে সংস্থাপিত গরুড়-স্তম্ভের দ্বিতীয় শ্লোকে, ধর্ম্ম [পাল] প্রথমে পূর্ব্বদিকের অধিপতি থাকিয়া, পরে [মন্ত্রিবর গর্গের মন্ত্রণা কৌশলে] "অখিল দিকের" অধিপতি হইবার উল্লেখ আছে। তারানাথের গ্রন্থেও, প্রথমে গৌড়, পরে মগধ, বিজিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "রাম-চরিত" কাব্যে বরেন্দ্র ভূমিই পাল-নরপতিগণের "জনকভূমি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং, পাল-নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাতে আর সংশয় প্রকাশের উপায় নাই।

"পাল-নরপালগণ যদি বাঙ্গালী হইবেন, তবে তাঁহা-দিগের রাজধানী কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল? বাঙ্গলা দেশের কোন্ নিভৃত নিকেতনে বাঙ্গালীর নির্ব্বাচিত বাঙ্গালী নরপাল [গোপালদেব] রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন? কোন্ ভূমিখণ্ডে বাঙ্গালী প্রজাপুঞ্জের হৃদয় এরূপ অচিন্তিত-

পূর্ব্ব প্রজাশক্তি বিকাশের প্রশংসনীয় গৌরবে স্ফীত ও স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল? কেহ কেহ [গৃহে বসিয়াই] ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া, মীমাংসা সাধনের অন্য উপায় না দেখিয়া, অনুমান-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাল-নরপালগণের রাজধানী একস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; তাঁহারা জয়স্কন্ধাবারেই বাস করিতে ভাল বাসিতেন; যেখানে যখন জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইত, সেখানেই একটি তৎকালোচিত রাজনগর গঠিত হইয়া উঠিত।

"রাজার পক্ষে এরূপ "যাযাবর বৃত্তি" কখন কখন আনন্দপ্রদ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, রাজ্যের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। যে রাজবংশ আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল, কোনও স্থানেই তাহার স্থায়ী রাজধানী বর্ত্তমান ছিল না, এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী না হইয়া, অনুসন্ধান-সমিতি, বরেন্দ্র-মণ্ডলে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, বিবিধ রাজনগরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়াছেন।"

"বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির" পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের উল্লিখিত মন্তব্যটি পাঠ করিয়া সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধ হইতেছে যে পাল-সম্রাটগণের আদি বাসভূমি সম্বন্ধীয় তথ্যটী এখন পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট একটি অমীমাংসিত

প্রহেলিকাবৎই রহিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ও যেন কিয়ৎ পরিমাণে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" কাব্যে বরেন্দ্র-ভূমিকে রামপালদেবের 'জনকভূ" বলিয়া উল্লিখিত দেখিয়া তাহাকেই পাল-সম্রাটগণের জন্মভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরন্তু, তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ও যে "রামচরিতের" রচনা কৌশলে একপক্ষে রাবণ কর্ত্তৃক দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করা, অপরপক্ষে রাবণরূপী ভীম কর্ত্তৃক রামরূপী রামপালদেবের "জনকভূ" অধিকার করা বর্ণীত হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়াও যে বরেন্দ্র ভূমিকেই পালসম্রাটগণের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রথমতঃ—যেখানে রামপালদেব রামচন্দ্ররূপে, ও ক্ষৌণিনায়ক ভীম, রাবণরূপে বর্ণীত হইয়াছেন, সেখানে যে সীতার সহিত উপমা স্থলে, অপহৃত বরেন্দ্রভূমির সহিত, কবি কর্ত্তৃক "জনক" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরন্তু ইহা, বরেন্দ্রভূমিকে পালসম্রাটগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে আদৌ প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—রামপালদেবের কয়েক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী নবম পালসম্রাট মহীপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত (দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। যথা :—

হত সকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহু দর্পাৎ
অনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্।

নিহিত চরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাৎ
অভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥

এ স্থলে বরেন্দ্রভূমিকে মহীপালদেবের পিতৃরাজ্যই বলা হইয়াছে। সুতরাং বরেন্দ্রভূমি যে পালসম্রাটগণের আদি জন্মভূমি ছিল না ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

অপর পক্ষে,—দিনাজপুরের অন্তর্গত বাদাল নামক স্থানের গরুড়-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পালসম্রাটগণ গৌড়রাষ্ট্রের পশ্চিমদিকের কোন খণ্ড-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পরে তাঁহাদিগের গর্গ নামক ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর মন্ত্রণা কৌশলে পূর্ব্বদিকের অধিপতি হইয়া ধর্ম্মপালদেব সকল দিকের অধিপতি হইয়াছিলেন। যথাঃ—

"শাণ্ডিল্যবংশেভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্‌গোত্রে গর্গ স্তস্মাদজায়ত ॥ ১।
শক্রঃ পুরোদিশি পতির্ন দিগন্তরেষু
তত্রাপি দৈত্যপতিভির্জিত এব সদ্যঃ।
ধর্ম্মঃ কৃত স্তদধিপস্তখিলাসু দিক্ষু
স্বামীগয়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ" ॥২।

বঙ্গার্থ,—শাণ্ডিল্য বংশে বীরদেব, তদগোত্রে পাঞ্চাল, এবং পাঞ্চাল হইতে গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১। সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতেন যে, ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি ছিলেন, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, তথাপি বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও

তিনি সেই একটি দিকেও দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, আর আমি সেই পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্ম্মনামক নরপালকে সকল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।”

লামা তারানাথও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে পালসম্রাটগণ কর্ত্তৃক প্রথমে গৌড় ও তৎপরে মগধ রাজ্য বিজিত হইয়াছিল। সুতরাং গৌড় ও মগধের মধ্যবর্ত্তী রাঢ়প্রদেশ হইতেই যে পাল-সম্রাটগণের বিজয়-অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত।

যে সমুদায় ধীমান্ পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর্গ ইষ্টক, প্রস্তর, মৃত্তিকা, খণ্ডিত ও অখণ্ডিত দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্জীব পদার্থসমূহের মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাদের মুখে ভাষা ফুটাইয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা যে কি কারণে বীরপ্রসবিনী রাঢ়মণ্ডল, যাহা শূররাজগণের লীলাভূমি, যাহা কাশী-কামরূপ-কলিঙ্গ-বিজয়ী সেনরাজগণের অভ্যুদয় ক্ষেত্র, যাহা অপরিমেয় বাণিজ্যসম্ভার পূর্ণ সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নগরসমূহকে বক্ষে ধারণ করিয়া দেশের সুখ-সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত, এবং অমিত পরাক্রমশালী আগ্রহারিক, উগ্রক্ষত্রিয় বীরগণ কর্ত্তৃক যে দেশ সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ও সুশাসিত ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করিয়া আসিতেছেন ইহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

চন্দেল-রাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে, একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র হইতে রাঢ় প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের আশ্রিত কবি শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র তৎপ্রণীত “প্রবোধ-চন্দ্রোদয়”

গ্রন্থে "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই রাঢ়ভূমিই, সুজলা-সুফলা বঙ্গ-জননীর অমৃতময়ী ক্ষীরধারার অনন্ত উৎসস্বরূপ। এই অমৃত পান করিয়াই জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কাশীরাম প্রভৃতি কবিগণ সুমধুর সঙ্গীতে দশদিক আমোদিত করিয়াছিলেন। এই অমৃতের উন্মাদিনী শক্তিতেই শ্রীচৈতন্য প্রেমের বন্যায় ভারত-বক্ষ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এই অমৃত আস্বাদন করিয়াই বাঙ্গলার অন্ধকার যুগে রামমোহন, ভারতের অবিনশ্বর সম্পদ উপনিষদের সুনির্ম্মল জ্ঞানালোকে জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এই অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইয়াই নিত্যসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া যুগাবতাররূপে পূজিত হইতেছেন। সুদূর অতীত কালে বঙ্গদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষের ফলে যে "মাৎস্য ন্যায়" উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবিধান জন্য রাঢ় প্রদেশেরই একটি নির্জ্জন প্রান্তরে রমাই পণ্ডিত নামক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল; তিনি বিশ্বপ্রেমের উৎসস্বরূপ মহান বৌদ্ধধর্ম্মের "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গাচ্ছমি" এই মহামন্ত্র দ্বারা আচার অনুষ্ঠান-বহুল সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুরাতন কাঠামোতে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া যে এক অভিনব জনমনোহারী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রী৺ধর্ম্মরাজ রূপে নবম অবতার ভগবান বুদ্ধদেব ছিলেন তাহার উপাস্য দেবতা,—বর্দ্ধমানের অনতিদূরবর্ত্তী, দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদের মধ্যবর্ত্তী বল্লুকা নদীতীর ছিল তাঁহার সাধন ক্ষেত্র। বর্দ্ধমান

নিবাসী কবিগণ রচিত শ্রীধর্ম্মপুরাণ, শূন্যপুরাণ, শ্রীধর্ম্মমঙ্গলাদি গ্রন্থসমূহ ছিল—তাহার ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। বাঙ্গলার আদর্শ-ভূপাল রত্নাকরবংশ-জাত পাল-সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী, এবং তাঁহা-দিগের সামন্ত, সেনবংশীয় রাজা ও রাজ্ঞীবৃন্দ ছিলেন সেই ধর্ম্মের উপাসক-উপাসিকা ও নায়ক-নায়িকা।

আবার বঙ্গমাতার দুর্দ্দান্ত, উগ্রস্বভাব, পালিত-পুত্রগণ, শূর, পাল, চন্দেল, সেন, প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ প্রথমে এই স্নেহবক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া এবং এই অমৃত পান করিয়াই, অমিত বিক্রমে, ভারতের দিকে দিকে বাঙ্গলার বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইহা স্বপ্ন নয়—কল্পনা নয়; ইহাই বাঙ্গলার ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য।

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট চিত্তে রাঢ় প্রদেশের ও প্রাচীন গৌড়নগরের ভৌগলিক অবস্থান এবং উভয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করিলে রাঢ় প্রদেশকে প্রাচীন গৌড়-রাষ্ট্রের 'খাইবার পাশ' বা 'পাণিপথ' এবং গঙ্গানদীকে গৌড়নগরের প্রাকৃতিক পরিখা বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই রাঢ় প্রদেশ গৌড়রাষ্ট্রের সীমান্ত-রূপে এবং গঙ্গানদী গৌড়নগরের সুবিস্তৃত পরিখারূপে তাহাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিত বলিয়াই তথায় রাজধানীর স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই রাঢ় প্রদেশেই বহুবার শূর, পাল, চন্দেল, সেন প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের ও তৎপরে মোগল, পাঠান, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি যুযুৎসু জাতি সমূহের শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। শূরবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ যে অধিবাসীরূপে রাঢ়প্রদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নৈহাটি তাম্রশাসনলিপি ও কিম্বদন্তী-মূলে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু, পাল

সম্রাটগণও যে রাঢ় প্রদেশের কেন্দ্রভূমি বর্দ্ধমান হইতেই যাইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্যাপিও বিলুপ্ত হয় নাই। একটু নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহের নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

১। (ক) আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আদি-কাণ্ড রামায়ণে উগ্রক্ষত্রিয় জাতিকে, সমুদ্রকর্ত্তৃক প্রদত্ত বাইশটি খণ্ডরাজ্যের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(খ) বর্দ্ধমান নিবাসী ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থে এবং সন্ধ্যাকর নন্দী কর্ত্তৃক রচিত "রামচরিত" কাব্যে পাল-সম্রাটগণকে সমুদ্রকুলজাত ও সমুদ্র হইতে বরপ্রাপ্ত বলা হইয়াছে।

২। (ক) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক উগ্রক্ষত্রিয় জাতির কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, "**বর্দ্ধমানে রত্নাকর দক্ষিণে রাজন।**"

(খ) সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রামচরিত" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—

হরিণোপাসিতধামা বিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা।
নতভূভৃৎপংক্তিরথো গোত্র রত্নাকরেঽমুস্মিন্ ॥

অর্থাৎ, রত্নাকর গোত্রে (বংশে) ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রশংসিত-বিক্রম বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বিগ্রহপাল তদানিন্তন কালের নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন।

৩। (ক) উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে রত্নাকর-বংশ 'পাল' উপাধি দ্বারা পরিচিত।

(খ) পালসম্রাটগণও রত্নাকর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইলেও 'পাল' উপাধিভূষিত।

৪। (ক) উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের পালবংশের গৃহে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মরাজ-রূপে শ্রীশ্রী৺ ভগবান বুদ্ধদেব, প্রজ্ঞাপারমিতা দেবী, ধর্ম্মচক্র প্রভৃতি সহ শ্রীশ্রী৺ নারায়ণ শিলা, শ্রীশ্রী৺মহাদেব ও শ্রী শ্রী৺ত্রৈলক্যতারিণী মাতা প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবী পূজিত হইতেছেন।

(খ) পালসম্রাটগণ শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উপাসক হইলেও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসনলিপি সমূহে দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে (প্রীতার্থে) শ্রীশ্রী৺ নারায়ণ, শ্রীশ্রী৺ মহাদেব প্রভৃতি দেবতার পূজা অর্চ্চনার জন্য ভূমিদান করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে মহাভারত পাঠ করাইয়া, এবং গঙ্গাস্নানান্তে দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিতেছেন। ইহাই বঙ্গদেশ প্রচলিত ও পাল-সম্রাটগণের অবলম্বিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের নূতন রূপ।

৫। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সার্ব্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্মের নবীন রূপে নবীন প্রাণপ্রতিষ্ঠা রাঢ় প্রদেশের কেন্দ্রভূমি বর্দ্ধমানেই সম্পন্ন হইয়াছিল; এবং এই নবীন ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াই গোপাল-দেব গৌড়ের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন ও নিজ অভীষ্টদেবের নামানুসারে পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন 'ধর্ম্মপাল।'

৬। মহারাজাধিরাজ গোপালদেবই প্রথমে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বকালেই গৌড়-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তৎপ্রদত্ত খালিমপুর লিপির উপ-সংহারে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"অভিবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে
সম্বৎ ৩২ মার্গ-দিনানি ১২।"

এতদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে বর্দ্ধমান হইতেই মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের বিজয়-রাজ্যের জয়যাত্রার সূত্রপাত হইয়াছিল। শাসনলিপির রচয়িতা তাহারই আভাস দিয়াছেন।

৭। আজ পর্য্যন্ত পাল-সম্রাটগণের যে সমুদায় শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় বিভিন্ন প্রদেশস্থ "জয়স্কন্ধাবার" অর্থাৎ বিজিত রাজ্যস্থ সৈন্যাবাস হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল—দৃষ্ট হয়; সুতরাং সেই সেই প্রদেশে যে পাল-সম্রাটগণের পূর্ব্ববাসস্থান ছিল না তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং 'পাটলিপুত্র সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে ধর্ম্মপালদেব-কর্ত্তৃক প্রদত্ত খালিমপুর-লিপি, 'মুদ্‌গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে দেবপালদেবকর্ত্তৃক প্রদত্ত মুঙ্গের-লিপি, 'মুদ্‌গগিরি সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে নারায়ণপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভাগলপুর-লিপি, 'বিলাসপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে প্রথম মহীপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাণগড়-লিপি, 'রামাবতী নগর পরিসর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার' হইতে মদনপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত মনহল লিপি প্রভৃতি শাসনলিপি সমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে ভাগলপুর, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে এবং গঙ্গানদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী অঞ্চলে পাল-সম্রাটগণের আদি বাসস্থান ছিল না। বিশেষতঃ ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত খালিমপুর শাসন-লিপির ৪র্থ শ্লোক হইতে জানা যায় যে গোপালদেব আদৌ বাহু-বলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন নাই, পরন্তু প্রজাপুঞ্জ স্বেচ্ছায় তাঁহাকে রাজকর গ্রহণ করাইয়া ছিল। যথাঃ—

আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যট স্ততঃ॥ (৩)

মাৎস্য-ন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্ম্যা করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশি দিশামাশয়ে শ্বেতিম্না
যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥ (৪)

বঙ্গার্থঃ—যিনি বিপুল কীর্ত্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী, সর্ব্বকার্য্যে কুশল, প্রশংসনীয় সেই বপ্যট (দয়িতবিষ্ণু হইতে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩।

"মাৎস্য-ন্যায়" দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা-রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপালচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।৪।

উপরি উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে গোপালদেব কোন এক প্রদেশের বপ্যট নামক রাজার পুত্র ছিলেন, 'মাৎস্যন্যায়' দূর করিবার জন্য প্রকৃতি-পুঞ্জ তাঁহাকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পরন্তু, গোপালদেবের কোন্ মহান্ গুণের দ্বারা-আকৃষ্ট হইয়া, বা কোন্ মোহিণী মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার হস্তে রাজদণ্ড তুলিয়া দিয়াছিল; এবং তাঁহার কোন্ অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সেই পুণ্যময় রাজদণ্ড, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া, সগৌরবে ও অপ্রতিহত প্রভাবে ভারত-ক্ষেত্রে পরিচালিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ রাঢ়প্রদেশ যে পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমাবধিই তাহার অন্তর্ভূক্ত ছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য।*

১৩৪১ সালে, সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে "দিব্য-স্মৃতি-উৎসব" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অক্লান্তকর্ম্মী, স্বর্গীয় অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন,—"অষ্টম শতাব্দীতে অরাজকতা নিবন্ধন অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৌড়ীয় বীরগণ, গঙ্গারাঢ়ীয় বীরগণের জন্মভূমি হইতে সামন্তরাজ দয়িতবিষ্ণুর বংশধর গোপালের উন্নত শিরে রাজমুকুট তুলিয়া দিয়া বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।" অথচ এই রাঢ় প্রদেশে পাল-সম্রাটগণের বিজয়-অভিযানের কোন প্রমাণ নাই; বরং শ্রীধর্ম্মমঙ্গলাদি প্রাচীন বাংলা কাব্যে তদঞ্চলে সিমুলিয়ার রাজা হরিপাল, মঙ্গলকোটে রাজা গজপতি, ময়না ভুবনে রাজা কর্ণসেন প্রভৃতি রাজকুটুম্ব এবং ইন্দু, সোম, গুপ্ত, যশ, দত্ত, সেন প্রভৃতি বংশীয় জাইগিরপ্রাপ্ত সামন্তরাজগণের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এইরূপে রাঢ়প্রদেশ প্রথমাবধি পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকায়, পক্ষান্তরে তথায় পাল-সম্রাটগণের কোনও অভিযানের উল্লেখ না থাকায় রাঢ় প্রদেশের কেন্দ্রভূমি বর্দ্ধমানের "রত্নাকর" বংশ হইতেই যে গোপালদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

*বর্ত্তমান কালে অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে 'মাৎস্যন্যায়' দূর করিবার জন্য গৌড়বাসিগণ বীরপ্রসবিনী রাঢ়-ভূমির অন্যতম সামন্তনৃপতি গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। "ঢাকা সাহিত্য—পরিষদের" ইতিহাস শাখার সভাপতি মহাশয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যক "ঢাকা রিভিউ পত্রিকায়" "রামচরিত ও পালরাজগণ"-শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"দয়িতবিষ্ণু রাঢ়প্রদেশের একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন।"

(৮) বাঙ্গলার আদি কবি শ্রীকবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রচিত 'চণ্ডী'-কাব্যে বর্ণিত উপাখ্যান এই যে—কালকেতু নামক কোন ব্যাধ যুবক শ্রীশ্রীভগবতী দেবীর কৃপায় বহু ধন লাভ করিয়া অরণ্য কাটাইয়া গুজরাট রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে কলিঙ্গ-রাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ও পরে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ গুজরাট রাজ্য ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ও কলিঙ্গ রাজ্য তাহার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। সুতরাং গুজরাট নামটি কবির কল্পনা মাত্র। পরন্তু একজন ব্যাধ কর্ত্তৃক বন কাটিয়া রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে কবি পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত একটি জনশ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে বিষ্ণুপুরের অমিত পরাক্রমশালী, বিষ্ণুপুর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিশুকাল হইতে একজন বাগ্‌তির গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এবং নিজ বুদ্ধি কৌশলে বন কাটিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই এই অঞ্চল অদ্যাবধি 'বন বিষ্ণুপুর' নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী রাঢ়-কলিঙ্গ রাজ্যের সামন্ত নৃপতিগণের সহিত কালকেতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং কবির সমসময়ে, মুসলমান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তদ্রূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কাব্যে যে তৎকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উগ্রক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত বর্দ্ধমান-নিবাসী কবি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন,—

"পশুর হাজরা মন্য, খাইবে প্রজার শস্য,
হবে তুমি রাজার দুয়ারী।"

"সেনাপতি সমস্ত সামন্ত বিদ্যমান।
বীর ধরিবার তরে তুমি নিলা পান ॥"
"নিউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।"

বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে বর্দ্ধমানের পালবংশীয় মদনপালদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"নব লক্ষ ফিরে কাল ধাইল মদন পাল
ঘন ঘন ঢাল খাঁড়া লোফে।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে মুসলমান রাজত্ব কালেও উগ্রক্ষত্রিয়জাতির শৌর্য্য কাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয় নাই; সুতরাং সুদূর অতীত কালে এই পাল-উপাধিধারী 'রত্নাকর' বংশেই যে মহারাজাধিরাজ গোপালদেবের উদ্ভব হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনই যুক্তি নাই।

উপসংহার কালে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, "রামচরিতম্" রচয়িতা, পালসম্রাটগণকে "রত্নাকর বংশ" বলিয়া, তৎপরে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতিই বলিয়াছেন। যথা—

বদনগতভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজানাথঃ।
বিধিরিবধাতা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ। ১৭।

টীকা—বদন ইত্যাদি। কমলায়াঃ শ্রিয়ঃ আসনম্ আশ্রয়ঃ। শ্রীপতিঃ পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়স্তস্মাৎ সম্ভূতঃ বিধিরিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতের্বাসুদেবস্য নাভিতোহব্যবাৎ উদ্ভূতঃ। শেষং সুগমম্। উভয়ত্রাপি সমং।

বঙ্গার্থ :—রামচন্দ্র পক্ষান্তরে রামপালের মুখে সরস্বতী বাস করিতেন; তিনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও প্রজাগণের নাথ ছিলেন। বাসুদেবের নাভি হইতে উৎপন্ন ধাতার ন্যায়, তাঁহার নাভিসম্ভূত এই রাজা জগতের ধাতা ছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে বৌদ্ধপ্রভাব

জাতিতত্ত্ব আলোচনাকারী, প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেক পণ্ডিতই উগ্রক্ষত্রিয় জাতির সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং ক্ষত্রিয়োচিত সাহস ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন—ইহা আমরা দেখিয়া আসিতেছি। পরন্তু ইঁহাদিগের একটি শ্রেণীর চিরাচরিত ক্ষত্রিয়াচার এবং অন্য শ্রেণীর বর্ত্তমান শূদ্রাচার, অথচ উভয় শ্রেণীরই 'ক্ষত্রিয়' আখ্যা, ইহা পণ্ডিতগণের নিকট একটি প্রহেলিকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

পূজনীয় স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তৎপ্রণীত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' পুস্তকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের (কেবল বঙ্গদেশেরই) বর্ত্তমান কালের এমন নিখুঁত সামাজিক চিত্র পুরাণ ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, তদনুসারে তিনি রাজপুত ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান 'উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং (বৈশ্যায়াং) ক্ষত্রাদ্ভভূবতুঃ' বলিয়াছেন; কিন্তু উগ্রক্ষত্রিয়ের উল্লেখ কালে লিখিয়াছেন, জানা শ্রেণীস্থ উগ্রক্ষত্রিয়-গণ বলেন যে তাঁহারা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উগ্র (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীসম্ভূত) সেই জন্য উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, আর সুত শ্রেণী মনূক্ত, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাপত্নীসম্ভূত সন্তান, তজ্জন্য উপবীত ধারণ করেন না।

কোনও শ্রেণীস্থ কোনও উগ্রক্ষত্রিয়ের মুখে আমরা কখনও এরূপ সিদ্ধান্ত শুনি নাই। যদি কেহ কখনও এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াও থাকেন, তাহা হইলে তাহা কতদূর যুক্তিসহ, তাহা আমাদিগের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অংশগুলি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সেগুলি, কখনই পরস্পর বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিত না। আর যদি বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও "উগ্রক্ষত্রিয় সুত" ও "রাজপুত ক্ষত্রিয়" এই দুইটি জাতীয় আখ্যার "সুত" শব্দই যে "পুত্র" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ একই প্রদেশের একই গ্রামবাসী মনু বা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতোক্ত উগ্র (ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাপত্নী-সম্ভূত) যদি উগ্রক্ষত্রিয় আখ্যা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নী-সম্ভূত সন্তানগণ মনুসংহিতানুসারে ক্ষত্রিয় অথবা যাজ্ঞ-বল্ক্য-সংহিতানুসারে "মাহিষ্য" আখ্যাই গ্রহণ করিতেন। আর জানা শ্রেণীস্থ উগ্রক্ষত্রিয়গণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উগ্র হইলে, উগ্রক্ষত্রিয়সুতগণ উক্ত পুরাণ অনুসারে "নাপিত" বা "মোদক" (ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকৌ) আখ্যাই প্রাপ্ত হইতেন। একই গ্রামবাসী একই বংশোদ্ভব, একই জাতির, দুইটি শ্রেণীর উৎপত্তি-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য দুইখানি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়—ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে।

বিশ্বকোষে 'উগ্র' শব্দের যে অর্থ লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাপত্নী-সম্ভূত সন্তানগণ (জানা শ্রেণী) অনুলোম

জাত সন্তান বলিয়া তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন, আর ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ (সূত শ্রেণী) প্রতিলোমজাত সন্তান, সুতরাং উপবীত ধারণ করেন না। এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ বিশ্বকোষের এরূপ উক্তির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তিও নাই; কারণ কোন্ বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বর্দ্ধমান বিভাগে আসিয়া এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিলেন, এবং এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ কেনই বা এত অধিকরূপে ক্ষত্রিয়গণকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন, এই সমুদায় আলোচনা করিলে এরূপ উক্তি যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক পক্ষে, উগ্রক্ষত্রিয়গণ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার "উগ্রও" নহেন "সূতও" নহেন। "উগ্রক্ষত্রিয় সুত" যে ইঁহাদিগের জাতীয় আখ্যা এবং ইহারা যে "রাজপুত ক্ষত্রিয়" হইতে অভিন্ন—এ সম্বন্ধে আমরা অত্র পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে সর্ব্বোপরি প্রামাণ্য বেদ ও উপনিষদাদি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ হইতে, এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজপুত অধ্যুষিত রাজপুতানার অন্যতম ধর্ম্ম-(জৈনধর্ম্ম) শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

জাতিতত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতার আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বিশ্বকোষ-সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" নামক যে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—"বর্ণ ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে খস্‌ড়া বাহির করিয়াছেন, উহা না ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত, না বর্ত্তমান সমাজের বর্ণক্রমানুগত। যে বঙ্গীয় রাজপুতদিগকে ব্রাহ্মণের

পর ও ক্ষত্রিয়ের উপর স্থান প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা যে সঙ্কর-বর্ণ এবং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ অপেক্ষা নিম্নজাতি তাহা পরশু-রামোক্ত জাতিমালার এই বচনটি পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন।

ক্ষত্রাৎ করণ-কন্যায়াং রাজপুত্রো বভূবহ।
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগুরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

বঙ্গার্থঃ—ক্ষত্রিয় হইতে করণ-কন্যার গর্ভে রাজপুত জাতির, আর করণ হইতে রাজপুত-কন্যার গর্ভে আগুরি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

শূদ্রা-সংস্রবে করণ জাতির উৎপত্তি, সুতরাং এই করণ-কন্যার গর্ভে যখন রাজপুত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে আর ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য করা যায় না, এমন কি প্রকৃত বৈশ্য অপেক্ষা রাজপুত জাতি বংশ-মর্য্যাদায় হীন হইতেছেন।" ইত্যাদি—

বাস্তবিক পক্ষে, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম লিখিত কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে যে বিংশতি জন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রযোজক ঋষির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পরশুরাম নামক কোনও ঋষিরও উল্লেখ নাই; এই সমস্ত কারণে পণ্ডিত-গণ উক্তরূপ উদ্ভট আখ্যা-বিশিষ্ট পুস্তকগুলি "কেবল লোককে প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে"—এইরূপ মত প্রকাশ করেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও বিগত ১৩১৮ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের "এডুকেশন গেজেটে" উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—"বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত কোথাও ঐ পুস্তকের অস্তিত্ব নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে, নিতান্ত অপ্রাচীন কালে, বাঙ্গলা দেশেই উহা রচিত হইয়াছে।" এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মহাকবি কহ্লন তৎপ্রণীত "রাজতরঙ্গিনী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

শ্লাঘ্য স এব গুণবান্ রাগদ্বেষ-বহিষ্কৃতা।

ভূতার্থ-কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী ॥

পূজনীয় ৺ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড় রাজমালা" নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায়, উপর্য্যুক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করতঃ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে,—"আমাদিগের সাহিত্যে এই উপদেশ বাক্য এখনও সম্যক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।" বস্তুতঃ, এইরূপ নানা কারণে বর্ত্তমান যুগে নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিবার যোগ্যতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধন-লেখমালা" নামক গ্রন্থে "বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ, উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে মাননীয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ আগরি জাতি" ও "তেঁই আগরি দত্ত গালি" প্রভৃতি উক্তি আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি। কারণ,— উগ্রক্ষত্রিয় জাতি কেবলমাত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন নহেন, পরন্তু, এককালে যে পালরাজগণ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক একদিকে যেমন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা

উড্ডীন করিয়া সাম্য-মৈত্রীর অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই ভারত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া আসমুদ্র-হিমাচলে গৌড়রাজ্যর বিজয়গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,—সেই পালবংশ আজিও উগ্রক্ষত্রিয় সমাজেরই অন্যতম সম্ভ্রান্তবংশরূপে উগ্রক্ষত্রিয় সমাজকে গৌরবান্বিত করিতেছেন। সেই পালরাজগণের রাজত্বকালেই অনেক রাজামাত্য, রাজকুটুম্ব ও সামন্ত নৃপতি বা আগ্রহারিগণ বৌদ্ধরাজ ও বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, আজ উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের একটি শ্রেণী ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া, অতীত কালের বৌদ্ধ প্রভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

স্বর্গীয় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

"রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের যে পুথি হস্তগত হইয়াছে, সেই পুঁথির আদিকাণ্ড ১১৮৬ সনের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১১৮৭ সনের বৈশাখে সম্পূর্ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১১৮৭ সনের ৭ই পৌষ, অরণ্যকাণ্ড ১৬ই এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৭শে পৌষ সম্পুর্ণ হয়। অরণ্যকাণ্ডের শেষে লিখিত আছে ঃ—

'এই পুস্তক হইল রামকানাই হাজরার।
লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর চন্দ ভাগিনা তাহার ॥
নিবাস অম্বিকার দক্ষিণ নাখুয়া বাসাই।
ইবে বাস রাণীহাটী শিমুল নবনাই ॥'

"যাঁহার নিকট পুস্তকখানি পাইয়াছি, তাঁহার নাম পশুপতি হাজরা, তিনি সম্ভবতঃ রামকানাই হাজরার বংশধর মনে হয়। রামানন্দ ঘোষের তিরোধানের পরও তাঁহার শিষ্যাণুশিষ্যগণ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে এই অভিনব রামায়ণ গান করিতেন, এবং তজ্জন্য পরবর্ত্তীকালে নকল হইয়াছিল। নকলকারী হাজরা মহাশয় এইরূপ কোন প্র-শিষ্যের বংশধর এবং রামানন্দের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হয়, সন ১১৮৭ (১৭৮০ খৃষ্টাব্দ) বা তাহার পরও রাঢ়দেশে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং বুদ্ধাবতারে বিশ্বাস করিত। যিনি এই পুঁথি আমাকে দিয়াছিলেন তিনি আগরি। এক সময়ে বর্দ্ধমান অঞ্চলে আগরি জাতি অতি প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, রাজা বল্লাল সেনের নিগ্রহে পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃসহ মহেশ্বর দত্ত নিহত হইলে, মহেশ্বরের গর্ভবতী নারী আগরি গৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করেন, এবং তাহারই গর্ভে উবারু দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই উবারু দত্তের বংশেই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের জন্ম। আগরিরা বৌদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন, এবং তাঁহাদের ঘরে প্রতিপালিত হওয়ায় উবারু দত্ত 'তেই আগরি দত্ত গালি' বলিয়া কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত আগরিগণ আজও সমাজে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। মনে হয়, ইঁহাদের

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ আগরি জাতি,

মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রচলিত আছে। বর্দ্ধমান জেলার নানা স্থানে, কেবল ধর্ম্মপণ্ডিত ও যোগিগণের গৃহ বলিয়া নহে, আগরি, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কুলগ্রন্থ, কুলপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার আলোচনা করিলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক উপকরণ বাহির হইতে পারে। বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ এক কালে বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেও এখনও ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব রাঢ় দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও রাঢ় দেশের প্রত্যেক পুরাতন পল্লীতে ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্মঠাকুর পূজিত হইতেছেন। যেখানে যত ব্রাহ্মণ প্রভাব, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর তত হিন্দু ভাবাপন্ন। কিন্তু যেখানে এখনও ধর্ম্ম-পণ্ডিত বা ডোম-পণ্ডিতগণের কর্ত্তৃত্ব, এখনও তথায় ধর্ম্ম-ঠাকুর সাবেক ধরণেই বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম-ঠাকুর ব্রাহ্মণের নিকট, বা ধর্ম্ম-পণ্ডিতগণের নিকট যে ভাবেই পূজিত হউন, এখনও মূলমন্ত্র কোথাও পরিত্যক্ত হয় নাই। ধর্ম্ম-ঠাকুরের সেই মূলমন্ত্র এই ঃ—

> যস্যান্তো নাদি মধ্য ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়া নির্নাদং।
> নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মনি যস্য ॥
> যোগীন্দ্রের্জ্ঞানগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।
> ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্য মূর্ত্তিম্ ॥”

যুদ্ধোপজীবী উগ্রক্ষত্রিয় জাতি যে বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত পালসম্রাটগণের এবং নবীনভাবে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন, এবং তজ্জন্যই যে তাঁহাদিগের একটি শ্রেণী সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু ভগবান শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের পরম রমণীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্মাশ্রিত পালসম্রাটগণের সুদীর্ঘ রাজত্ব কালে, পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্যগণ ও জানা-শ্রেণীস্থ উগ্রক্ষত্রিয়গণ ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশের বৈদ্য ও কায়স্থগণ এবং বৈশ্য-বর্ণের বিভিন্ন শাখা,—বণিক, সদ্গোপ, তিলি, তাম্বুলি, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মোদক প্রভৃতি নামধেয় যাবতীয় জাতিই রাজকীয় ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া, উক্ত ধর্ম্মের তৎকাল প্রচলিত তাম্র-দীক্ষাদি গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব সংস্কারাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারাও সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট এবং সচ্ছূদ্র নামে অভিহিত। এই কারণেই বঙ্গের স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বর্ণের অভাব ঘোষণা করিয়া কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু, তদ্বারা তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বর্ণের লোকাভাব প্রচার করেন নাই, তাঁহাদিগের ক্রিয়াহীনতার জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে—এই কথাই বলিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী কালে, যদিও কোনও জাতি বল্লালসেনের অবিমৃষ্যকারিতা, কোনও জাতি তাঁহার ডোম-কন্যা বিবাহ করা, প্রভৃতি অসম্ভব উপাখ্যান-সমূহ রচনা করিয়া, তৎসমুদায়কেই তাঁহাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কা-রাদি পরিত্যাগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকেন, তথাপি, একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে বঙ্গদেশের এই সার্ব্বজনীন উপনয়ন-সংস্কারহীনতার কারণ যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই অপ্রতিহত প্রভাব, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই বিভিন্ন প্রকারের দীক্ষাপদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রতীক দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন—শ্রীগুরু নানক-প্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মে দীক্ষার নাম "অমৃৎ-(অমৃত) দান," এবং প্রত্যেক দীক্ষিত শিখ লৌহবলয়, কঙ্খা (চিরুনি), চক্র, কচ্ছ, কৃপাণ, ও কেশ প্রভৃতি ধারণ করিতে বাধ্য; শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষার অঙ্গ—মালা, তিলক প্রভৃতি; তদ্রূপ ৺রামাই পণ্ডিতকর্ত্তৃক যে ভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে শালগ্রাম-শিলার ন্যায় ধর্ম্ম-শিলার উপাসনা ও মন্ত্রপূত তাম্র-বলয় ও তাম্র-অঙ্গুরীয় ধারণ প্রভৃতিই দীক্ষার অঙ্গ ছিল। ৺রামাই পণ্ডিত সেই পদ্ধতিতেই নিজ পুত্র ধর্ম্মদাসের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা ৺ময়ুর ভট্ট বিরচিত ও সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীধর্ম্মপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"শূন্য হতে স্বয়ং কহিছে নিরঞ্জন।
রামাই আদি মুনিগণ করহ শ্রবণ॥
তাম্রসূত্র ধর্ম্মদাসে দেহ সকলেতে।
নতুবা পড়িবে সবে ধর্ম্মের কোপেতে॥
স্থাপিত পণ্ডিতবংশ ধর্ম্মপূজা তরে।
পাঠাইনু ধর্ম্মদাসে অবনী মাঝারে॥
তাই কহি মুনিগণ না করিহ আন।
ধর্ম্মদাসে তাম্রসূত্র কর সবে দান॥

*　　*　　*

এত বলি ধর্ম্মরাজ চলিল স্বস্থানে।
শুনিয়া বিস্ময় হইল যত মুনিগণে॥"

তৎপরে, উপনয়ন-সংস্কারের অনুরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠানাদির পর, ধর্ম্মদাসের সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইলে,—

"ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিল রামাই পণ্ডিত।
সোমশ্র ঋষির কাছে হইল দীক্ষিত॥"—(পৃঃ ৭৫-৭৭)

দীক্ষান্তে রামাই পণ্ডিত ধর্ম্মদাসকে বলিলেন,—

"নগরে নগরে ভ্রমি,　　বিতরহ শিলা তুমি,
জাতিভেদ কিছুমাত্র নাই।
দান করি তাম্রবালা　　শিখাবে পূজিতে শিলা,
কোন দোষ ঘটিবে না তায়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি,　　সকলে দানিবে বিধি,
ধর্ম্মশিলা করিয়া অর্পণ।
বাগ্‌দি হাড়ি মুচি ডোম,　　সকলে শিখাবে ক্রম,
তাম্রবালা করাবে ধারণ"—(পৃঃ ৮১)

তৎপরে,—

"ধর্ম্মদাস পিতৃকাছে উপদেশ পেয়ে।
নগরে নগরে ভ্রমে শিলা বিতরিয়ে॥
আপনি তাম্রের বালা করিয়া শোধন।

সকল জাতিকে তাহা করয়ে অর্পণ ॥
শিলা আর বালা দান করে সকলেরে।
তাম্র দিতে জাতিভেদ কিছু নাহি করে ॥
কিছু মাত্র জাতিভেদ না করি বিচার।
শিখায় সকল জেতে পদ্ধতি প্রচার ॥
সদ্‌গোপ কৈবর্ত্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি ॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালা মালিকর।
নাপিত রজক তুলে আর শঙ্খধর ॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগ্‌দি মেটে নাহি ভেদ জাতি ॥
স্বর্ণকার সুবর্ণ বণিক কর্ম্মকার।
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার ॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পড়িল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা ॥
এইরূপে নানাদেশে করিয়া ভ্রমণ।
ধর্ম্মদাস ধর্ম্মশিলা করে বিতরণ ॥”

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যুদ্ধোপজীবী সামন্তনৃপতি ও আগ্রহারী উগ্রক্ষত্রিয় জাতির একটি শ্রেণী বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত পাল-সম্রাটগণের, এবং বর্দ্ধমান অঞ্চলেই নববাবে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের

প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু, উক্ত শ্রীধর্ম্মপুরাণের উক্তি হইতে আরও একটি তথ্য অবগত হওয়া যাইতেছে যে উক্ত পুরাণ রচনাকালে উগ্রক্ষত্রিয়গণ তন্নামেই পরিচিত ছিলেন, এবং 'আগরি বা আগুরি' নামে কোনও জাতীয় আখ্যা প্রচলিত ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আদর্শ ভূপাল পাল-সম্রাটগণের ধর্ম্ম ও রাজনীতি।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জড়-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি, এবং জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তাহার কল্পনাতীত প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা মনে করিতেছি যে মানবজাতি, বুঝি যুগান্তরের পৌরাণিক কাহিনীকে প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করিয়া নর-দেহেই দেবতার আসন অধিকার করিয়াছে। পরন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে জড়-বিজ্ঞানের এই সমুদায় আবিষ্ক্রিয়া মানবজাতির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দেবত্বকে খর্ব্ব করতঃ হিংস্র জীবের পরপীড়ন প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করিয়া জগতের অকল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইতেছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্ক্রিয়া যেন লক্ষ লক্ষ নরমেধ

যজ্ঞেরই এক একটি উপকরণ। পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নতিশীল জাতিই বিপুলভাবে এই যজ্ঞেরই আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরাধীন, পরপদদলিত ভারতবর্ষেও আজ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের তাণ্ডবলীলাই সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারই যেন বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার চরম নিদর্শন। কোনও দেশের এইরূপ পরিস্থিতিকে সংস্কৃত ভাষায় "মাৎস্য-ন্যায়" নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যেও একবার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষের ফলে এইরূপ "মাৎস্য-ন্যায়" প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন গৌড়বাসিগণ তাহার প্রতিবিধান জন্য মহারাজ গোপালদেবকে স্বেচ্ছায় গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেশের তৎকালীন অবস্থায়, এই গোপালদেব ও তদ্বংশীয় সম্রাটগণের ধর্ম্ম ও অনুপম রাজনীতি—প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ নিদর্শন স্বরূপে—পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিবে এই আশায় আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিব।

পাল-সম্রাটগণ শ্রীশ্রী৺ ভগবান বুদ্ধদেবের উপাসক ছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেক শাসন-লিপির প্রথমেই তাঁহাদিগের ইষ্টদেবের বন্দনা করা হইয়াছে—দৃষ্ট হয়। পরন্তু, তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতাই যেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মের একটি অঙ্গ ছিল, এবং ইহাই যেন তাঁহাদিগের বংশের গৌরব স্বরূপ ছিল। মহারাজ দেবপালদেব তাঁহার মুদ্গগিরি-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে বীহেকরাত মিশ্রকে প্রদত্ত শাসন-

লিপিতে, তাঁহার পিতৃদেব মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক সকলকে স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করা, এবং এইরূপ পুত্র লাভ করিয়া ধর্ম্মপালদেবের পিতা মহারাজ গোপালদেব স্বর্গস্থ পিতৃপুরুষগণের ঋণজাল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন —এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথাঃ—

"শাস্ত্রার্থভাজা চলতোঽনুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে।
শ্রীধর্ম্মপালেন সুতেন সোঽভূৎস্বর্গস্থিতানামনৃণঃ পিতৃণাম্।"৫।

মহারাজ দেবপালদেবও এই শাসনলিপি দ্বারা একজন বেদার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ দেবপালদেব যে কেবল সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেই চেষ্টা করিতেন, তাহা নহে; পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভোগার্চ্চনা প্রভৃতির জন্য ভূমি-দানাদি দ্বারাও সাহায্য করিতেন। যথা ঃ—

"পাটলিপুত্র-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজ-শ্রীগোপালদেব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মপালদেবঃ কুশলী

* * * * * *

মতমস্তু ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি-শ্রীনারায়ণবর্ম্মণা-দূতক-যুবরাজ-শ্রীত্রিভুবনপাল মুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ যথাঽস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যান্দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিত-ভগবন্নন্ন-নারায়ণ-ভট্টারকায় তৎপ্রতিপালক-লাটদ্বিজ-দেবার্চ্চকাদি-পাদমূল সমেতায় পূজোপ-

স্থানাদি-কর্ম্মণে চতুরো গ্রামান্ অত্রত্য-হট্টিকা-তলপাটক-সমেতান্ দদাতু দেব ইতি।"

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে বুদ্ধ-গয়াধামের সুবিখ্যাত মহাবোধি মন্দিরের দক্ষিণে সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম একখানি প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হন। তাহার বামভাগে একটি লিপি এবং দক্ষিণভাগে বিষ্ণু, সূর্য্য ও আর একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই প্রস্তর-লিপিতে লিখিত আছে যে ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যাব্দের ষড়্‌বিংশতি-তম বর্ষে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শনিবার উজ্জ্বল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব কর্ত্তৃক একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত মহাবোধি নামক বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে শৈব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পালরাজগণের সকল ধর্ম্মের প্রতি সম-দৃষ্টিরই পরিচয় দিতেছে। তদ্‌ যথা—

"চম্পে শায়তনে রম্যে উজ্জ্বলস্য শিলাভিদঃ।
কেশবাখ্যেন পুত্রেণ মহাদেবশ্চতুর্ম্মুখ ॥ ১ ॥
শ্রেষ্ঠানামেব গল্লানাং মহাবোধি নিবাসিনাং।
স্নাতকম্প্রজায়স্ত শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ ॥ ২ ॥
পুষ্করিণ্যত্যগাধা চ পূতা বিষ্ণুপদীসমা।
ত্রিতয়েন সহস্রেণ দ্রম্মাণাং খানিতা সতাং ॥ ৩ ॥
ষড়্‌বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে মহীভুজি।
ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং সুনো র্ভাস্করস্যাহনি ॥" ৪ ॥

ভাগলপুরে প্রাপ্ত, মহারাজাধিরাজ নারায়ণপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত

হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চ্চনার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাশ্রিত পরমসৌগতো পালসম্রাটগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান, বিশেষতঃ জগদ্বিখ্যাত মহাবোধি নামক বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রে শৈব মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহা-দিগের সহানুভূতি লক্ষ্য করিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া থাকেন। পরন্তু, পাল-সম্রাটগণ ভগবান্ শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের একনিষ্ঠ উপাসক হইলেও তাঁহারা সেই উপাস্য দেবতার প্রীতি কামনাতেই ভক্তি সহকারে সর্ব্বপ্রকার দেব-দেবীর অর্চ্চনা এবং হিন্দু শাস্ত্রসম্মত নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। বাণগড় নামক স্থানে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ প্রথম মহীপালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসনলিপিতে দৃষ্ট হয় যে তিনি বিষুব সংক্রান্তির দিন যথাবিধি গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন। যথা—

"বিলাসপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজ শ্রীবিগ্রহপালদেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ মহাভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমন্মহীপালদেবঃ কুশলী শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কোটীবর্ষবিষয়ে গোকলিকা-মণ্ডলান্তঃপাতী স্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তলোপেত চূটপল্লিকাবর্জ্জিত-কুরট-পল্লিকা-গ্রাম * * * চবটিগ্রাম-বাস্তব্যায় ভট্টপুত্র হৃষিকেশ পৌত্রায় ভট্টপুত্র মধুসূদনপুত্রায় ভট্ট পুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মণে বিষুব-সংক্রান্তৌ বিধিবৎ গঙ্গায়াং স্নাত্বা শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।"

দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি-গ্রামে প্রাপ্ত, মহারাজাধিরাজ মদন-

পালদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি শাসনলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার পট্টমহিষী চিত্রমতিকা দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ত মহা-ভারত পাঠ করাইয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণাস্বরূপ বিজয়-রাজ্যের অষ্টম সম্বৎসরে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মদনপালদেব কর্ত্তৃক শ্রীরামাবতী-নগর-পরিসর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামিশর্ম্মাকে শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্ত-র্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের অন্তঃপাতী হলাবর্ত্ত-মণ্ডলে ভূমি দান করা হইয়াছিল। যথা—

"ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং মাতাপিত্রো-রাত্মনশ্চ পুণ্য-যশোভিবৃদ্ধয়ে কৌৎস-সগোত্রায় শাণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভূষণ সব্রহ্মচারিণে সামবেদান্তর্গত-কৌথুমশাখা-ধ্যায়িনে চম্পাহিট্টীয়ায় চম্পাহিট্টী বাস্তব্যায় বৎস-স্বামি-প্রপৌত্রায় প্রজাপতিস্বামি-পৌত্রায় শৌনকস্বামি-পুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বরস্বামি-শর্ম্মণে পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকয়া বেদব্যাস-প্রোক্ত-প্রপাঠিত মহাভারতসমুৎসর্গিত-দক্ষিণাত্বেন ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।"

বারানসীর নিকটবর্ত্তী সুবিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্র সারনাথে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে ক্ষোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১০৮৩ সম্বতে মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব বারানসী ধামে ঈশান-চিত্র-ঘণ্টাদি শতকীর্ত্তিরত্ন (নবদুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি) নির্ম্মাণ করাইয়া-

ছিলেন, এবং ধর্ম্মরাজিকার (বৌদ্ধস্তূপ) জীর্ণসংস্কার ও গন্ধকূটী নূতন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যথা :—

"ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকার যৎ ॥২।
সফলীকৃত পাণ্ডিত্যৌ বোধাব-বিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং ॥৩।
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকূটীং।
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্ ॥৪।

আমাদের দেশে যথাবিহিত ভাবে ইতিহাস লিখিবার প্রদ্ধতি প্রচলিত না থাকিলেও, পাল-সম্রাটগণের রাজত্বকালে তাঁহাদিগের প্রদত্ত এবং অন্যান্য শাসনলিপি ও বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন কাব্যাদি হইতে আমরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত সুস্পষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। তাঁহারা স্বয়ং পরম কারুণিক শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উপাসক হইয়াও তৎকাল প্রচলিত সকল ধর্ম্মের প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, এবং সকলকেই স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য প্রচুর ভূম্যাদি দান করিতেন; এমন কি, তাঁহারা স্বয়ং ও যথাবিধি গঙ্গাস্নান করিয়া ও মহাভারতাদি পৌরাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা-স্বরূপ ভূমিদান করিতেন। মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব বারানসী ধামে চিত্র-ঘণ্টাদি শতকীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমুদায় ধর্ম্মকার্য্য তাঁহারা শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে, এবং মাতা, পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশঃবৃদ্ধির কামনায় সম্পন্ন করিতেন। মহারাজা-

ধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বকাল হইতে মহারাজাধিরাজ মদনপালদেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা পুরুষাণুক্রমে এইরূপ উদার ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যতিগণের প্রতি ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের প্রতি তুল্যরূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বলিতে হয় যে তাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দু-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারেই সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমদর্শী থাকিয়া, নিজ অভীষ্টদেব নবম অবতার শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি।

ধর্ম্মসম্বন্ধে পালসম্রাটগণের এইরূপ উদারতা ও সার্ব্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্য-গঠন, পরিচালন ও পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বিশ্বাসপরায়ণ বর্ণ-হিন্দুগণের আচার, ব্যবহার ও সংস্কারাদির বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত উৎপাদন না করিয়া তাঁহারা বিশ্বপ্রেমের উৎস স্বরূপ সার্ব্বজনীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্য ও মৈত্রীর অভয় বাণী বাঙ্গালার আচণ্ডাল হরিজনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যে কেবল আত্মসম্মানই জাগ্রত করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা তাহা-দিগকে স্বধর্ম্মী প্রেমে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশে একটি অপরিমেয় ও অজেয় রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; সুতরাং এই নীতি যে তাঁহাদিগের রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরি-চায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

সার্ব্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পররাজ্য আক্রমণ করিয়াও পাল-

রাজগণ পরাজিত রাজন্যবর্গের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা দেবপালদেবের মুঙ্গের লিপির ৮ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। যথা —

"তৈ স্তৈর্দ্দিগ্বিজয়াবসান-সময়ে সম্প্রেষিতানাং পরৈঃ
সৎকারৈরপনীয় খেদমখিলং স্বাং স্বাং গতানাং ভুবম্।
কৃত্যন্তাবয়তাং যদীয় মুচিতং প্রীত্যা নৃপাণামভূৎ
সোৎকণ্ঠং হৃদয়ং দিবশ্চ্যুতবতাং জাতিস্মরাণামিব ॥৮।"

অর্থাৎ—সেই নরপতি (ধর্ম্মপালদেব) দিগ্বিজয় ব্যাপারের অবসানে, উৎকৃষ্ট পুরস্কার বিতরণ দ্বারা পরাজিত ভূপালবৃন্দের চিত্তক্ষোভ বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব ভবনে গমন করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলে, ভূপালবৃন্দ স্ব-স্ব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যে সময়ে সমুচিত কার্য্যকলাপের চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্মর মানবের হৃদয়ের ন্যায় প্রীতিভরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিত।

অমিত পরাক্রমশালী পাল-সম্রাটগণের যুদ্ধক্ষেত্রে শূরত্ব, ধর্ম্মে উদারতা ও প্রজাপালনে বাৎসল্যভাব তাঁহাদিগকে মহামানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তৎকালে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে গীত হইত, এবং তজ্জন্যই অদ্যাবধি "মহীপালের গীত" বঙ্গদেশে প্রবচনরূপে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মপালদেবের লোকপ্রিয়তা খালিমপুর-লিপির ১৩শ শ্লোকে নিম্ন-লিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

"গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্ব্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপনং মানপৈঃ

লীলা-বেশ্মানি পিঞ্জরোদর-শুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিবলিতা-নম্রং সদৈবাননং ॥১৩॥"

বঙ্গার্থঃ—সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণ কর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক, গৃহ-চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়-স্থানে বণিকসমূহ কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। বিজাতীয় শাসন-যন্ত্রের শোষণ-নীতির ফলে রাজরাজেশ্বরী ভারত-মাতার অস্থি-কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে। তদুপরি সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক ভেদ-নীতির বিষাক্ত বায়ুর দ্বারা তাহার আকাশ-বাতাস কলুষিত। যে সমুদায় গলিত-নখ-দন্ত ভারত-সন্তান এখনও স্থানে স্থানে পবিত্র রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারাও রাজধর্ম্ম পালনের পরিবর্ত্তে সার্ব্বভৌম শক্তিরই অনুকরণে তৎপর। শ্রীভগবানই জানেন ভারতের অদৃষ্টে "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উগ্রক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেন-রাজগণ।

ভগবান শ্রীশ্রী৺ বুদ্ধদেবের উপাসক ও সার্ব্বজনীন বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত শ্রদ্ধাশীল পালসম্রাটগণ, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোনও শাসন-লিপিতেই তাঁহাদিগের জাতি বা বর্ণের বিন্দুমাত্র আভাস প্রদান করিয়া জাত্যভিমান প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত কমৌলি-লিপি হইতে, এবং রাজপুত রাজকন্যাগণের সহিত তাঁহাদিগের বিবাহাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত-ক্ষত্রিয় বলিয়া আমরা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি।

অপর পক্ষে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান কালে, পালসম্রাটগণের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হইলে বঙ্গদেশে যে সেন-রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক শাসন-লিপিতেই তাঁহারা যেন আকুল আগ্রহে তাঁহাদিগের জাতি, বর্ণ প্রভৃতি নানাভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, তদ্দারা তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বলিয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু, মহারাজাধিরাজ বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া-লিপিতে সামন্তসেনকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম" বলিয়া উল্লেখ করায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পক্ষে যেন একটি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর কিলহর্ণ সাহেব ইহার অর্থ করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের শিরোমাল্য।" "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির" ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও সেনরাজগণের শাসন-লিপি সমূহের (Inscriptions of Bengal) সম্পাদক স্বর্গীয় ননিগোপাল মজুমদার মহাশয় উক্ত পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—

In verse 5 of the present record he is called "Brahmakhatriya kulasiradama" which ephithet could not be correctly interpreted by Professor Kielhorn. He translated it as "The head-garland of the class of Brahmanas and Kshatriyas." The correct interpretation of this expression was first suggested by Professor D. R. Bhandarkar, whose translation 'the head-garland of Brahmakshatri caste' was accepted by Vincent A. Smith. It thus appears that the Senas belonged to the Brahmakshatri caste, a fact which is of considerable significance.

He shows that no less than five royal families were designated "Brahmakshatri." The term was applied to those who were Brahmanas first and became Kshatriyas afterwards—i. e., those who exchanged their priestly for martial pursuits."

অনুবাদ—"পঞ্চম শ্লোকে তাঁহাকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয় শিরোদাম" বলা হইয়াছে। অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের শিরোদাম বলিয়া তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডি, আর, ভাণ্ডারকর ইহার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতির শিরোমাল্য বলিয়া তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে

সেনবংশ "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" জাতি ছিলেন এবং এ বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

"তিনি দেখাইয়াছেন যে অন্যূন পাঁচটি রাজবংশ এইরূপে ব্রহ্মক্ষত্রিয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন,—অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণের বৃত্তির পরিবর্ত্তে সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।"

উল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর—যাঁহাদিগের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুচিন্তিত গবেষণার ফলে, নানা প্রদেশের পুরাতত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী জগতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বিন্দুমাত্র অনাস্থা প্রদর্শন করা, নিতান্ত অশোভন—তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে, বেদ-পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত বিবরণ, লোকসমাজে চিরপ্রচলিত বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সমীচীন নহে। অতএব, আমরা পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি আমাদিগের উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক আমাদের বক্তব্য নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

আলোচ্য শিলা-লিপিখানির প্রথম শ্লোকে পঞ্চানন শিবের এবং দ্বিতীয় শ্লোকে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের বন্দনা করতঃ হরি-হরের লীলা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে চন্দ্রশেখর শিবের ললাটস্থ চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, চতুর্থ শ্লোকে তদ্বংশে পরাশর পুত্রের (ব্যাসদেবের) রচিত শ্লোক সমূহ (মহাভারত) যাঁহাদের গুণ-কীর্ত্তনে পবিত্র হইয়াছে, সেই দাক্ষিণাত্যবাসী বীরসেন ও অন্যান্য রাজগণের জন্ম বলা হইয়াছে। যথা—

"বংশেতস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্যক্ষৌণী-

ন্দ্রৈর্ব্বীরসেন-প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে। যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সুক্তিমাধ্বীকধারাঃ পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসর-প্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥৪॥ তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"

সেনরাজগণের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" আখ্যার শাস্ত্র ও ইতিহাস-সম্মত অর্থ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে, উক্ত শিলালিপিরই ১৬শ শ্লোকটিতে দেখিতেছি যে মহারাজ বিজয়সেনের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

"গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তাননেন প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা। ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥১৬॥"

বঙ্গার্থ—তাঁহার কর্ত্তৃক, কত যুদ্ধনিরত রাজা প্রত্যহ হত বা পরাজিত হয়, তাহা কে গণনা করিবে? এই পৃথিবীতে তিনি (বিজয়সেন) কেবল চন্দ্রদেবেরই 'রাজা' আখ্যা সহ্য করেন, কারণ চন্দ্রদেবই তাঁহার আদি পুরুষ।"

২৪ পরগণান্তর্গত বারাকপুরে মহারাজ বিজয়সেনের প্রদত্ত আর একখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার প্রথম শ্লোকে শ্রীশ্রী৺ ধূর্জ্জটি—যাঁহার মস্তকস্থ গঙ্গাজলে খেলা করিতে করিতে কার্ত্তিকেয় ও গণেশ অর্দ্ধচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়া শৈবালমধ্যে শফরী মনে করিয়া আকর্ষণ করিতেছিলেন দেখিয়া যিনি হাস্য করিতেছিলেন, তাঁহার—আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হইয়াছে। তৎপরে,

দ্বিতীয় শ্লোকে সেই লক্ষ্মীশ্বরের চক্ষুস্বরূপ ও পার্ব্বতীনাথের শিরোভূষণ চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্ত্তন করতঃ তৃতীয় শ্লোকে তদ্বংশে রাজপুত্র (রাজপুত)-গণের জন্ম বলা হইয়াছে। যথা,—

"তদ্বংশে রাজহংসচ্ছদ-বিশদ-যশঃকৌমুদীমুদ্গিরন্তঃ খেলন্তঃ ক্ষ্মাধরাণামুপরি কর-সমারোপ-সীমন্তিতাশাঃ। সীমানঃ পুণ্য-রাশেরমৃতময়-কলামণ্ডলাভোগবন্তঃ কুর্ব্বন্তঃ শ্চন্দ্রলীলামবনিতল ভুজো রাজপুত্রা বভূভুবঃ ॥৩॥"

তৎপরে, চতুর্থ শ্লোকে, সামন্তসেনকে ক্ষত্রিয়গণেরই শিরোভূষণ বলা হইয়াছে। যথা—

"তেষাং বংশে বভূব প্রভুরুভয়-কুল-প্রৌঢ়ি সম্পদ্গুণানামুত্তং সঃ ক্ষত্রিয়াণা-মধন-জনমনশ্চাতকানাম্পয়োদঃ।"

ইহার সপ্তম শ্লোকে বিজয়সেন কর্ত্তৃক শূরবংশীয়া বিলাসদেবীকে বিবাহ করা, এবং অষ্টম শ্লোকে বল্লালসেনকে "ক্ষত্রাণামাতপত্রং" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে; যথা,—

"অভবদ্বিলাসদেবী শূরকুলাম্বোধি-কৌমুদী তস্য নয়ন-যুগ-মঞ্জু খঞ্জন-বিহার-কেলিস্থলী মহিষী ॥৭॥

ক্ষত্রাণামাতপত্রং কনকগিরি-শিরোবর্ত্তিমার্ত্তণ্ডতেজাঃ শশ্ব-দ্বিশ্বস্বিলিম্পন্নজরপুরধুনী ফেনপুঞ্জৈর্যশোভিঃ। জাতস্তস্মাদ-মুষ্যান্মনসিজ-রজনীজানি-সৌন্দর্য্য-সারঃ শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ সুরগুরু-ধিষণাকামুকীকামকান্তঃ ॥৮॥"

মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক সম্পাদিত একখানি তাম্র-লিপি কাটোয়ার সন্নিকটস্থ নৈহাটি গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের বর্ণনা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, দ্বিতীয় শ্লোকে মহাদেবের ললাটস্থ চন্দ্রদেবের বর্ণনা ও তাঁহার বিজয় প্রার্থনা, এবং তৃতীয়টিতে সেই চন্দ্রদেবের বংশে রাজপুত-গণের উৎপত্তি ও তাঁহাদিগের দ্বারা রাঢ়প্রদেশ অলঙ্কৃত হওয়া, তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠা, সদাচার ও শরণাগতগণকে আশ্রয় প্রদানাদি গুণের উল্লেখ আছে।

এই তাম্র-শাসনলিপিতে সেন-রাজগণের বংশ পরিচয় ব্যতীত তাঁহাদিগের বঙ্গদেশস্থ উপনিবেশের স্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকায়, ইহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। বস্তুতঃ, পাল-রাজগণের জাতি এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের আদি উপনিবেশ সম্বন্ধে যেমন লোকে নানাবিধ মত প্রকাশ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই তাম্র-শাসনখানি আবিষ্কৃত হওয়ার পর, সেন-রাজগণ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন ভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা ইহা হইতে কয়েকটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যা নিরূঢ়িপ্রৌঢ়াং রাঢ়া-মকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ। শশ্বদ্বিশ্বাভয় বিতরণ স্থূল-লক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত-বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥৩॥

তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধিকল্পান্তসূরঃ কীর্ত্তিঃ-জ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্য-সিদ্ধি-প্রতিষ্ঠা-শ্রীশৈলঃ সত্য-শীলো নিরুপধি-করুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥৪॥

তস্মাদজনি বৃষধ্বজ-চরণাম্বুজ-ষট্‌পদো গুণাভরণঃ।
হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ—প্রলয়হেমন্তঃ" ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (চন্দ্রদেবের) সুসমৃদ্ধ বংশে রাজপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে **রাঢ়-প্রদেশ** অপূর্ব্ব সদাচার ও মহত্ত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল, তাঁহারা সেই **রাঢ়প্রদেশকে** অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নিয়ত বিশ্বের কল্যাণকামনা ও আশ্রিত-বাৎসল্যের জন্য তাঁহাদের যশঃ তরঙ্গে দিগন্ত বিধৌত হইয়াছিল।৩।

তাঁহাদের বংশে পরাক্রান্ত সামন্তসেনদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি, তাঁহার শত্রুগণের অপরিমেয় সৈন্য বাহিনীর নিকট প্রলয়কালিন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মিত্রবর্গের নিকট উজ্জ্বল কৌমুদীচ্ছটায় মনোমুগ্ধকারী কুমুদিনীকুলের আনন্দহিল্লোল বিধানকারী শরৎ চন্দ্রের ন্যায়, এবং চিরানুগত মিত্রগণের মনোরাজ্যে বিজয়লাভের নিশ্চয়তা বিধানে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও সদাচারের পথানুসরণ করিতেন, এবং তাহার হৃদয় অকপট অনুকম্পার আবাসস্থল ছিল।৪।

তাঁহা হইতে হেমন্তসেনদেব জাত হইয়াছিলেন। তিনি বৃষধ্বজের চরণে মধুকরের ন্যায় আকৃষ্ট ও অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার গুণাবলিই তাঁহার একমাত্র ভূষণ ছিল, এবং তিনি, তাঁহার সরোবরের ন্যায় বিশাল অরাতি-পুঞ্জের নিকট প্রলয়কালিন হেমন্তের ন্যায় ছিলেন।৫।

মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন-লিপি সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মাধাইনগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে হর-গৌরীর বর্ণনা ও পঞ্চানন শিবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষীরোদ সমুদ্রোত্থিত চন্দ্রদেবের বর্ণনা ও তৃতীয় শ্লোকে তদ্বংশজাত রাজগণ ত্রিভুবন বিজয়ী ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া চতুর্থশ্লোকে পুরাণ-প্রখ্যাত বীরসেনের (পুণ্যশ্লোক নলরাজার পিতার) বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়গণের কুলশিরোদাম সামন্তসেনের জন্ম বলা হইয়াছে। যথা—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"

ইহার ষষ্ঠ শ্লোকের শেষাংশ বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া-লিপির শেষাংশের অনুরূপ। যথা—

"অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশিরস্মাৎ সমরবিস্থগরাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ। ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ।"

নবম শ্লোকে, মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক রাজপুত রাজকন্যা চালুক্য-বংশীয়া রামদেবীকে মহিষীরূপে প্রাপ্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচালুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা। তস্যা প্রিয়াভূদ্বহমানভূমিলক্ষ্মীপৃথিব্যোরপি রামদেবী। . . . . .

এই শাসন-লিপিখানির অপর পৃষ্ঠায় গদ্যাংশে মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনকেও "পরমদীক্ষিত-পরম-ব্রহ্মক্ষত্রিয়-সুমেরু" বলা হইয়াছে। যথা—

"পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনদেব-পাদানুধ্যাত-শ্রীবিক্রমস্থবীরচক্রবর্ত্তিসার্ব্বভৌম·········সোমবংশ-প্রদীপরাজ প্রতাপনারায়ণ-পরমদীক্ষিত-পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়-সুমেরু ··· ··· ··· শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব"—ইত্যাদি।

মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত, রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া গ্রামে একখানি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে একখানি এবং দিনাজপুর জেলান্তর্গত বালুরঘাট মহকুমার অধীন তর্পণদীঘি নামক সুবৃহৎ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার কালে একখানি, তাম্রশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তিনখানি লিপিরই ১ম হইতে ৭ম শ্লোকগুলি একই প্রকার। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে, মহর্ষি অত্রির ধ্যানপ্রসূত ওষধিনাথের (চন্দ্রদেবের) বংশে সেনবংশের উদ্ভব বলা হইয়াছে। যথা—

"আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ। যস্যাগী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগত্যত্রিধ্যান-পরম্পারাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ॥২॥ সেবাবনম্র-নৃপকোটি-কিরীটরোচির-ম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ। তেজোবিষ জ্বর মুষো দ্বিষতাম-ভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধি-নাথবংশে ॥৩॥

সেন-রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত শাসন-লিপিসমূহের উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই আপনাদিগকে মুক্তকণ্ঠে মহাভারতপ্রোক্ত চন্দ্রবংশীয় বীরসেনের বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং রাজপুত-ক্ষত্রিয়বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা তাঁহাদিগকে রাজপুত শ্রেণীস্থ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং "ব্রহ্মবাদী স ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" অর্থে সেনবংশের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা, "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির" প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় সমীপে আমাদিগের প্রেরিত একখানি নিবেদন পত্রে সঙ্ক্ষেপে নিবেদিত হইয়াছে; সহৃদয় পাঠকবর্গের গোচরার্থে উক্ত নিবেদন পত্রখানির সম্পূর্ণ অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"অশেষগুণালঙ্কৃত মহারাজকুমার
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্, এ,
মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

মহাত্মন্,

গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ রাজপুত জাতির ইতিহাস আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে যে সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "The Origin of the Rajpoot Kshatriyas" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আজ যে কারণে এই সামান্য পুস্তিকাখানি আপনার শ্রীকরকমলে

অর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি তাহা এই যে, আপনার প্রতিষ্ঠিত ও পৃষ্ঠপোষিত "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ননিগোপাল মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "Inscriptions of Bengal" নামক গ্রন্থে বাঙ্গলার শেষ রাজবংশের, অর্থাৎ সেন-বংশের জাতি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন করিবার আছে। পরন্তু, ইহাকে "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির" সভ্যশ্রেণীভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের প্রতিকূল আলোচনা মনে না করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজিজ্ঞাসা মনে করিয়া, আমার যাবতীয় ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

"Inscriptions of Bengal" পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেওপাড়ায় প্রাপ্ত বিজয়সেনের শাসনলিপির আলোচনা প্রসঙ্গে, সেনবংশের জাতির কথা আলোচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর Kielhorn সাহেব "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" অর্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শিরোভূষণ বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় "ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি" বলিয়াছেন; এবং এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, Those who were Brahmans first and became Kshatriyas afterwards, i, e, those who exchanged their priestly for martial pursuits. পণ্ডিতপ্রবর মজুমদার মহাশয় এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাণ্ডারকর মহাশয়ের "প্রথমে ব্রাহ্মণ তৎপরে ক্ষত্রিয়" এবং "ক্ষত্রিয় বৃত্তির সহিত ব্রাহ্মণ বৃত্তির বিনিময়" ইত্যাদি কথাগুলি দ্বারা ব্যাখ্যা-কর্ত্তার ঠিক মনোভাব বুঝিতে পারা সম্ভব হইতেছে না; কারণ, মাধাইনগর-শাসনলিপিতে সামন্তসেনকে "কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম" বলা হইয়াছে।

তদ্বারা সেনরাজগণকে কর্ণাট প্রদেশাগত ক্ষত্রিয় বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। তৎপরে ঐ শাসনলিপিতেই বল্লালসেন কর্ত্তৃক চালুক্য রাজকন্যা রামদেবীর পাণিগ্রহণ তাঁহাদিগকে "রাজপুত ক্ষত্রিয়" বলিয়াই প্রমাণ করিতেছে। তাঁহাদিগের শাসনলিপিসমূহের একাধিক স্থলে "রাজপুত্র" শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শাসন-লিপির প্রারম্ভেই চন্দ্রদেবের মহিমা কীর্ত্তনাদি দ্বারা আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে চন্দ্র-বংশোদ্ভব রাজপুত ছিলেন তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত, মাধাইনগর-লিপির চতুর্থ শ্লোকের "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে" সামন্তসেনের জন্ম এবং দেওপাড়া-লিপির ৪র্থ শ্লোকের শেষাংশেও পরাশর-পুত্র (ব্যাসদেব) কর্ত্তৃক বর্ণিত বংশ—ইত্যাদিরূপ বর্ণনা দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায়, দেওপাড়া-লিপির "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুল-শিরোদাম" এবং মাধাইনগর-লিপির "ব্রহ্মক্ষাত্রিয় সুমেরু" এই দুইটি শ্লোকাংশের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বিশেষণের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, ক্ষত্রিয় জাতির সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় বংশই মহর্ষি মরীচি ও অত্রি হইতে উৎপন্ন। রামায়ণ-মহাভারতাদি কোন পুরাণেও তাঁহারা কুত্রাপি "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" আখ্যা লাভ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের বংশীয় কাহাকেও নূতন একটি বিশেষণে বিশেষিত করিবার কোন সার্থকতাই নাই। সেনবংশের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু নরপতিগণ যে কেবল অহমিকা প্রকাশ জন্য কোন অশাস্ত্রীয় আখ্যা গ্রহণ করিবেন—ইহাও সম্ভব নয়। আবার,

কোন ব্রাহ্মণ বংশেরও চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অতএব আমাদের মতে, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি প্রদেশের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গ যেমন রাজপুত-(বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ) সমাজে মিলিত হইয়া রাজপুত নামে, রাজপুত কুল-শিরোভূষণরূপে বন্দিত হইয়া আসিতেছেন, বঙ্গদেশাগত সেনরাজবংশও তদ্রূপ রাজপুত (ব্রহ্মণোবাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ) অর্থেই "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম" ও "ব্রহ্মক্ষত্রিয় সুমেরু" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বিনীত নিবেদন ইতি।"

(২)

ব্রহ্মক্ষত্রিয় সামন্তসেন ও লক্ষ্মণসেন।

রাজপুত বংশীয় সামন্তসেনের ব্রহ্মক্ষত্রিয় আখ্যার ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত অর্থ আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখিয়াছি। পরন্তু, সেনরাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় শাসন-লিপির মধ্যে বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেওপাড়া-শিলালিপিতে কেবলমাত্র সামন্তসেনকে, এবং লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাধাইনগর-তাম্রশাসনলিপিতে কেবলমাত্র লক্ষ্মণসেনকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; অথচ পূর্ব্বোক্ত লিপি দুইখানিতে এবং সেনরাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য শাসনলিপিতে তাঁহাদিগের কথিত আদিপুরুষ, মহাভারত-প্রসিদ্ধ বীরসেন হইতে আরম্ভ করিয়া, হেমন্তসেন, বিজয়সেন, বল্লালসেন, এবং তৎপরবর্ত্তী কালে কেশব সেন, বিশ্বরূপসেন প্রভৃতির শূরত্ব ও অন্যান্য অশেষ গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও কুত্রাপি তাঁহাদিগের কাহাকেও ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া

উল্লেখ করা হয় নাই,—সর্ব্বত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং, সামন্তসেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রকৃতিগত কোনও বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই বৈশিষ্ট্য কি তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাচীন কালের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এমন কি ধর্ম্মশাস্ত্রের রচয়িতাগণ পর্য্যন্ত ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ-লালিত্য প্রভৃতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াও কোন কোন স্থলে এমন এক-একটি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যদ্বারা কোনও কোনও শ্লোকের বা শ্লোকাংশের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এইরূপ রচনাই তৎকালে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ছিল। আলোচ্য শাসন-লিপিসমূহে দ্ব্যর্থ প্রকাশক রচনার বহু দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালসম্রাট- গণের আশ্রিত কবি সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত "রামচরিতম্" এইরূপ রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেওপাড়া-শিলালিপির রচয়িতা উমাপতিধরও একজন সুবি-খ্যাত পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত উক্ত প্রশস্তির ৩৫শ শ্লোকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"নির্ণিক্ত সেনকুলভূপতি-মৌক্তিকানামগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষ্মল সূত্রবল্লিঃ। এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।"

পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধি উমাপতিধর, সুনির্ম্মল মুক্তাস্বরূপ সেন-রাজকুলের দ্বারা অগ্রন্থিল সুকোমল মাল্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেও, তিনি চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজপুত-ক্ষত্রিয় সামন্তসেনকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম" বলিয়া যে গ্রন্থি

রচনা করিয়াছেন, তাহা, আমরা দেখিতেছি, বর্ত্তমান কালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাহা হউক, কবি-শিরোমণি জয়দেবগোস্বামীও তৎপ্রণীত "গীত-গোবিন্দ" কাব্যের ৪র্থ শ্লোকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—"বাচ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ।" টীকাকার বলিতেছেন, "উমাপতিধরঃ (তন্নামা কবিঃ) বাচঃ (বাক্যানি) পল্লবয়তি (বিস্তারয়তি, সন্দর্ভে বাগাড়ম্বরং প্রদর্শয়তীত্যর্থঃ)।" সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কবি উমাপতি-ধর যে প্রশস্তির ৫ম শ্লোকে সামন্তসেনকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" (ব্রাহ্মণ ?) বলিয়াছেন সেই প্রশস্তিরই ১৬শ শ্লোকে তাঁহার পৌত্র বিজয়সেনকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিবেন, তাঁহাকে এত বড় মূর্খ মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। টীকাকারের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে ইহা তাঁহার শব্দাড়ম্বর মাত্র। পরন্তু, সামন্তসেনকে কবিকর্ত্তৃক ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিবার আর কি-কি কারণ থাকিতে পারে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ, সামন্তসেনের ব্রহ্মক্ষত্রিয় আখ্যার সহিত "ব্রহ্মবাদী" বিশেষণটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে সামন্ত-সেনের ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্যই তাঁহাকে "ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলিয়া অভিনন্দন করা হইয়াছে; যেমন মহারাজ জনক ক্ষত্রিয় হইয়াও রাজর্ষি নামে পরিচিত ছিলেন; ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপস্যা-প্রভাবে মহর্ষি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, উক্ত দেওপাড়া-লিপিরই ৯ম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গাতীরস্থ ঋষিগণের তপোবন সমূহে, যেখানে সুবিখ্যাত মহর্ষিগণ পুনর্জ্জন্মভীতির সহিত

যুদ্ধ করিতেন, যাহা যজ্ঞ-ধূমে আমোদিত থাকিত, যেখানে মৃগশিশু-গণ করুণ হৃদয়া ঋষিপত্নীগণের স্তন্যপান করিয়া তৃপ্ত হইত, যেখামে অগণিত শুকপক্ষীগণের সমুদায় বেদ কণ্ঠস্থ ছিল, সামন্তসেন শেষ বয়সে, সেই সকল আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতা খিন্নবৈখানসস্ত্রীস্তন্য-ক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত-ব্রহ্মপারায়ণানি। যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গা-পুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ, সামন্তসেন শেষ বয়সে, একরূপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম-জীবন যাপন করতঃ ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, কবি তাঁহাকে "ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন। পরন্তু, তাঁহাকে চিরপ্রচলিত "রাজর্ষি", "মহর্ষি" প্রভৃতি আখ্যার পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলের শিরোমণি" কেন বলিয়াছেন তাহাও নির্ণয় করা সুকঠিন নহে।

বঙ্গদেশাগত যুদ্ধোপজীবী রাজপুতগণ বাহুবল ও শৌর্য্য-প্রকাশক, বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত "উগ্রক্ষত্রিয়সুত" এই গৌরবাত্মক আখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জাতিরই 'রত্নাকর' বংশ হইতে যেমন পাল-সম্রাটগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তেমনই পাল-সম্রাটগণের সামন্ত-নৃপতি শ্রেণীভুক্ত, রাঢ়প্রদেশবাসী, সেন-রাজগণেরও উগ্রক্ষত্রিয় জাতিরই সোমবংশ হইতে অভ্যুদয় হইয়াছিল। "রাজপুত-ক্ষত্রিয়," "উগ্রক্ষত্রিয়," "অগ্নি-কুল ক্ষত্রিয়"—এগুলি ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত ও চিরপ্রচলিত আখ্যা। পরন্তু পদপদার্থবিচারশুদ্ধ-বুদ্ধিউমাপতিধর, ধর্ম্মপরায়ণ সামন্তসেনের জাতীয় আখ্যাটিকে শাস্ত্র-

সম্মত শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন মাত্র। এতদ্দ্বারা সেনবংশকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার কোন ভিত্তি নাই; বরং অপ্রচলিত হইলেও, ইহাকে রাজপুত ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আখ্যারই একটি রাজসংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাই পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধি কবির রচনা-কৌশল।

তৎপরে, মাধাইনগর-তাম্রশাসন-লিপির রচয়িতা কবি উমাপতি ধরের অনুসরণ করিয়া লক্ষ্মণসেনকেও 'সোমবংশ-প্রদীপ, 'পরমদীক্ষিত পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলেও পরমদীক্ষিত ও পরমব্রহ্মক্ষত্রিয় বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্মণসেনকেও একান্তভাবে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহারাজ বিজয়সেন ও মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাসনলিপি সমূহে "নমঃ শিবায়" বলিয়া প্রশস্তির আরম্ভ হইয়াছে; পরন্তু লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রদত্ত চারিখানি লিপি-রই প্রারম্ভে "নমো নারায়ণায়" লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া (সম্ভবতঃ তাঁহার অন্যতম সভাসদ্ বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইয়া) ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। এস্থলে তাঁহাকে 'পরম নারসিংহ' অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺ নৃসিংহদেবের উপাসকও বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহার 'সোমবংশপ্রদীপ' বিশেষণটিদ্বারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ দূরী-ভূত হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বঙ্গদেশে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সমুদায় পণ্ডিত মল্লসারুল-তাম্রশাসন-লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার অক্ষর দৃষ্টে অনুমান করেন যে ইহা খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোপজীবী যশ, দত্ত, নন্দী প্রভৃতি উপাধিধারী 'আগ্রহারী'-সম্প্রদায় যে তৎকালেও তদঞ্চলে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই আগ্রহারী সম্প্রদায় জাতিতে রাজপুত ছিলেন। পরন্তু, তাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া বল, বীর্য্য ও শৌর্য্য-প্রকাশক, বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রসম্মত "উগ্রক্ষত্রিয়সুত" এই গৌরবাত্মক আখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উগ্রক্ষত্রিয় জাতির কুল-লক্ষণ বলিয়া বালকগণকে আবৃত্তি করান হয়। যথা—

"যশঃ সুশীলঃ সুধীরঃ সুবক্তা,
কীর্ত্তিশ্চ বিত্তং ন হিংসানুরক্তা।
উগ্রস্বভাবা বলমন্ত্র ধর্ত্তৃ,
নব লক্ষণঞ্চ কুল উগ্রক্ষত্রি'।"

অর্থাৎ "উদ্‌গূর্ণ বলঃ", "শূরাণ্বয়ঃ," "ভয়ঙ্কর স্বভাবানাং ক্ষত্রিয়াণাম্বা পুত্র" ইত্যাদি বেদ-উপনিষদাদি প্রোক্ত-উগ্র-পুত্রগণের লক্ষণ গুলিই বর্ণে বর্ণে উগ্রক্ষত্রিয়গণের কুল-লক্ষণ বলিয়া ঘোষিত হইয়া

আসিতেছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়ের একত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াও যে ভাবে উগ্রক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, (৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন) তদ্বারাও এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণিত হইতেছে।

বর্ত্তমান কালে যেমন শিখ, গুর্খা, রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ও নানা শ্রেণীর সৈন্যদল দেখিতে পাই, তৎকালেও সেইরূপ বঙ্গদেশাগত ভাগ্যান্বেষী, যুদ্ধোপজীবী রাজপুতগণ সৈন্যদলভুক্ত হইয়া "উগ্রক্ষত্রিয়সুত" আখ্যাটি লাভ করিয়াছিলেন, এবং "অগ্রহার" অর্থাৎ রাজদত্ত ভূমি লাভ করতঃ যুদ্ধনৈপুণ্য দ্বারা ক্রমশঃ সামন্ত-নৃপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এইরূপেই বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সীমান্ত-ভূমি রাঢ়-প্রদেশে, বাইশটি খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এবং ঐ সমুদায় খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ যে ক্রমশঃ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাঁহাদেরই অন্যতম, বর্দ্ধমানের 'রত্নাকর বংশ' হইতেই যে প্রথম পাল-সম্রাট, গৌড়েশ্বর গোপালদেবের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভ্রান্তি ভ্রান্তিরই প্রসূতি। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে সামন্তসেনের "ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্ কুলশিরোদাম" ও লক্ষ্মণ সেনের "পরমদীক্ষিত পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়" বিশেষণগুলি তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু দেওপাড়া-শাসনলিপির প্রশস্তিকার, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ "পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধি" উমাপতি ধর রাজপুত ক্ষত্রিয়গণকে "ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" অর্থেই "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" আখ্যা প্রদান

করিয়াছেন; এবং সামন্তসেন চন্দ্রবংশীয় হইলেও রাজপুত শ্রেণীস্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের শিরোমণি বলা হইয়াছে।

সেন-রাজগণ যে জাতিতে চন্দ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহা, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক শাসন-লিপিতেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, যে বিজয়সেন দেওপাড়া-লিপিতে সামন্তসেনকে চন্দ্রবংশীয় বীরসেনের বংশোদ্ভব "ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্ কুল-শিরোদাম" বলিয়াছেন, সেই বিজয়সেন কর্তৃকই প্রদত্ত বারাকপুর-লিপির তৃতীয় শ্লোকে, চন্দ্রবংশে রাজপুত্রগণের জন্ম (রাজপুত্রঃ বভূবুঃ) এবং তাঁহাদেরই বংশে (তেষাম্বংশে) সামন্তসেনের জন্ম বলা হইয়াছে।

আবার, মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক প্রদত্ত নৈহাটি-লিপির তৃতীয় শ্লোকেও আমরা দেখিয়াছি যে চন্দ্রবংশে রাজপুতগণের জন্ম (জজ্ঞিরে রাজপুত্রা), এবং তাঁহাদেরই বংশে (তেষাং বংশে) সামন্তসেনের জন্ম বলা হইয়াছে।

উক্ত শাসন-লিপিসমূহের অনুবাদক স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় যে হেতুবাদে পূর্ব্বে দেওপাড়া-লিপির অনুবাদ কালে সেন-বংশকে "ব্রাহ্মণ," ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি" প্রভৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেই হেতুবাদেই এই "রাজপুত্রা" শব্দটির অনুবাদ কালে সর্ব্বত্রই রাজকুমারগণ (Princes) বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। পরন্তু, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সেনবংশের আদি বাসভূমি কর্ণাট প্রদেশের, অথবা তাঁহারা যে রাঢ় প্রদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তৎপ্রদেশের একটি মাত্রও রাজার নামো-

ল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। বস্তুতঃ মহাভারতোক্ত রাজা বীরসেন হইতে মহারাজ বিজয়সেনের রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত সেনবংশের কোন রাজারই নামোল্লেখ নাই; সুতরাং মহারাজ বিজয়সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয়-গণকে 'রাজকুমার' সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসহ নহে। বিশেষতঃ, মহারাজ বিজয়সেন তাঁহার পিতামহের পরিচয়-প্রসঙ্গে এবং মহারাজ বল্লাল-সেন তাঁহার প্রপিতামহের পরিচয়-প্রসঙ্গে যখন কোনও রাজার নামোল্লেখ মাত্র না করিয়া সামন্তসেনের রাজপুত্রগণের বংশে (তেষাং বংশে) জন্ম বলিয়াছেন, তখন এই সেনবংশ যে চন্দ্রবংশোদ্ভব রাজপুত জাতি ছিলেন—ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত।

বারাকপুর-লিপিতে হেমন্তসেনের মহারাজাধিরাজ বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও, তিনি যে প্রকৃতই কোন প্রদেশের অধিপতি ছিলেন না ইহা দেওপাড়া-লিপির সপ্তদশ শ্লোক হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা। হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং সপ্তাম্বোধিতটীপিনদ্ধ বসুধাচক্রৈক-রাজ্যং ফলম্॥

বঙ্গার্থ—"অর্থাৎ যিনি (বিজয়সেন) খড়্গ-শোভিত ভুজমাত্রের সাহায্যে সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত বসুধারাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অসংখ্য কপিসৈন্যের অধিপতি রামের, বা পাণ্ডব সৈন্যের অধ্যক্ষ পার্থের যুদ্ধ জয় কিরূপে তুলনার যোগ্য হইতে পারে?"

এতদ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সামন্তসেন রাজপুত ক্ষত্রিয়-

গণের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্যুতঃ তাঁহারা কোন বিখ্যাত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মহাত্মা কর্ণেল টড্ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রাজস্থান" পুস্তকে (১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই চন্দ্র, সোম, ইন্দু প্রভৃতি বংশসমূহ রাজপুত সমাজের প্রধান ৩৬টি বংশেরই অন্তর্গত। মাধাইনগর-লিপিতে মহারাজ লক্ষ্মণসেন 'সোমবংশ প্রদীপ' বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন, ইদিলপুর-লিপিতে কেশবসেনকেও "সেনকুল-কমলবিকাসভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ" বলিয়া অভিনন্দন করা হইয়াছে। সুতরাং রাঢ়প্রদেশবাসী সেনবংশীয়গণ যে রাজপুত শ্রেণীস্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং প্রথমতঃ তাঁহারা যে পালসম্রাটগণেরই অধীনস্থ সামন্ত নৃপতিমাত্র ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

মহারাজাধিরাজ দেবপালদেবের রাজত্বকালে, ইতিহাস প্রসিদ্ধ সামন্ত-নৃপতি কর্ণসেনের সহিত অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেক্কুরগড়ের প্রবল পরাক্রান্ত ইছাই ঘোষের সংঘর্ষের ফলে, কর্ণসেনকে দক্ষিণ রাঢ়ে যাইয়া বাস করিতে হইয়াছিল; তৎপরে, তাঁহার পুত্র লবসেন বা লাউসেন দেবপালদেবের আজ্ঞায় ইছাই ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। এই কর্ণসেন দেবপালদেবের শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও যে রাজপুত ক্ষত্রিয় ছিলেন ইহা অতি সুস্পষ্ট। কথিত আছে—লাউসেন কামরূপ বিজয়ের পরে গৌড় হইতে ময়নাগড়ে ফিরিবার পথে মঙ্গলকোটের সামন্ত-নৃপতি গজপতির কন্যাকে ও শিমুলের হরিপালের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন 'সোম-বংশ প্রদীপ' ও 'সেনকুলকমলবিকাসভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ' বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছেন। উগ্রক্ষত্রিয় জাতির বংশতালিকায় সর্ব্বপ্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—"নিঃশঙ্কে ইন্দু ঘর **সোম** মুজাফর," "বারবক্ কাঞ্চন **সোম** যশেতে মিশায়।" এই মুজাফরসাহী ও বারবকসিন্ পরগণা দুইটি অজয় নদের তীরবর্ত্তী এবং ঢেক্কুরগড়ের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এই সোম-বংশীয় সেনরাজবংশের যে উগ্রক্ষত্রিয় সোমবংশ হইতেই অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এখনও উক্ত দুইটি পরগণার সোম-বংশীয় সেন-পরিবার, উক্ত পরগণা দুইটিতে ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। ইহা অনুমান নহে—পরন্তু প্রত্যক্ষ সত্য।

এ স্থলে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসু ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পাঁচজন মাত্র ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থের গোত্র ও বংশে আজ বঙ্গদেশে বহুলক্ষ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করিতেছি। পরন্তু, যে পাল ও সেনবংশীয় রাজপুত রাজগণ একাদিক্রমে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, আজ সেই বঙ্গদেশের বক্ষ হইতে তাঁহাদিগের জাতি, বংশ, জ্ঞাতি প্রভৃতি নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গিয়াছে—ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র। অপর পক্ষে, সেই রাজপুত জাতির প্রথম উপনিবেশ-ক্ষেত্র রাঢ়-প্রদেশে, 'রত্নাকর বংশীয়' পাল-উপাধিধারী এবং সোম বংশীয় সেন-উপাধিধারী বহু উগ্রক্ষত্রিয় বাস করিতেছেন।

অতঃপর, আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

১। "রামচরিতম্" রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী পাল-সম্রাটগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন (১ম পরিচ্ছেদ, ১৭ শ্লোক, ও স্বকৃত টীকা, ৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। পালসম্রাটগণের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বৈদ্যদেব কমৌলি-লিপিতে তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। (৭২ পৃষ্ঠা দেখুন)। পাল-সম্রাটগণের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশে ও হৈহয়-বংশে বিবাহ দ্বারা তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

২। সেন-রাজগণ তাঁহাদিগের প্রদত্ত যাবতীয় শাসন-লিপিতেই আপনাদিগকে নানা ভঙ্গিতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শূরবংশে, ও অগ্নিকুল রাজপুত বংশের অন্যতম চালুক্য বংশে বিবাহাদি দ্বারাও তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তথাপি মহারাজ বিজয়-সেন প্রদত্ত দেওপাড়া-লিপিতে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রশস্তিকার উমা-পতিধর কর্ত্তৃক বানপ্রস্থব্রতধারী বিজয়সেনকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম্-কুলশিরোদাম" বলিয়া অভিনন্দন করায়, যাঁহারা সেনরাজগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত, ৫ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকটিতে (১২ পৃষ্ঠা দেখুন) মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষি নাভির ব্রহ্মণ্য ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে 'ব্রহ্ম'

বিশেষণটি দেখিয়া চন্দ্রবংশীয়ক্ষত্রিয় সেন-রাজগণকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ ভুল।

ব্রহ্মা ও অগ্নি অভিন্ন--এই বিশ্বাস হইতেই রাজপুত-ক্ষত্রিয় সমাজে "অগ্নি-কুল" আখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (৬।১।১।৫) বলেন, "স এষ পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ স যোঽয়মগ্নি-শ্চীয়তে"—অর্থাৎ, সেই পুরাণ-পুরুষই প্রজাপতি হইলেন, এবং এই প্রজ্বলিত অগ্নিই সেই পুরুষ।

মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোবাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ"; সুতরাং ব্রহ্মার বাহুজাত ক্ষত্রিয়গণকেও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা যায়।

৩। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে বেদ ও উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা, "রাজপুত ক্ষত্রিয়" ও "উগ্রক্ষত্রিয়সূত" এই দুইটি জাতীয় আখ্যার একত্ব ও তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়িত-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ভারতের একটি প্রাচীনতম, এবং রাজপুত জাতির লীলাভূমি রাজপুতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত জৈনধর্ম্মের যাবতীয় শাস্ত্রেই যে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়ের একত্ব ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে বেদ ও উপনিষদাদির সমুদায় উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

৫। বঙ্গদেশেই রচিত হইয়া যে জাতিমালা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও "উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং (বৈশ্যায়াং) ক্ষত্রাদ্বভূ-বতুঃ"—এই শ্লোকটি দ্বারা রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়ের একত্ব সুস্পষ্ট-ভাবেই স্বীকৃত হইয়াছে। পরন্তু, বঙ্গদেশের জল-বায়ুর গুণে লোকের

যেমন শারীরিক অবনতি ঘটিয়া থাকে, তেমনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেতর যাবতীয় জাতিরই জাতীয় মর্য্যাদাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; এবং তৎসহ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয়কেও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীসম্ভূত সন্তান কল্পনা করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাপ্লাবনের পরে, যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, তখন পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, পরস্পর, বিরুদ্ধমত-প্রকাশক যে সমুদায় জাতিতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে, আজ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোনও বিশুদ্ধ বর্ণেরই অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ বাঙ্গলার বাহিরে যে সমুদায় জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-বর্ণের অন্তর্গত, বঙ্গদেশে সেই সমুদায় জাতিই সদাচার-সম্পন্ন হইয়াও 'সৎশূদ্র' নামে পরিচিত ও সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট।

কেবল তাহাই নহে। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত সৎশূদ্র ব্যতীত বঙ্গদেশের অবশিষ্ট জাতিসমূহের কেহ বা জল-অনাচরণীয়, কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই অস্পৃশ্য; এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মণ তাহাদের হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত বিরাট হিন্দুসমাজের যোগসূত্র কোনও রূপে অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্যার্থ তাহাদের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, মহর্ষি দধীচির ন্যায় আত্মত্যাগী সেই ব্রাহ্মণগণও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে পতিত, লাঞ্ছিত, অবনমিত এবং 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত। এরূপ বিধান বঙ্গদেশেরই বৈশিষ্ট্য।

অপর পক্ষে, যে সমুদায় বিদ্যা-বিনয়াদি-গুণসম্পন্ন ভূদেবগণ বল্লালসেন প্রদত্ত কৌলিন্য লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই কৌলিন্য মর্য্যাদাকে বহু বিবাহের ছাড়পত্র জ্ঞানে, গত আটশত বৎসর যাবৎ বিবাহ্-ব্যবসায় চালাইয়া আসিয়াছেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণ সমাজেও যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, আজিও তাহার অবসান হয় নাই। উক্তরূপ ধর্ম্মহানিকর প্রথাও বঙ্গদেশেরই বৈশিষ্ট্য। আরও আমাদের বিশ্বাস—পাল-সম্রাট-গণের উদার ধর্ম্মমত ও সুশাসনের ফলে, মাৎস্য-ন্যায় ও অরাজকতা দূরীভূত হইলে, বঙ্গদেশ অন্যূন চারি শতাব্দী-ব্যাপী পূর্ণ শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ করিয়াছিল; তৎপরে সেন-রাজগণের স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বকালেই বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব করতঃ হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ব্যপ-দেশে, এবং কথিত আছে যে, বল্লালসেনের অবিমৃষ্যকারিতায়,—বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নানাবিধ অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার ফলেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-দেহ বাঙ্গালী জাতি অতি সহজেই মুসলমান বিজেতৃগণের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎপরে স্বেচ্ছাচারী বর্ণ-হিন্দুগণের নির্য্যাতন হইতে মুক্তিলাভ উদ্দেশ্যে অনেক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমানধর্ম্ম অব-লম্বন করাতেই আজ শ্রীভগবানের ন্যায়-দণ্ডস্বরূপ, বঙ্গদেশে "হক-শাসনতন্ত্রের" প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

উপসংহার।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ-পরিখাদি পরি-বেষ্টিত এ হেন বঙ্গদেশে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রাজধানী নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বসিয়া একমাত্র উগ্রক্ষত্রিয় জাতি,—যাঁহারা বাঙ্গালার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে "বৈশ্যায়াং ক্ষত্রাদ্বভূবতুঃ," ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে "রাজপুত্র্যান্তু করণাদাগুরী," তথাকথিত কৃত্তিবাসের মতে শূদ্র তপস্বী শম্বুকের পুত্র, বিশ্বকোষের মতে ইঁহাদের একশ্রেণী ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত "সূত" জাতি, আবার কিছুকাল যাবৎ, অর্থাৎ বাচস্পত্যাভিধান, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রকাশের সময় হইতে যাঁহারা হইয়াছেন মনূক্ত "ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জ্জন্তুঃ," তাঁহারাই ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত ধারণ ও দ্বাদশাহ অশৌচপালনাদি ক্ষত্রিয়াচার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই অকুণ্ঠিত চিত্তে শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছেন।

ভগবান মনু ক্ষত্রশূদ্রাজাত উগ্র জাতির বৃত্তি ও বাসস্থান সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকোবধবন্ধনম্।
ধিগ্বনানাং চর্ম্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্॥
চৈত্য-দ্রুম শ্মশানেষু শৈলেষুপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্ত্তয়ন্ত সকর্ম্মভিঃ॥

১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ অন্ত্যজ ক্ষত্তা ও পুক্কস জাতির সহিত গো-সাপ আদি বধ-বন্ধন ইহাদের বৃত্তি এবং চর্ম্মকার ধিগ্বণ, ভাণ্ডবাদক বেণ, ও ক্ষত্তা, পুক্কস প্রভৃতি জাতির সহিত ইহারা গ্রামের বহির্ভাগে পর্ব্বত, উপবন ও শ্মশানে বাস করিবে। অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিক বলিয়াছেন,—"অয়ং আঘরীতি প্রসিদ্ধঃ।" চলিত ভাষায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি "আঘরী" নামেই পরিচিত এবং তদঞ্চলে ইহারাই আচারবিহীন নীচ জাতির অতি সাধারণ দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্গদেশে এই যাযাবর জাতিকে 'হাঘরে' বলা হইয়া থাকে। এমন কি, এই জাতির কদাচারের অনুকরণ করিয়া একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান সাধন করে বলিয়া তাহারা 'আঘরপন্থী' নামে বিদিত।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত জাতিমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, বঙ্গদেশেই ঐ সমুদায় জাতিমালা কৃত্রিমতাপূর্ব্বক উল্লিখিত পুরাণসমূহে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, ঐ সমুদায় জাতিমালায় বঙ্গদেশীয় জাতিসমূহেরই নিখুঁত চিত্র দৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে বঙ্গদেশীয় পতিত জাতিসমূহেরই পাতিত্যের কারণ সহ উল্লেখ দৃষ্ট হয়; অথচ বঙ্গদেশের বাহিরে সেই সমুদায় জাতি পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। এই সমস্ত কারণে পণ্ডিতগণ পরশুরামোক্ত জাতিমালাকেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, বঙ্গদেশেই রচিত ও অপ্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ উভয়ই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত। এই দুইখানি পুরাণে রাজপুত ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধমত-প্রকাশক যে দুইটি শ্লোক সন্নিবিষ্ট

হইয়াছে, তদ্দারাও, এগুলি যে ঋষিবাক্য নহে পরন্তু উগ্রবংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের ভ্রান্ত কল্পনা মাত্র, তাহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায়।

দেশ, কাল ও পাত্রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ও সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার লাভ না করিয়া, চক্ষু বুজিয়া হাত্ড়াইলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘারে পড়া" এবং অন্ধগণের হস্তী-দর্শনের ন্যায় নানাবিধ মতান্তর উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উক্তরূপ একদেশদর্শিতার ফলেই বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজে 'উগ্রক্ষত্রিয়সুত' অবশেষে 'ক্ষত্রশূদ্র-বপুর্জ্জন্তু'তে পরিণত হইয়াছেন এবং চন্দ্রবংশীয় সেন-রাজগণ 'ব্রাহ্মণ' ও 'ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

সুখের বিষয় এই যে চিরদিনই বঙ্গদেশে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। শ্রীভগবানের কৃপায় ও উগ্রক্ষত্রিয় জাতির পুণ্যশ্লোক পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদে, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবাণীর ভাগীরথীতীরস্থ রাজধানী বড়নগরের পণ্ডিত-সভায় একবার উগ্রক্ষত্রিয় জাতির জাতিতত্ত্ব আলোচিত হওয়ার কারণ ঘটিয়াছিল। উক্ত রাজধানীর উপকণ্ঠস্থিত রাজাগঞ্জের জনৈক উগ্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীর সহিত ব্রাহ্মণেতর কোন বিশিষ্ট জাতীয় লোকের স্ব-স্ব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয়া দেবীর সভাস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। উক্ত ঋষিকল্প পণ্ডিতমণ্ডলী উগ্রক্ষত্রিয়কে "রাজার জাতি" বলিয়া তাঁহা-দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতঃ একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়া-ছিলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্রখানি আমাদের সংসারেই রক্ষিত

হইয়াছিল। তৎপরে, আমার শৈশবকালে, পিতৃহীন অবস্থায়, ১২৮৬ সালের প্রবল বন্যায় আমার পৈত্রিক বাটীর অধিকাংশ ভূমিসাৎ হওয়ায় আমাদের বৈষয়িক অনেক কাগজ-পত্র দীর্ঘকাল ইষ্টকস্তূপের নিম্নে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যবস্থাপত্রখানিও তৎসহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

তৎপরে স্বর্গীয়া মাতৃদেবী ও স্বর্গীয় বিপিন বিহারী যশ মাতুল মহাশয়ের প্রমুখাৎ উক্ত ব্যবস্থাপত্রখানির মর্ম্ম অবগত হইয়া এবং উগ্রক্ষত্রিয় সমাজে ক্ষত্রিয়াচার প্রচলিত দেখিয়া বাল্যকাল হইতেই আমার "রাজার জাতি উগ্রক্ষত্রিয়ের" জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অতি প্রবল আকারে বর্ত্তমান ছিল। পরে দেখিলাম, ঋগ্বেদসংহিতায় চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—, "তাঁহার (ব্রহ্মার) মুখ ব্রাহ্মণ হইল, বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল তাহা বৈশ্য হইল এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মিল।" তদনুসারে মনুসংহিতা বলেন— "ব্রহ্মা লোকবৃদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উৎপন্ন করিলেন।" ইহার অব্যবহিত পরেই আবার অন্য একরূপেও চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—"ব্রহ্মা স্বকীয় দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগে পুরুষ ও অপর ভাগে রমণী হইলেন, এবং পুরুষরূপী ভাগ রমণীরূপী ভাগে বিরাট পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া, আমাকে (স্বায়ম্ভুব মনুকে) সৃষ্টি করেন। আমি প্রথমে মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ এই দশ জন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করি।

তাঁহাদিগের সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া যে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

যাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে ক্ষত্রিয় জাতির জাতীয় আখ্যা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। সূর্য্যবংশ হইতেই ইক্ষ্বাকু, রঘু, প্রভৃতি বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজপুত সমাজেও সূর্য্য, চন্দ্র ও চারিটি অগ্নিকুল বংশ হইতে বহু খ্যাত ও অখ্যাত বংশের উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মা কর্ণেল টড্ খিচি ও চাঁদকবি-লিখিত বংশ তালিকা ও "কুমার-পাল চরিত্র" হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও চারিটি অগ্নিকুল বংশ হইতে ছত্রিশটী বংশের তালিকা উদ্ধার করতঃ তৎপরে ঐ সকল বংশের বহু শাখা-প্রশাখার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের মধ্যে রাঢ়প্রদেশে আমরা তিনটি যোদ্ধৃ জাতির নাম দেখিতে পাই, রাজপুত ক্ষত্রিয়, আগ্রহারী অর্থাৎ আগরি বা উগ্র-ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তন্মধ্যে 'আগ্রহারী' ও উগ্রক্ষত্রিয় যে একই জাতির দুইটি আখ্যা তাহা সকলেই অবগত আছেন। রাজপুতবংশীয় সেন-রাজগণের মধ্যে সামন্তসেন ও লক্ষ্মণসেন যে ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্যেই "ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মক্ষত্রিয়," "পরমব্রহ্মক্ষত্রিয়" প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আবার, রাজপুত ক্ষত্রিয় ও উগ্রক্ষত্রিয়সূত যে অভিন্ন আখ্যা তাহাও আমরা বেদ, উপনিষদ, জৈনধর্ম্মশাস্ত্র ও বঙ্গদেশ প্রচলিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই জানিতে পরিয়াছি। সুতরাং ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে বঙ্গদেশাগত ভাগ্যান্বেষী রাজপুত ক্ষত্রিয়গণই 'অগ্রহার' লাভ করিয়া

'আগ্রহারী', এবং বলবান সাহসান্বিত, যুদ্ধকুশল ও ক্ষত্রবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া 'উগ্রক্ষত্রিয়স্মৃত' ও তাঁহাদের বংশেরই সামন্তসেন ও লক্ষ্মণসেন ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।

উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ কেবলমাত্র কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন নহে; পরন্তু, তাঁহাদের চরম অসহায় অবস্থাতেও তাঁহারা সপ্তগ্রামের দেবমন্দিরসমূহ রক্ষার্থে যেরূপভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে পরাজিত ও বন্দীকৃত সাতশত উগ্রক্ষত্রিয় বীর যে ভাবে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবনরক্ষার প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করতঃ মহাশূলে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন—ইহা রাজপুত ক্ষত্রিয়গণেরই জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বঙ্গদেশাগত উগ্রক্ষত্রিয়াখ্য রাজপুতগণও যে সে অগ্নি-পরীক্ষাতেও সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও ভ্রাতৃগণসহ নিহত মহেশ্বর দত্তের গর্ভবতী স্ত্রীকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার ও তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর জীবন রক্ষা করা যে অসাধারণ আশ্রিত-বাৎসল্যের পরিচায়ক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে রাজপুত জাতির লীলাভূমি, রাজপুতক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত রাঢ়মণ্ডলের একমাত্র যুদ্ধোপজীবী উগ্রক্ষত্রিয় জাতির আচার, ব্যবহার, সংস্কার, সামাজিক অধিকার এবং অতীতকালের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী ভূলপথেই চলিতেছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, রাঢ় প্রদেশ নিবাসী, অনন্যসাধারণ সামাজিক অধিকার ও সদাচারসম্পন্ন এই মুষ্টিমেয় উগ্রক্ষত্রিয় জাতির ইতি-

হাসই বাঙ্গালার অতীত যুগের গৌরবময় জাতীর ইতিহাস। য
বর্ত্তমান কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট জাতিটির সাম
অধিকার ও জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত থাকিবে, ত
বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বও যে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে—ইহা সুনিশ্চিত।

সম্পূর্ণ